লক্ষ্মণ-সেন।

[উপন্যাস।]

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়,
হাওড়া, (কলিকাতা)।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

ভূমিকা।

—o—

"সাহিত্য-সংবাদ" মাসিক পত্রে 'লক্ষ্মণ-সেন' উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছিল। "সাহিত্য-সংবাদের" গ্রাহকগণ এবং অন্যান্য অনেকেই 'লক্ষ্মণ-সেন' সম্পূর্ণ-ভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন 'লক্ষ্মণ-সেন' উপন্যাস, "সাহিত্য-সংবাদে" শেষ হইবার পূর্ব্বেই, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

'লক্ষ্মণ-সেন'—ইতিহাস নয়—উপন্যাস। তবে ইহাকে ইতিহাস বলিবেন, কি উপন্যাস বলিবেন,—সুধী সহৃদয় পাঠক-গণই তাহার বিচার করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—এদেশে অনেক ইতিহাস উপন্যাস হইয়া আছে, আবার অনেক উপন্যাস ইতিহাস হইয়া আছে। একখানি ইতিহাস হইতে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,—'লাক্ষ্মণেয় বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন।...তিনি ভুমিষ্ঠ হইবার পুর্ব্বে তাঁহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিল,—'এ বড় অশুভ সময়; এ সময় ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তান কখনও রাজ্য-প্রাপ্ত হইবেন না; কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবেন।'...জ্যোতির্ব্বিদদিগের বাক্য শ্রবণ

মাত্র রাজ্ঞী তাঁহার পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে বাঁধিয়া, মস্তক নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। তৎপরে শুভ সময় সমাগত হইবামাত্র রাজ্ঞী বন্ধনমোচনের আদেশ দিলেন; লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইলেন।" বলা বাহুল্য, ইতিহাসখানি শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর লিখিত এবং পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত। ইহা যদি ইতিহাস হয়, তাহা হইলে আমাদের এই 'লক্ষ্মণ-সেন' উপন্যাসও ইতিহাস। মূল বিষয় ইতিহাস-মূলক হইলেও অনেক স্থানে কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে বলিয়াই আমরা এই গ্রন্থকে উপন্যাস আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

'লক্ষ্মণ-সেন' উপন্যাসে পাঠকগণ যদি কিঞ্চিৎ সার সামগ্রী প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহারে উল্লেখ আবশ্যক—এই গ্রন্থ-প্রণয়নে 'সাহিত্য-সংবাদ' সম্পাদক শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের সহায়তার বিষয়। এই গ্রন্থের প্রণয়নে, ইহার শৃঙ্খলা-সাধনে, তাঁহার ভাব, ভাষা ও কল্পনা পর্য্যন্ত অনেক স্থানে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিল। ইতি—

হাওড়া, ২৬শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

লক্ষ্মণ-সেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।
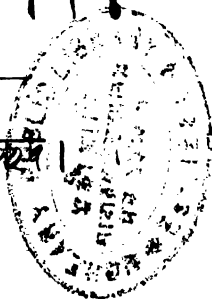
ভাগীরথীর শুভ্রসলিলে আর জলঙ্গীর নীলজলে যেন হরিহরের মিলন হইয়াছে।

সে কি আনন্দময় স্থান! স্রোতস্বিনীর কলকল্লোলে আনন্দের তান উঠিয়াছে। তীরস্থিত দেবমন্দির-সমূহের শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়াছে। আবার প্রভাতে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণের বেদগানে জলস্থল-মরুদ্ব্যোম যখন আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে, অথবা সন্ধ্যার দীপাবলীতে যখন আনন্দের অযুত-রশ্মি বিকশিত হয়, তখন সাধক ভক্ত গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া থাকেন,—'নবদ্বীপ! তুমিই মর্ত্ত্যের অমরাপুরী!'

যদি মর্ত্ত্যের অমরাপুরীই না হইবে, তবে নবদ্বীপের ভাগীরথী-জলঙ্গীর এই পুণ্যময় পবিত্র সঙ্গমস্থলে আজ শত মুমুক্ষু জনগণের সমাগম হইবে কেন? ভারতে কত রাজধানী আছে, কত নগর-নগরী আছে, কত সুধাধবলিত অট্টালিকা-পরিপূর্ণ জনপদ আছে; কোথাও কি এমন আনন্দের স্থান নাই!—তাই বঙ্গের নরনারী

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পথের অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, আজি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

তীরে তিল ধারণের স্থান নাই। অতি প্রত্যূষ হইতে পিপীলিকার সারির ন্যায় দলে দলে নরনারী এই পুণ্যক্ষেত্রে অবগাহন করিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন; মধ্যাহ্নের প্রখর-সূর্য্যোত্তাপ মস্তকের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল; তথাপি সে জনস্রোতের বিরাম নাই। একে সর্ব্বপাপহরা নবদ্বীপ; তাহার উপর বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ-সংযোগ। সুতরাং দূর-দূরান্তর হইতে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভক্ত নরনারী আজি নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন, কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ পূজায় বসিয়া আছেন; কেহ বা স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের তৃপ্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছেন; কেহ স্নান-পূজা সমাপনান্তে গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন।

সকলেরই ব্যাকুলতা—সকলেরই ব্যগ্রভাব। আসা, যাওয়া, স্নান করা, পূজাহ্নিক সারা এবং দানধ্যান প্রভৃতি লইয়াই সকলে বিব্রত। কিন্তু একটী লোক—সারাদিন ঘাটের এক প্রান্ত-ভাগে একই ভাবে বসিয়া বসিয়া—এ কি করিতেছে!

প্রাতঃকাল গত হইল, দ্বিপ্রহর আসিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইল, অপরাহ্ন আসিল। আবার অপরাহ্নও চলিয়া যায়—সন্ধ্যা আসে আসে। সে কেন একই ভাবে বসিয়া একই খেলায় নিমগ্ন রহিয়াছে! ঘাটে এত লোকের সমাগম হইয়াছে; এত কোলাহল গণ্ডগোল চলিয়াছে; এত শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্যধ্বনি উঠিয়াছে; তৎপ্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপন মনে এ কি করিতেছে!

এ কি উন্মাদ! কৈ ইহাকে তো ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কখনও নবদ্বীপের ঘাটে দেখে নাই! যদি অন্য কোনও স্থান হইতেই গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে, তবে এ উন্মাদের আচরণ কেন?

না—না! এ তো উন্মাদ নয়! এ কি তবে যাদুকর! যাদুকর হইলেই বা ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া এরূপভাবে দিন কাটাইবে কেন? যাদুকর হইলে তো যাত্রিগণকে মোহিত করিয়া অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিত! কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতি-সম্পন্ন!

এ কি!—এ করে কি! ও কি—জলে টাকা ছুড়িয়া ফেলিতেছে না কি!

বেশ ভিখারীর ন্যায়। পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র। রুক্ষ কেশ। তৈলাভাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে। এই অবস্থায় এত টাকা এ কোথায় পাইল! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই বুলি—একই কার্য্য!

বলিতেছে—"টাকাও যা, ধূলাও তা!" বলিতেছে, আর টাকা লইয়া জলের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। টাকাগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর গঙ্গাতীরস্থ বালি লইয়া বলিতেছে,—'টাকাও যা, ধূলাও তা!'

ঘাটে বসিয়া সে যখন এই ভাবে টাকা লইয়া ধূলাখেলা খেলিতেছিল, সাধু-সন্ন্যাসী মনে করিয়া, আগন্তুকগণের কেহ কেহ দুই-একটী টাকা-পয়সা উহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন পাওয়া, অমনি জলে ফেলিয়া দেওয়া; আর হাসিতে হাসিতে বলা,—"টাকাও যা, ধূলাও তা।

"টাকাও যা, ধূলাও তা!"—লোকটা এ বলে কি? অনেকে

পাগল বলিয়াই উড়াইয়া দিল, অনেকে তাহার তত্ত্ব লইবারই অবসর পাইল না, কেহ বা সাধু পুরুষ ভাবিয়া প্রণত হইল। সে কিন্তু একইভাবে আপন খেলা খেলিতে লাগিল।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

টাকা—টাকা—টাকা!

ত্রিলোচন বসু নূতনগ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। নগদ টাকায় তাঁহার সমকক্ষ লোক ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় আছেন বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু বসুজ মহাশয়ের হাবভাব চালচলনে তাহা কোনক্রমেই বুঝিবার উপায় নাই। পরন্তু কখনও সে কথা কেহ কহিলে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর দেন,—"নির্ব্বংশের বেটাদের চ'খে চ'খেই তো আমার কিছু হ'তে দিলে না। নইলে, আমি যে রাজার চাকরি করি, এত দিনে আমার সংসারে সোণা ফ'লত!"

বসুজ মহাশয় নবদ্বীপের রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী। নবদ্বীপাধিপতির কয়েকটী প্রধান বিভাগের আদায়-তহশীলের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। বৎসরে একবার করিয়া বৈশাখ মাসে তিনি রাজার দরবারে হিসাব-নিকাশ দিয়া আসিতেন। আদায়ী টাকা চারি কিস্তিতে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। সে নিয়মে টাকাও কতক কতক পাঠান হইত। পরিশেষে বৈশাখ মাসের

পূর্ণিমা তিথিতে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি হিসাব বুঝাইয়া বাকী টাকা মিটাইয়া দিয়া আসিতেন। যে বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই বৈশাখী পূর্ণিমার দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিসাব-নিকাশ সহ রাজধানীতে তাঁহার উপস্থিত হইবার কথা। সম্বৎসর ধরিয়া তিনি যাহা আদায়-তহশীল করিয়াছিলেন, সেই টাকার অবশিষ্টাংশ ঐ দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত করার ব্যবস্থা ছিল।

টাকা জমা দিবার পূর্ব্ব দিন টাকা ও হিসাব সহ রাজধানীতে পৌছিয়া রাজার নিকট সংবাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরদিন সেই টাকা ও হিসাব রাজ-সরকারে পেশ হইত। কিন্তু এ বৎসর বসুজ মহাশয় পূর্ব্ব দিন রওনা হইতে পারেন নাই। পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি যদি রওনা হইতেন, একটানা নদীর স্রোতে নৌকা চালাইয়া দ্বিপ্রহরের মধ্যেই তাঁহার নবদ্বীপে আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না।

সিন্দুকের কাছে গেলেন। টাকাটা সিন্দুক হইতে বাহির করিতে মায়া হইল। পূর্ব্ব দিন এই মায়ার বশেই তাঁহার রাজ-ধানীতে রওনা হওয়া ঘটে নাই। আজও এই মায়ার বন্ধনই তাঁহাকে পুনঃপুনঃ টানিয়া রাখিতে লাগিল। একবার—দুইবার—তিনবার—চেষ্টা করিলেন। কোনক্রমেই টাকা বাহির করিতে সমর্থ হইলেন না। চতুর্থ বারে সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিলেন; কিন্তু গণনা করিতে গিয়া মায়া হইল। সুতরাং আবার তাহা সিন্দুকের মধ্যেই তুলিয়া রাখিলেন।

পূর্ব্বদিন রাজধানীতে পৌছিবার কথা। কিন্তু আজও

রাজধানীতে যাওয়া হয় কি না—বিষম সমস্যা উপস্থিত! বসুজ-পত্নী পূর্ব্বদিন রওনা না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বসুজ উত্তর দেন,—"কাল প্রাতে গেলেই চলিবে।"

আজিও যখন প্রভাতে তাঁহার রওনা হওয়া হইল না; বেলা বাড়িয়া গেল, তবুও তিনি রওনা হইলেন না; সঙ্গের পাইক দুই তিন বার স্মরণ করাইয়া দিল, তথাপি তিনি যখন ঘরের বাহির হইলেন না; পত্নী বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন;—বিলম্বের কারণ জানিবার জন্য গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি এ কি দেখিলেন? দেখিলেন—তাঁহার স্বামী বসুজ মহাশয় টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। টাকাগুলি কতক মাটিতে, কতক থলিতে, কতক সিন্দুকে, আর কতক তাঁহার হস্তে। এতদবস্থায় পতিকে চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া, পত্নীও দারুণ চিন্তিতা হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—'বুঝি বা টাকায় কম পড়িয়াছে; তাই তিনি ভাবনায় পড়িয়াছেন।'

পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখনও বসিয়া কি ভাবিতেছ? টাকা কি কিছু কম পড়িয়াছে!"

বসুজের যেন চমক ভাঙ্গিল। ব্যস্ত-সমস্তে কহিলেন,—"না—না, টাকায় কম পড়ে নাই।"

পত্নী।—"তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আজ যে শেষ দিন! কখন গিয়ে আর টাকা জমা দেবে।"

বসুজ।—"হাঁ—হাঁ! তা—তা—তা। এই আমি এখনই রওনা হচ্ছি।"

এই বলিয়া বসুজ মহাশয় টাকাগুলি একবার বাহির

করিলেন। বাহির করিয়াই আবার সেগুলিকে সিন্দুকে বন্ধ করিতে গেলেন।

পত্নী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি! টাকা আবার তুলে রাখ্‌ছ যে! রাজসরকারে দিতে হবে না!"

এইবার বসুজ মহাশয়ের শোকাবেগ যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি অর্দ্ধ-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"সিন্দুকটা শূন্য হ'লে আমার মনে হয়, ক'ল্‌জের রক্ত যেন খানিকটা বেরিয়ে গিয়েছে!"

পত্নী।—"পরের টাকা পরকে দেবে। তাতে আর এত মমতা কেন?"

বসুজ।—"তুমি তার কি বুঝ্‌বে! আমি অনেক কষ্টে, অনেক চিন্তায়, শরীরের অনেক রক্ত জল করে, অনেক ভাবনায়, এ গুলিকে সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। আর সামান্য কিছু হ'লেই আমার আর একটা হাজার পূরতো। কিন্তু আর জমা হওয়া দূরে থাক্‌, আজ সিন্দুক থেকে অনেক টাকা বের ক'রে দিতে হবে। আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ছি-নে।"

পত্নী।—"তুমি এ কি ব'ল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! রাজার টাকা, রাজার ঘরে জমা না দিলে, রাজার পাইক এসে বেঁধে নিয়ে যাবে যে! তখন টাকাও থাক্‌বে না; ধনে-প্রাণে মারা যেতে হ'বে। যাও—যাও, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না। টাকা অনেক আছে,—অনেক হবে। কিন্তু মান একবার গেলে আর ফিরে পাবে না।"

এই সময় বহির্ব্বাটী হইতে পাইক সংবাদ পাঠাইল—"আর দেরী হ'লে আজ আর দিনে দিনে পৌঁছানই যাবে না।"

"হাঁ—হাঁ, যাই—যাই!"—এই বলিয়া বসুজ মহাশয় টাকাগুলি গুছাইয়া লইয়া নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

হৃদয় বিষম চিন্তাভারাক্রান্ত। এক ভাবনা—'ঘরের টাকা বাহির করিয়া লইতে হইতেছে, সে টাকা কি করিয়া পূরণ হইবে—সে টাকা কি করিয়া আবার ঘরে আসিবে।' দ্বিতীয় ভাবনা—'যথাসময়ে রাজধানীতে পৌঁছিতে না পারিলে, রাজসরকারে কতই অপদস্থ হইতে হইবে।'

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ভাবনা অপেক্ষা প্রথমোক্ত ভাবনাই তাঁহার চিত্তকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

* * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

টাকাও যা, ধূলাও তা।

মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবদ্বীপের ঘাটে নৌকা পৌঁছাইতে পারিল না।

এদিকে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেওয়ান যখন দেখিলেন,—রাজস্ব ও হিসাব সহ বসুজ মহাশয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন না, তখন কাজেই বসুজের নামে পরওয়ানা বাহির হইল; বসুজের বাড়ী-ঘর ঘেরাও করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য, রাজসরকার হইতে পঁচিশ জন পাইক নূতনগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল।

নৌকায় আরোহণ করিয়া অবধি বসুজের চিন্তার অবধি নাই। তিনি একবার ভাবিতেছেন,—"আমি কি করিলাম! ঘরের টাকাগুলি অদিনে অক্ষণে এমন করিয়া পরকে দিতে চলিলাম! এক একটী টাকা—আমার শরীরের এক এক ছটাক রক্ত। শরীরের এই রক্ত বাহির হইয়া গেলে, আমি আর কতক্ষণ বাঁচিব!"

একবার ভাবিলেন,—"রাজার টাকা! আমি রক্ষক-মাত্র ছিলাম। সে টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার কেন কষ্ট হয়?" পরক্ষণে আপনা-আপনিই উত্তর দিলেন,—"পরের টাকাই বা কিসে? আমি আদায়-তহশীল না করাইলে, এ টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ হইত? এ রকম পরের টাকা ভাবিতে গেলে, এই দেহটাকেও তো পরের দেহ ভাবিতে হয়। তাহা হইলে ইহ-সংসারে জীবিত থাকাই চলে না। তাহা হইলে বলিতে হয়,—যে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই দেহ। আমার এই হাত, পা, মুখ, চোখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যে সৃষ্টি করিয়াছে, সকলই তাহার। তাহার সামগ্রী তাহাকেই যদি দিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এখনই আমার হাত, পা, মুখ, চোখ কাটিয়া দিতে হয়। তা দিলে আমি থাকি কোথায়? শাস্ত্র ব'লেছেন,—'আগে আত্মরক্ষা।' আত্মরক্ষা করিতে হইলে, ও-সকল কোনও কথা শুনিলে চলে না। আমি এ টাকা কেন রাজ-সংসারে জমা দিতে যাবো?"

পরক্ষণেই মনে হইল,—"না দিয়াই বা উপায় কি? রাজার আদেশে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারে। রাজা আমায় সর্ব্বস্বান্ত ক'রতে পারেন! না—না, অন্য চিন্তায় প্রয়োজন নাই।

আমি হিসাব-নিকাশ বুঝাইতে বাধ্য। তবে বড়ই ক্ষোভ রহিল—এত টাকা হাতে পাইয়াও কিছু রাখিতে পারিলাম না। তেমন করিয়া টাকাগুলা খাটাইতে পারিলেও অসময়ের দু'পয়সার সংস্থান হইত। যত দিন এই টাকা আমার হাতে ছিল, চেষ্টা করিলে, এত দিন এ টাকা দ্বিগুণ হ'তে পার্‌তো। দূর—ছাই! যা' হ'বার, হ'য়েছে! এখনও যদি কোনও কৌশলে এ টাকাটা থেকে ধূলিগুঁড়াও বেরুতো, তাতেও কিছু সান্ত্বনা পেতে পার্‌তাম।"

এইরূপ ভাবিয়া বসুজ মনে মনে একটা সুদ খতাইতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"এক টাকায় এক দিনে চারি আনা সুদও পাওয়া যেতে পারে। সে হিসাবে টাকায় প্রতি ঘণ্টায় একটা পয়সা আয়ও অসম্ভব নহে। আমার হাতে এখন এত টাকা মজুত; এই টাকা এখনও কয়েক দণ্ড আমার কাছে থাকিবে। ভগবান এই সময়ের মধ্যে যদি ঐরূপ সুদের হিসাবেও আমাকে কিছু পাইয়ে দিতেন! আমি শুনেছি, কোনও কোনও মহাপুরুষ মন্ত্র-বলে টাকাকে মোহর, রূপোকে সোণা, ক'রে দিতে পারেন। তেমন কোনও মহাপুরুষের সঙ্গে হঠাৎ এখন যদি আমার সাক্ষাৎ হয়, তা'হলে অন্ততঃ এ টাকাগুলো দ্বিগুণও তো হ'তে পারে! ভগবান কি আমার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন না?"

বসুজ মহাশয় শেষোক্ত ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় মাঝিরা নবদ্বীপের সেই পুণ্যময় ঘাটে নৌকা লইয়া পৌঁছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘাট হইতে অনেক লোকই

চলিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নার আলোক দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না মাখিয়া, অঙ্গরাগ বাড়াইয়া, ভাগীরথী ও জলঙ্গী খলখল হাসিতে-হাসিতে সাগর-সখার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়াছে। সকল ঘাটই এখন প্রায় নীরব নিস্তব্ধ।

মাঝিরা যে ঘাটে নৌকা বাঁধিল, সেই ঘাটে তখনও টাকা লইয়া ধূলাখেলা চলিতেছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার সেই একই খেলা। নৌকা যখন তীরে লাগিল, সে ব্যক্তি তখনও বলিতেছে—"টাকাও যা, ধূলাও তা!" তখনও কি তাহার মুঠার টাকা ফুরায় নাই! তখনও সে জলের ভিতর টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর টাকার বদলে বালি কুড়াইয়া লইতেছে।

এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! রুক্ষ-কেশ রুক্ষ-বেশ পুরুষের সেই উক্তিতে—'টাকাও যা, ধূলাও তা' অসম্ভবনীয় বাক্যে—তৎপ্রতি বসুজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বসুজ একবার অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চাহিতে চাহিতে তাঁহার মনে হইল,—"বুঝি ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। যে মহাপুরুষ ধূলা হইতে টাকার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার টাকা দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারিবেন।"

এই মনে করিয়া বসুজ ব্যস্ত-সমস্তে সেই যাদুকর পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ঠাকুর! যখন দেখা দিয়াছেন, তখন আমায় রক্ষা করুন!"

যাদুকর পুরুষ নিরুত্তর। তাহার মুখে সেই একই কথা—"টাকাও যা, ধূলাও তা।"

যাদুকর পুরুষকে প্রশ্নোত্তর-দানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, বসুজ

মহাশয় পুনরপি কহিলেন,—"ঠাকুর! আপনি আমাকে অবিশ্বাসী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন? আমি সত্যসত্যই আপনার শরণাগত কিনা, তাই কি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন? ঠাকুর! আমি আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম।"

এই বলিয়া, নৌকা হইতে টাকার তোড়া নামাইয়া আনিয়া, বসুজ সেই যাদুকর পুরুষের চরণতলে রক্ষা করিলেন। কিন্তু যাদুকরের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বসুজ টাকার তোড়ার মুখ খুলিয়া, টাকাগুলি যাদুকরের চরণতলে ঢালিয়া দিলেন।

তখন যাদুকর সে টাকাগুলি লইয়াও গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল,—"টাকাও যা, ধূলাও তা।"

টাকাগুলি গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাদুকর পুরুষ টাকার থলিতে এক-রাশি বালুকা পূরিতে পূরিতে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল,—"হা—হা—হা! টাকাও যা, ধূলাও তা!"

বসুজ মনে করিলেন,—"যত ধূলা, তত টাকা! আর আমার ভাবনা কি?"

এই বলিয়া সযত্নে তিনি ধূলি-ভরা থলি নৌকায় উঠাইতে গেলেন। এমন সময় রাজার পাইকগণ আসিয়া নৌকা আক্রমণ করিল। তাহারা নূতন-গ্রামে বসুজকে না পাইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। সেই অনুসরণের ফলে ঘাটে আসিয়াই তাহারা বসুজকে গ্রেপ্তার করিল।

বসুজ বলিতে গেলেন,—"আমি দ্বিগুণ টাকা দিব।" কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। রাজার যেরূপ

আদেশ ছিল, তাহারা সেইভাবে বসুজকে ধরিয়া লইয়া সে রাত্রির মত রাজকারাগারাভিমুখে গমন করিল।

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা-পালনে।

ত্রিলোচন বসুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য হতাশ-হৃদয়ে গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ত্রিলোচন বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা আরও কয়েক দিন দেশে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু ত্রিলোচন বসুর সম্বন্ধে গুরুতর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বড়ই বিষণ্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"কালই যাওয়া স্থির কর্‌তে হয়।"

"কালই!"—কাত্যায়নী শিহরিয়া উঠিলেন। যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হইল।

কাত্যায়নী বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"মা আমার প্রাণ! মাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারব না। তুমি আগে আমায় বধ কর, তার পর আমার পদ্মাবতীকে নিয়ে যেও। আমি প্রাণ থাকৃতে মাকে ছাড়তে পারব না।"

ব্রাহ্মণের প্রাণের ভিতরেও সেই আবেগ—সেই ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু তিনি সে আবেগ সংবরণ করিলেন; কাত্যায়নীকে সান্ত্বনা-দান করিবার উদ্দেশ্যে, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু উপায় কি? দেখিতে

দেখিতে নয় বৎসর কাটিয়া গেল। আর তিন মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই তিন মাসের মধ্যেই পদ্মাবতীকে পৌঁছে দিতে হবে। আর সময় কৈ?"

কাত্যায়নী।—"যদি না দিই, তাতেই বা কি হবে?"

ব্রাহ্মণ উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"কি হবে! এতকাল ধরিয়া তোমায় বুঝাইয়া আসিতেছি; তবু জিজ্ঞাসা করিতেছ—কি হবে!"

কাত্যায়নী।—"পদ্মাবতী যে আমার নয়নের মণি!"

ব্রাহ্মণ।—"আমি সব জানি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, একবার স্মরণ ক'রে দেখ দেখি! এই বৃদ্ধ বয়সে, দেবতার নিকট—ধর্ম্মের নিকট, পতিত হব কি? প্রতিজ্ঞা তুমিই ক'রেছিলে। প্রতিজ্ঞার কথা তোমায় আর কত স্মরণ করাইয়া দিব!"

কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার সব মনে আছে। কিন্তু 'জগবন্ধু' যে এমন নির্দ্দয় হবেন, ভ্রমেও তা মনে করি নাই!"

ব্রাহ্মণ একটু বিরক্ত হইলেন; বিরক্তি-ব্যঞ্জক কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"জগবন্ধু নির্দ্দয়! তুমিই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইলে! ত্রুটি হইল তাঁহার? ছি ছি!—এমন কথা মুখে আনিও না।"

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন,—"তুমিও মায়া-দয়া-হীন হলে!"

ব্রাহ্মণ।—"মায়া-দয়া থাক্‌লেই বা কর্‌ছি কি? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। বৃদ্ধ-বয়স পর্য্যন্ত আমাদের কোনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই;—সে বরং ছিলাম ভাল। কিন্তু

তুমিই তো কাল ডাকিয়া আনিয়াছ! জগবন্ধুর নিকট তুমিই প্রার্থনা করিয়াছিলে—তোমার যদি কোনও কন্যা-সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে, সে কন্যাকে তুমি জগন্নাথে জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আসিবে। এখন আবার নূতন কথা—নূতন ভাবনা কেন? যাঁহার কৃপায় কন্যা-রত্ন লাভ করিয়াছ, তাঁহার সামগ্রী তাঁহাকে সমর্পণ করিবে—এ বিষয়ে দ্বিধা কেন? অনেকে গঙ্গাসাগরে সন্তান-দানের কামনা করিয়া সন্তান প্রার্থনা করে। তাহারা তো অনায়াসে সাগরের জলে স্নেহের নিধি ভাসাইয়া দিতে পারে! ধর্ম্মরক্ষার জন্য—প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য—ইহাই তো প্রয়োজন। তুমি যদি গঙ্গা-সাগরে সন্তান-দানের প্রার্থনা করিতে, আর সেই প্রার্থনার ফলে যদি পদ্মাবতী জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে আরও কি সঙ্কটের বিষয় হইত—ভাব দেখি! জগন্নাথের পাদপদ্মে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া আসিব, ইহাতে আর ভাবনার কথা কি আছে? বৃথা দ্বিধাভাব মনে আনিয়া, প্রতিজ্ঞা-পালনে ধর্ম্ম-রক্ষায় বিমুখ হইয়া, নরকের পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা কর কেন?"

কাত্যায়নী কথঞ্চিৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক; ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বুঝি? কিন্তু যখনই মনে হয়—পদ্মাবতীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে, তখনই যেন হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়।"

ব্রাহ্মণ।—"সকলই বুঝি! কিন্তু উপায় কি?"

কাত্যায়নী।—"কি প্রাণভেদী কঠোর নিয়ম! কন্যাকে একবার জগবন্ধুর চরণে অর্পণ করিলে, তাহার প্রতি আর তাকাইয়া দেখাও নিষেধ! জগবন্ধুর পাদপদ্মে প্রদান করিয়া

যদি কখনও মায়ের মুখখনা দেখিবার আশাও থাকিত, আমি সেখানে গিয়া কাহারও দাসী-বাঁদী হইয়া থাকিতাম! কিন্তু একবার দান করিলে আর ফিরিয়া দেখিতে পাইব না—সে যন্ত্রণা কি কখনও সহ্য হয়?

ব্রাহ্মণ।—"সে সব জানিয়া শুনিয়াই তো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলে! তবে আর বৃথা অনুশোচনায় ফল কি?"

কাত্যায়নী।—"আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যা' ভাল হয়, তাই হোক্।"

ব্রাহ্মণ।—"যখন আর উপায় নাই, নবম বর্ষ বয়সের মধ্যে কন্যাকে জগন্নাথের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আসিবার জন্য যখন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, তখন আর কাল-বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এখন, কাল প্রত্যুষেই যাতে রওনা হতে পারি, তারই উদ্যোগ-আয়োজন কর।"

"কাল প্রত্যুষেই!" কথাটা শুনিয়া কাত্যায়নী আবার শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল,—"এরূপভাবে জীবন্তে বিসর্জ্জন দিয়া আসা অপেক্ষা ব্যায়রাম-পীড়ায় কন্যার মৃত্যু হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল। হা জগবন্ধু! হা জগন্নাথ! তুমি এ কি করিলে!" কিন্তু কোনও কথাই তিনি আর পতিকে মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিলেন না। কেবল একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল কেন? আপনি বলিয়াছিলেন,—'পঞ্চমীর দিন নবদ্বীপ হইতে রাজার লোকজন শ্রীক্ষেত্রে যাইবে; সেই দিন সেই সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।' কিন্তু আজ আবার দু'দিন আগে রওনা হওয়ার কথা কেন কহিতেছেন?"

ব্রাহ্মণ।—"সে অনেক কথা। পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানে গিয়া

রাজধানীতে ত্রিলোচন বসুর সন্ধান লইয়াছিলাম। ত্রিলোচন রাজধানীতে আমার একমাত্র সহায়। তিনি আমার শ্রীক্ষেত্র-যাত্রার সকল রকম সুবিধা ঠিক করিয়া দিবেন কথা ছিল। কিন্তু রাজধানীতে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনি সে দিন রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।"

কাত্যায়নী।—"তবে কে আমাদিগের শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে?"

ব্রাহ্মণ।—"সেই জন্যই তো আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। রাজার লোক-জন পঞ্চমীর দিন পুরীধামে যাত্রা করিবে। সেই সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য অনেক যাত্রী উন্মুখ হইয়া আছে। দু'এক জন যাত্রীর সহিত আমি কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন—কাল যদি নবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইতে পারি, তাহারা রাজকর্ম্মচারিগণকে বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। পথ বড় দুর্গম। নানা স্থানে দস্যু-তস্করের উপদ্রব আছে। পথে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর বিভীষিকা—প্রতি পদে! এ অবস্থায় রাজার লোক-জনের সঙ্গে রওনা হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, আমাদের যাওয়াই হইবে না। না যাইতে পারিলে, ধর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। তুমি আজই যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র ঠিক করিয়া ফেল।"

কাত্যায়নী অশ্রুভারাক্রান্ত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"তাই হবে। জগবন্ধুর মনে যা আছে, তাই হোক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী খেলা-ঘরে ধূলা-খেলা খেলিতেছিল। তাহার খেলার ঘরে জগন্নাথের একখানি পট ছিল। যখনই সে পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার বিষয় বুঝিতে পারিত, তাঁহাদের নিকটে আর না দাঁড়াইয়া, আপনার খেলার ঘরে ছুটিয়া যাইত এবং গললগ্নীকৃতবাসে জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা জানাইত,—"হে জগবন্ধু! হে দয়াল ঠাকুর! আমার পিতামাতার দুশ্চিন্তা দূর করুন; আমায় চরণে স্থান দেন।" আজিও যখন তাহার পিতামাতা তাহারই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, পদ্মাবতী ছুটিতে ছুটিতে খেলার ঘরে গিয়াছিল;—জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া আপনার মনের বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিল।

আজ যেন জগন্নাথের সহিত পদ্মাবতীর কত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। পদ্মাবতী বলিয়াছিল—"আমার ভাবনায় আমার পিতামাতা চিরদিনই অসুখী রহিলেন। কেনই বা জগন্নাথ এ সংসারে এ অভাগীকে আনিয়াছিলে! আমার জন্মের পর হইতে পিতামাতা কেবলই অসুখী—চিন্তা-জ্বরে অহর্নিশ জর্জ্জরিত!" কি ভাষায়, কি ভাবে, পদ্মাবতী ঐ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল এবং কি ভাষায়, কি ভাবে জগন্নাথ তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, অপরের তাহা জানিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই! কিন্তু পদ্মাবতী খেলার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, মার

কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে যখন বলিতে লাগিল,—"মা! তুই আর ভাবিস্‌নে! ঠাকুর ব'লেছেন—শীঘ্রই সকল ভাবনা দূর ক'রে দেবেন।"—তখন, কাত্যায়নী অনেক চেষ্টা করিয়াও মনের আবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—"ঠাকুর সকল যন্ত্রণাই দূর করিবেন বটে! তোকেও যেমন তাঁহার চরণে বিসর্জন দিব, আমিও তেমনি সাগরের জলে আত্ম-বিসর্জন করিব। তাহা হইলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।" কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা! এ অভাগীর পেটে কেন এসেছিলি মা! তোরে পেয়ে অবধি, এক দিনের জন্য আমরাও সুখী হ'লাম না, তোরেও সুখী কর্‌তে পারলাম না!" দরদর অশ্রুধারায় কাত্যায়নীর বক্ষঃস্থল পরিপ্লাবিত হইল।

পত্নীকে একান্ত বিচলিত দেখিয়া, পদ্মাবতীর পিতা তিরস্কারের ছলে কহিলেন,—"তুমি পাগল হ'লে নাকি? তুমি অমন কর্‌লে, মেয়ে হতাশেই মারা যাবে যে! ধৈর্য্য ধারণ কর। জগবন্ধুকে ডাক। তাঁর সামগ্রী—তিনিই রক্ষা ক'রবেন! ভেবে তো আর উপায় নাই!"

এই বলিয়া কন্যাকে কোলে লইয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"চল মা, আমরা সব যোগাড়-যন্ত্র করি-গে। পুরুষোত্তমে যেখানে জগন্নাথ মূর্ত্তিমান্, কাল আমরা সেইখানে গমন করিব। সেখানে সেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে একবার দর্শন করিতে সাধ হয় না কি মা?"

পদ্মাবতী কহিল,—"সেখানে যেতে, তাঁর চরণ দর্শনে, কার না সাধ হয়, বাবা!" পদ্মাবতী জননীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া

কহিল,—"মা! তুই আর কাঁদিস্-নে। সেখানে গেলে, জগবন্ধু আমাদের সকল ভাবনা দূর ক'রবেন।"

পদ্মাবতীর পিতাও কন্যার সুরে সুর মিলাইয়া কাত্যায়নীকে কহিলেন,—"পুরুষোত্তমের পুণ্যক্ষেত্রে একবার গমন করিতে পারিলে, সকলের সকল দুঃখের অবসান হয়। তুমি একটুও অবসন্ন হইও না। সেই সর্ব্বমঙ্গলময় জগতের নাথ—কাহারও অমঙ্গল-বিধান করেন নাই।"

পতির উত্তেজনায়, কন্যার দৃঢ়তায়, কাত্যায়নী একটু শান্তভাবাপন্ন হইলেন। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপে যাত্রা করা ধার্য্য হইল। নবদ্বীপ হইতে রাজার লোক-জন যে দিন পুরুষোত্তমে রওনা হইবে, সেই সঙ্গে তাঁহাদেরও যাওয়ার বন্দোবস্ত হইবে—স্থির হইয়া রহিল।

* * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণোৎসব।

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে দিন নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজধানী সে দিন এক অভিনব উৎসব-আনন্দে মগ্ন ছিল।

বৈশাখী পূর্ণিমার পর, তিন দিন কাল, রাজবাটী সেই উৎসবে আমোদিত থাকিত। সেই উৎসবের নাম—"সারস্বত উৎসব।" সরস্বতীর বরপুত্রগণ—দেশের সাহিত্যানুরাগী

সাহিত্যসেবী কবি-দার্শনিক অধ্যাপকগণ—সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হইতেন; তাই সে উৎসবকে 'সারস্বত উৎসব' নামে অভিহিত করিলাম। নচেৎ, উৎসবের প্রকৃত নাম—'লক্ষ্মণোৎসব'। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেন ঐ উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারই নামানুসারে ঐ উৎসব সাধারণতঃ 'লক্ষ্মণোৎসব' নামে অভিহিত হইত। নবদ্বীপাধিপতির প্রাসাদ—উৎসবের তিন দিন বিদ্বজ্জনগণে পরিপূর্ণ থাকিত; সাহিত্যিক-কবি-দার্শনিকগণের প্রতিভা-প্রভায় সে তিন দিন রাজধানী উদ্ভাসিত হইত।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন স্বয়ং বিদ্বজ্জনগণের পরিচর্য্যা করিতেন; ক্ষুদ্রই হউন বা বড়ই হউন, সকল সাহিত্যসেবীকেই সমানভাবে সমাদর করিতেন। কোন্ কবি কি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উৎসবের তিন দিন তাহার পরিচয় লওয়া হইত; কোন্ দার্শনিক কোন্ দর্শন-শাস্ত্রের কি নূতন টীকা উদ্ধার করিয়াছেন, উৎসবের তিন দিন তাহার আলোচনা হইত; কোন্ সাহিত্যিক কিরূপ-ভাবে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন, উৎসবের তিন দিন তাহা জ্ঞাপন করা হইত। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ অবগত হইয়া, নবদ্বীপাধিপতি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারাদি-প্রদানে আপ্যায়িত এবং সম্মান-ভূষণে ভূষিত করিতেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন, এ বৎসর নানা স্থানের সাহিত্যানুরাগী সাহিত্যসেবী-কবি-দার্শনিক প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

উৎসবের তৃতীয় দিবসে, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজবাটীতে প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাদের পুরী-যাত্রার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহারই সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে দিন উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা যখন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন একটী সঙ্গীতের সুধা-স্বরে প্রাসাদ মুখরিত হইতেছিল। একটী বালক-ব্রহ্মচারী গান গাহিতেছিল,—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্,,
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে,
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না,
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্,
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন,
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্, স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্,
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ম্, দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্, সদয়হৃদয়দরশিতপশুঘাতম্,
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীব, জয় জগদীশ হরে ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্, শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্,
কেশবধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে, দৈত্যং দারয়তে,
বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে,
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলযতে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥"

* * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারী।

যেমন রূপ, তেমনই কণ্ঠস্বর। নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। পরিধানে গৈরিক বসন। মুণ্ডিত-মস্তক দণ্ডধর ব্রহ্মচারী বালক—মালব-গৌর-রাগ-যোগে তন্ময় হইয়া যখন গান গহিতেছিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বালকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে রাগে যে তালে যেরূপ একাগ্রতার সহিত তিনি গান গাহিতেছিলেন, তাহাতে অতি-বড় গায়কও তাঁহার নিকট হারি মানিয়া যান।

এত অল্প বয়সে ব্রহ্মচারীর বেশে অমন সুন্দর বালককে ঐরূপভাবে গান গাহিতে দেখিয়া, অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল। বালকের রূপ দেখিয়া, বয়সের বিষয় ভাবিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন।

"এ বালকের কি পিতামাতা নাই? পিতামাতা থাকিলে এই কিশোর বয়সে ইহাকে কখনই গৈরিক বসন পরিতে—মস্তক মুণ্ডন দিতেন না। একি সন্ন্যাসের বয়স?"

সহসা বিদ্যুতের ন্যায় পদ্মাবতীর কথা আবার তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল। তিনি আপনা-আপনিই কহিলেন,—"এই বালকের পিতামাতাও কি জগবন্ধুর নিকট সন্তান-দানের কামনা করিয়াছিল? তাই কি কিশোর বয়সে বালক ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়াছে?"

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বালকটি কে? মহারাজ কোথা হইতে ইহাকে আনিয়াছেন? ইহার কি পিতা-মাতা নাই? এমন সুন্দর রূপ—এই নবীন বয়স—এ কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিল?"

সঙ্গী।—"ঐ বালকটীকে মহারাজ শ্রীক্ষেত্র হইতে আনিয়াছেন। শুনিতে পাই, উপনয়নের পরই বালক গৃহত্যাগী হয়,—পুরুষোত্তমে জগবন্ধুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহাই ঠিক। এই বালকের পিতামাতা উপনয়নের পর জগবন্ধুর চরণে ইহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; তাহার পর হইতেই বালক ব্রহ্মচারী-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ উহাকে কি প্রকারে নবদ্বীপে আনিলেন? বালক কি স্বেচ্ছায় আসিল?"

সঙ্গী।—"জগবন্ধুর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া বালক একদিন এই সুরে এই গানটীই গাহিতেছিল। দেব-দর্শনে গিয়া, মহারাজ এই বালকের গানে আকৃষ্ট হন। তার পর অনেক যত্ন করিয়া কয়েক দিনের জন্য বালকটীকে এখানে আনিয়াছেন। জগবন্ধুর পাদপদ্ম ছাড়িয়া, বালক কি এখানে আসিতে চায়! নবদ্বীপ গুপ্তবৃন্দাবন—নবদ্বীপেও জগবন্ধু প্রকট আছেন,—এইরূপ কত কি বুঝাইয়া, মহারাজ বালককে সঙ্গে আনিয়াছেন। এই তিন দিন পরেই বালক পুরুষোত্তমে চলিয়া যাইবে।"

ভট্টাচার্য্য।—"বালক যে গানটী গাহিতেছিল, এ গান আর কখনও শুনি নাই।"

সঙ্গী।—"ত্রিলোচনের মুখে শুনিয়াছি, বালকের অদ্ভুত শক্তি। বালক আপনা-আপনিই গান রচনা করে, আপনা-আপনিই গান গাহিয়া থাকে।"

ভট্টাচার্য্য।—"বালককে বঙ্গদেশীয় বলিয়া মনে হয়। উহার পিতামাতার কোনও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কি?"

সঙ্গী।—"ত্রিলোচনের মুখে শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ঠিক স্মরণ হয় না। মহারাজ নবদ্বীপাধিপতিরই রাজ্য-মধ্যে, বোধ হয় রাঢ়দেশের কোনও গ্রামে, এই বালকের পিতামাতা বাস করিতেন। তাঁহারা জীবিত আছেন, কি জীবিত নাই,—ত্রিলোচন বলিতে পারেন নাই।"

ব্রাহ্মণ।—"কেমন করিয়াই বা বলিতে পারিবেন!

বালকের পিতামাতা বালককে প্রভুর পদে সমর্পণ করিয়া আসিয়া আর তো ফিরিয়া চাহিতে পারেন নাই!”

কথাটা মনে করিতেই ব্রাহ্মণের নয়নকোণে অশ্রুসঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে কহিলেন,—“মা পদ্মাবতী! তোমাকেও এইরূপে প্রভুর চরণে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি।”

সঙ্গীত থামিলে পর, রাজসভায় দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গী সেই সময় একটু অন্তরালে সরিয়া আসেন। সেখানে বসিয়াই তাঁহারা পরস্পর ঐরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যমনস্ক হওয়ায়, সঙ্গী উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—কার্য্যান্তরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

* * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অপরাধ।

সঙ্গী, ত্রিলোচন বসুর পক্ষ হইয়া রাজদরবারে তদ্বির করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদুদ্দেশ্যে কোনও রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সময়ের বিষয় মনে হওয়াতেই তিনি কহিলেন,—“আমি যাই। যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“ভাল, জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ত্রিলোচনের আর কোনও খোঁজ-খবর পাইয়াছেন কি?”

সঙ্গী।—"তিনি রাজকারাগারেই আবদ্ধ আছেন। উৎসবের এ তিন দিন তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ তদ্বির হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একজন রাজকর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুই একটা পরামর্শ করিব, ইহাই অভিপ্রায়। তবে অপরাধ গুরুতর।"

ব্রাহ্মণ।—"শুনেছি, পথে দস্যুতে রাজস্বের টাকাগুলা লুট ক'রে নিয়েছে। সে বেচারার দোষ কি?"

সঙ্গী।—"সে কথা মিথ্যা কথা। ত্রিলোচন ঐ বলিয়া কতকগুলি নিরীহ লোকের হাতে দড়ি দেওয়াইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ।—"সঙ্গের পাইক চারি জন ও নৌকার মাঝিগণ দস্যুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। সে কথা কি তবে সত্য নয়?"

সঙ্গী।—"তাহারা বাঁধা পড়িয়াছে বটে; কিন্তু বেচারারা নির্দ্দোষ।"

ব্রাহ্মণ।—"আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

সঙ্গী।—"ত্রিলোচনকে বাঁচাইবার জন্য আমি যে তদ্বির করিতেছি, তাহাতেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। সন্ধ্যার সময় ত্রিলোচনের নৌকা যখন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়, একটা পাগল সেই ঘাটে বসিয়া পাগলামি করিতেছিল। ত্রিলোচন তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে। ত্রিলোচনের লোভের বিষয় তো আপনার অবিদিত নাই! যতই অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, ততই তাহার সঞ্চয়ের তৃষ্ণা বাড়িয়া আসিতেছে। ঘাটের সেই পাগলটাকে মহাপুরুষ মনে করিয়া, ত্রিলোচন তাহার চরণে টাকার থলি সমর্পণ করে। পাগল—টাকার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

টাকাগুলা সামনে পাইয়া, 'হা হা' করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া, টাকাগুলাকে সে জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।"

ব্রাহ্মণ।—"তার পর?"

সঙ্গী।—"ত্রিলোচন যদি সত্য কথা বলিত, সেই রাত্রেই ডুবুরি নামাইয়া, জাল ফেলিয়া, যেমন করিয়া হউক, গঙ্গা-গর্ভ হইতে কতক টাকার উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিয়া, সঙ্গিগণকে শুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়া, ত্রিলোচন যে অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

ব্রাহ্মণ।—"ত্রিলোচনের কি শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা!"

সঙ্গী।—"এ অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে।"

ব্রাহ্মণ।—"আচ্ছা, সেই পাগলটা তার পর কোথায় গেল!"

সঙ্গী।—"ত্রিলোচনের হাতেও হাত-কড়ি পড়ল, সেও গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিল!"

ব্রাহ্মণ।—"তার আর কোনও সন্ধান হ'ল না!"

সঙ্গী।—"কে আর সন্ধান ক'র্‌বে! তার কথাই আর উঠল না। দস্যুতে টাকা লুট ক'রে নিয়েছে, সেই কথাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল।"

ব্রাহ্মণ।—"ত্রিলোচন এ সম্বন্ধে কি বলে?"

সঙ্গী।—"সে যে কি বলে, এখন আর কিছুই ঠিক নাই। সে বলে,—থলিতে আমার অগন্তি টাকা ছিল; পাইক-পেয়াদারা সে টাকা লুটিয়া লইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ।—"পাইক-পেয়াদারা লুটে নিল?"

সঙ্গী।—"সে তো তাই বলে। সে বলে,—মহাপুরুষ আমার থলিতে যত বালি পুরে দিয়েছিলেন, তত টাকা হয়েছিল। সে

টাকা গুণে শেষ করা যায় না। রাজার লোকে সব লুটে নিয়েছে। তার এই কথাতেই আরও গোল দাঁড়িয়েছে। রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই তার বিরুদ্ধ হ'য়েছে।"

ব্রাহ্মণ।—"ত্রিলোচনের তবে বড় বিপদ দেখ্‌ছি। তিনি আমার অনেক আশা-ভরসার স্থল ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বিপদের সময় আমি তাঁর কোনই উপকার ক'র্‌তে পার্‌লাম না, বড়ই ক্ষোভ রয়ে গেল।"

সঙ্গী।—"আপনি আর কি ক'রে পার্‌বেন! কালই যখন সব যাত্রীদের যাওয়া স্থির হয়েছে, আপনি কি ক'রে সে সুযোগ ত্যাগ করেন! দু'দিন থাক্‌তে না পার্‌লে তো আর কিছু তদ্বির ক'রবার সুবিধা হয় না!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি থাক্‌লে কিছু সুবিধা হ'তে পার্‌ত কি?"

সঙ্গী।—"আপনি আর কি সুবিধা ক'রতে পারেন? ব্যাপারটা যে রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে ত্রিলোচনের উদ্ধার পাওয়া ঘোর সন্দেহের বিষয়।"

ব্রাহ্মণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সঙ্গী, ত্রিলোচন বসুর নানা অপকর্ম্মের কথা কহিয়া গেলেন। সে কথার কতক ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিল, কতক প্রবেশ করিল না। চিন্তার পর নূতন চিন্তায় তাঁহার প্রাণ আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

কথায় কথায় অপরাহ্ণ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, সভা ভঙ্গ হইলে, সকলে যখন আপন আপন বাসায় চলিয়া গেলেন, তাঁহারাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গঙ্গার তীরে গমন করিলেন; তাঁহার সঙ্গী, ত্রিলোচন বসুর পক্ষে তদ্বিরের জন্য, জনৈক রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিতে গেলেন।

* * *

নবম পরিচ্ছেদ।

বিষম সংবাদ।

যাঁহারা পুরুষোত্তম-যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যথানির্দ্দিষ্ট দিনে রাজ-কর্ম্মচারিগণের তত্বাবধানে তাঁহারা পুরুষোত্তমাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতামাতাও সেই সঙ্গে রওনা হইলেন।

এদিকে সারস্বত-উৎসবে সমাগত বিদ্বজ্জনগণের বিদায়ের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন, জনৈক পারিষদ সহ, আমন্ত্রিত প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর প্রবাসে গমন করিয়া আপ্যায়ন করিয়া আসিলেন; যথাযোগ্য অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রত্যেকের নিকট আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং প্রত্যেকের সহিত একান্তে কথাবার্ত্তা কহিবার এবং প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত

হইবার সুবিধা হইয়াছিল। সকলে সকল কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিবেন,অপিচ সকলের সন্তোষ-বিধানে যথাসাধ্য সমর্থ হইবেন,—এই উদ্দেশ্যেই এইভাবে মহারাজ প্রত্যেকের তত্ত্ব লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একে একে সকল দেশের সকল সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মৈথিল-পণ্ডিতগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাস-ভবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহার মন নানা চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের পূর্ব্বে আভাসে তিনি যে কথা শুনিয়াছিলেন, এখন সেই কথা মনো-মধ্যে বিশেষ-ভাবে জাগিয়া উঠিল। এক শ্রীধর মিশ্র ভিন্ন মৈথিল পণ্ডিতগণের অপর কেহই নবদ্বীপাধিপতির নিমন্ত্রণে আগমন করেন নাই। সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আসিলেন না কেন? শ্রীধর মিশ্রের নিকট ভাল করিয়া সে কথা তাঁহার শুনা হয় নাই। এখন সে কথা শুনিবার জন্য চিত্ত বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। সেই ব্যগ্রতার মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মৈথিল পণ্ডিতগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাস-ভবনে, শ্রীধর মিশ্রের সন্নিধানে, উপনীত হইলেন।

শ্রীধর মিশ্রকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। মহারাজকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, শ্রীধর মিশ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর মিশ্রের ক্রন্দনের কোনও কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বুঝি বা তাঁহার প্রতি রাজকর্ম্মচারিগণের কেহ কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে অনুমান করিয়া, মহারাজ সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—“আপনার প্রতি কে কি দুর্ব্যবহার করিল? অপনি নির্ভয়ে সকল কথা প্রকাশ করুন; আমি

এখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছি। আপনি আমার পূজ্য ; সুতরাং এ রাজ্যের সকলেরই পূজ্য। আমার রাজ্য-মধ্যে আপনাকে মনঃকষ্ট দেয়, এমন দুঃসাহস কাহার হইল? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি যে দণ্ডের বিধান করিবেন, আমি সেই দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিব।"

ব্রাহ্মণের ক্রন্দন থামিল না। ব্রাহ্মণ বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিলেন—"মহারাজ! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার কি হইল যে, তিনি 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া অনুশোচনার অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন!

যে কথা জিজ্ঞাসার জন্য মহারাজ ব্যগ্র হইয়া শ্রীধর মিশ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করার আর তাঁহার অবসর হইল না। 'ব্রাহ্মণ কেন এমন কথা বলিতেছেন?'—এখন সেই ভাবনাই তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। মহারাজ অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি প্রাণ দিয়াও যদি আপনার কষ্টের লাঘব করিতে পারি, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না।"

মহারাজের এবম্বিধ সৌজন্যে শ্রীধর মিশ্র অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনার এত দয়া না হইলে, আপনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করিতে পারিবেন কেন? কিন্তু আপনার রাজত্বে বাস করিয়া, আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণে আসিয়া, আমার অদৃষ্টে এই ঘটিল!"

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করিলেন।

মহারাজ কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না; কিন্তু রাজ-বয়স্য মনে মনে একটু হাসিলেন; প্রকাশ্যে কহিলেন,—"মহারাজ! এই পণ্ডিতটী—হয় পাগল, নয় মূর্খ।"

মহারাজ বয়স্যকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বয়স্য সে অনুরোধ না শুনিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না, ভালরূপে বিচার করিয়া দেখুন! আপনি বলিলেন,—আপনি প্রাণ দিয়াও উহাঁর কষ্টের লাঘব করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু পণ্ডিতজীর কষ্টের কথা কি, তাহা তো তিনি বলিলেন না! আমায় যদি আপনি কখনও অমন কথা কহিতেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সিংহাসন, সিংহাসন না হউক—রাজ্যের একটা অংশও, প্রার্থনা করিয়া বসিতাম। কিন্তু এমনই মূর্খ পণ্ডিত—যে কিছুই চাহিতে পারিল না!"

রাজবয়স্য আরও কত কি বলিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, শ্রীধর মিশ্রকে পাগল প্রতিপন্ন করিয়া মহারাজকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু মহারাজ সেদিকে আদৌ দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি বয়স্যকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, পুনরায় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি শান্ত হউন; ক্রন্দন করিবেন না। আপনার যাহা বক্তব্য আছে, আমায় নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণের মনঃকষ্ট। আমি প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিব না। আপনার মনঃকষ্টের কারণ যেই হউক, আমি তাহার যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিব।"

ব্রাহ্মণ।—"আমার অদৃষ্টের ফল আমি ভোগ করিতেছি। অপরকে কেন দণ্ডের ভাগী করিব?"

বয়স্য এবার নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না; অবসর বুঝিয়া উত্তর দিলেন,—"অদৃষ্টের ফল বলিয়াই যদি বুঝিয়াছেন, তবে ঠাকুর, মহারাজকে দেখে এত ঘটা করে কাঁদা হচ্ছে কেন?"

বয়স্যের কথায় বাধা দিয়া মহারাজ পুনরায় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হয়েছে, আপনি বলুন। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমায় সকল কথা অকপটে বলুন।"

মহারাজের মুখে বিনীত প্রার্থনার কথা শুনিয়া, শ্রীধর মিশ্র অনুতপ্ত হইলেন। উদ্বেগের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমার বিপদের কথা আপনাকে বলিয়া আপনাকে উদ্বিগ্ন করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে; আমি আত্মভাব গোপন করিতে অসমর্থ হই। তার পর, আপনার করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার দুঃখের কথা আপনাকে বলিবার জন্য, হৃদয় স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।"

মহারাজ।—"আপনার কি বলিবার আছে, বলিয়া যান। আপনার কি বিপদ, শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।"

ব্রাহ্মণ।—"সারস্বত উৎসবে মিথিলার বহু সাহিত্য-সেবী পণ্ডিতকে মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র এই নগণ্য শ্রীধর মিশ্র ব্যতীত মিথিলার আর কোনও সাহিত্য-সেবীই আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই।"

রাজবয়স্য বাধা দিয়া কহিলেন,—"কেন—কেন আসেন নাই? নিমন্ত্রণে কি কোনও ত্রুটি হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণ —"না—না, নিমন্ত্রণে কোনও ত্রুটি হয় নাই। মিথিলাধিপতি রাজা জয়সিংহ এই সারস্বত উৎসবে প্রতিবাদী হইয়াছেন। তিনি বলেন,—'সাহিত্যের উৎসাহ-দান জন্য মিথিলা চির-প্রসিদ্ধ; সুতরাং নবদ্বীপের সারস্বত উৎসবে মিথিলার সাহিত্যিকগণ কেহ যোগদান করেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।' রাজা জয়সিংহ ঘোষণা প্রচার দ্বারা নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে নবদ্বীপে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।"

রাজবয়স্য।—"কি স্পর্দ্ধা! মিথিলা নবদ্বীপাধিপতির অধীন রাজ্য। নবদ্বীপাধিপতির অধীন হইয়াও জয়সিংহের এতদূর স্পর্দ্ধা! মহারাজ! ব্রাহ্মণের আর কোনও কথা শুনিবার পূর্ব্বে জয়সিংহকে উপযুক্ত শাস্তি-দানের ব্যবস্থা করুন।"

বয়স্যকে শান্ত করিবার জন্য মহারাজ কহিলেন,—"বিচলিত হইও না; তুমি ক্ষান্ত হও।" শ্রীধর মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অপরে না আসিয়াছেন, না-ই আসিয়াছেন। তজ্জন্য আপনার ব্যাকুলতার কারণ কি? রাজা জয়সিংহের আদেশ মান্য না করিয়া এখানে আগমন করায় আপনার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে বলিয়া আপনার বোধ হয় আশঙ্কা হইয়াছে। তাই বোধ হয় আপনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আপনার প্রতি যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, রাজা জয়সিংহকে আমি তাহা বলিয়া পাঠাইব। আপনি তজ্জন্য অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।"

ব্রাহ্মণ।—"মহারাজ! আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম; না আসিলে পাছে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাই আসিয়াছি। কিন্তু মহারাজ, নিমন্ত্রণে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। রাজবয়স্য বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! বলেই ফেল না—কথাটা কি? অত বিনিয়ে বিনিয়ে ব'ল্‌তে গেলে, চ'ল্‌বে কেন? সময় নষ্ট করে তোমার কাঁদুনি শুন্‌বার জন্য কে বল দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?"

বয়স্যের উক্তিতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া মহারাজ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—"ঠাকুর! এ বাতুলের কথায় আপনি কর্ণপাত করিবেন না। আপনার কি হইয়াছে, আমায় বলুন; আমি অবশ্যই তাহার প্রতিকার করিব।"

ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মহারাজ! প্রতিকার আর কি করিবেন! রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া নিমন্ত্রণে চলিয়া আসায় রাজা জয়সিংহ আমার বাড়ী-ঘর পুড়াইয়া দিয়াছেন; আমার স্ত্রী-পুত্র বন্দী। এই দুঃসংবাদ লইয়া এইমাত্র গোপীনন্দন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ!—আমায় রক্ষা করুন।"

গোপীনন্দন পার্শ্বেই উপস্থিত ছিল। মহারাজের আদেশ পাইয়া গোপীনন্দন সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করিল। কি করিয়া বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল, কেমন করিয়া ঘর-দুয়ার জ্বালাইয়া দিল, কি ভাবে কেমন করিয়া শ্রীধর মিশ্রের পত্নী ও পুত্র বন্দী হইল এবং কি উপায়ে গোপীনন্দন নবদ্বীপে পলাইয়া আসিল—মহারাজ সকল কথাই একে একে গোপীনন্দনের নিকট শ্রবণ করিলেন।

শ্রীধর মিশ্রের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠনের এবং আপনার পলায়নের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, গোপীনন্দন আরও কহিল,—"মিথিলায়

কি অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ অবিলম্বেই আপনি জানিতে পারিবেন। মিথিলায় আপনার যিনি প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন। দূতের নিকট আপনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। রাজা জয়সিংহের আদেশে মিথিলাস্থিত আপনার প্রতিনিধি এক্ষণে বন্দী অবস্থায় আছেন।”

“মিথিলার প্রতিনিধি বন্দী!”—গোপীনন্দন এ কি বলিল মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—“আপনি আপাততঃ স্থির হউন। যে বিষয়ে যেরূপ সুব্যবস্থা প্রয়োজন, আমি শীঘ্রই তাহার বিহিত করিব।”

রাজবয়স্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—“প্রতিনিধি বন্দী! কেন বন্দী হইলেন?”

গোপীনন্দন কহিতে লাগিলেন,—“রাঢ়-দেশের কেন্দুবিল্ব হইতে মহারাজের এক প্রজা সস্ত্রীক ৺কাশীধামে গমন করিতেছিলেন। রাজা জয়সিংহ তাঁহাদিগকে বন্দী করেন। বন্দী, আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিয়া, মুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া, বলিতেছিল,—‘বন্দিভাবেই আমাদিগকে কাশীধামে লইয়া যাউন, বন্দিভাবেই আবার কাশীধাম হইতে ফিরাইয়া আনুন। আমরা কেবল একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেখিয়া আসিব,—আমাদের মণি সেখানে আছে কি না?”

রাজবয়স্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মণি আবার কি? তারাও পাগল না কি?”

গোপীনন্দন।—“না—তাঁরা পাগল নন। আমিও তখন

সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর নয়নমণি—একমাত্র পুত্র—উপনয়নের পরদিনই নিরুদ্দেশ হয়। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ দেখেন, দণ্ডীগৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। তাঁহাদের স্নেহের মণি কোথায় চলিয়া গিয়াছে।' কয়েক মাস অনুসন্ধানের পর লোক-পরম্পরায় জানিতে পারেন, তাঁহাদের পুত্র দণ্ডীর বেশে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে অবস্থান করিতেছে। পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, অন্ততঃ একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহারা বারাণসী-ধামে গমন করিতেছিলেন।"

রাজবয়স্য।—"একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগী; তাহার সন্ধানে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাশীধামে যাইতেছেন; রাজা জয়সিংহ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন কি অপরাধে?—আর মিথিলার প্রতিনিধিই বা সে জন্য বন্দী হইলেন কেন?"

কাশী-যাত্রী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া, তাঁহারা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের অন্বেষণে কাশীধামে যাইতেছেন—অবগত হইয়া, মহারাজের চিত্ত যেন একটু চঞ্চল হইল। তিনি বিস্তারিত-ভাবে সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু গোপীনন্দন সকল বিষয় ভালরূপ বলিতে পারিল না। মহারাজ কহিলেন,—"দূত আসিয়াছেন; তাঁহার নিকটই সঠিক বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।"

শ্রীধর মিশ্রের নিকট বিদায় লইয়া, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া, মহারাজ যখন রাজভবনে প্রবেশ করিবেন, সম্মুখেই মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে মিথিলার প্রতিনিধির দূত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মহারাজের আগমন-

প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহারাজকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহারা যথারীতি অভিবাদন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন,—"মহারাজ! মিথিলা হইতে বিষম সংবাদ আসিয়াছে। আপনার প্রতিনিধি বন্দী। দূত সংবাদ লইয়া উপস্থিত। বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন।"

মন্ত্রী মহাশয়কে ও মিথিলা হইতে আগত দূতকে সঙ্গে লইয়া, সকল বিষয় শুনিবার জন্য, মহারাজ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

* * *

দশম পরিচ্ছেদ।

দরবার।

পরদিন অপরাহ্নে দরবার বসিল।

প্রাসাদের পার্শ্বে বহুদূর-বিস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থিত একটী সুদৃশ্য অট্টালিকায় দরবার বসিত। প্রাসাদের পশ্চিম তোরণ-দ্বার হইতে একটী সরল প্রশস্ত রাজপথ—সেই দরবার-ভবনে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল। দরবার-ভবনের তিন পার্শ্বে—উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে—অন্যান্য যে সকল সৌধ বিরাজমান ছিল, তাহার কতকগুলিতে বিচারালয় বসিত, কতকগুলিতে প্রহরিগণ অবস্থান করিত, অপর কতকগুলির—কোনটীতে কোষাগার, কোনটীতে বিদ্যালয়, কোনটীতে চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিচার-বিভাগের, শিক্ষা-বিভাগের, রাজস্ব-বিভাগের, শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান

কার্য্যালয়-সমূহ দরবার-ভবনের ঐ তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া ছিল। দরবার-গৃহের দক্ষিণ দিকে—সেই সরল প্রশস্ত রাজ-পথের দক্ষিণ পার্শ্বে—দেবালয়, নাটমন্দির, অতিথিশালা, অন্নসত্র, জলসত্র প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। পথের দুই পার্শ্বের বিচিত্র অট্টালিকা-সমূহে সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের অপূর্ব্ব শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেছিল।

অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহরে, রাজভবন হইতে দরবার-গৃহ পর্য্যন্ত সেই সরল প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে, উন্মুক্তকৃপাণকর সুসজ্জিত সৈনিকপুরুষগণ দণ্ডায়মান হইল। দরবার-মণ্ডপ বেষ্টন করিয়াও চারিদিকে প্রহরিগণ সুসজ্জিত রহিল। রাজ-পথের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যগণ অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

দরবার বসিবার কয়েক দণ্ড পূর্ব্ব হইতেই প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ দরবার-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

দরবার-ভবনের দ্বারোর্দ্ধ-ভিত্তিমূলে আম্রশাখা ও পুষ্পগুচ্ছ-বিলম্বিত; প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ সুরক্ষিত। যে প্রকোষ্ঠে দরবার বসিবে, তাহা অতি-বিস্তৃত এবং বিচিত্র-কারুকার্য্য-সমন্বিত। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে সহস্রাধিক ব্যক্তির বসিবার সুসজ্জিত আসন। উপরে সুবর্ণ-খচিত রেশমী-ঝালর-বিমণ্ডিত চন্দ্রাতপ।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-মাত্র প্রথমেই সিংহাসনের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উচ্চ-মঞ্চোপরি, মণিমাণিক্য-খচিত সেই সুবর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। সিংহাসনের দক্ষিণ-পার্শ্বে, অপেক্ষাকৃত

উচ্চ-স্তরে, ব্রাহ্মণগণের বসিবার আসন। সেগুলিও সিংহাসন-সদৃশ শোভা-সম্পন্ন। গুরু, পুরোহিত এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সেই আসন সমলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। সিংহাসনের বাম-পার্শ্বে মন্ত্রিগণের, সেনাপতির এবং রাজ-সদস্যদিগের বসিবার আসন। সে আসনগুলিও সমধিক ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। তবে সিংহাসন অপেক্ষা সেগুলি সামান্য নিম্নস্তরে অবস্থিত। সিংহাসনের সম্মুখে সরল পথ। সে পথ পট্টবস্ত্র-মণ্ডিত। পথের দুই পার্শ্বে আসন-সমূহ সুসজ্জিত। পদোচিত সম্ভ্রম অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সেই আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন।

দরবারে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাসাদ-সন্নিহিত দুর্গে পাঁচটী তোপধ্বনি হইল। তোপধ্বনি হইবা-মাত্র দরবারে সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ঘনঘন শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবদ্বিজে প্রণতি-পূর্ব্বক, দ্বাত্রিংশ জন সুসজ্জিত বাহনবাহী চতুর্দ্দোলোপরি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন দরবার-ভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছত্রধারী পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের মস্তকের উপর স্বর্ণছত্র ধারণ করিল; ব্যজনকারিদ্বয় উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। দরবার-মণ্ডপাভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় পথিপার্শ্বে যেখানে যে দেবমন্দির সম্মুখে পড়িল, সেই স্থানে অবতরণ করিয়া দেবতার চরণে প্রণতি-পূর্ব্বক মহারাজ নির্ম্মাল্য-পুষ্প গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ যখন দরবার-মণ্ডপে উপনীত হইলেন, 'জয় মহারাজ

লক্ষ্মণ-সেনের জয়' নিনাদে দরবার-ভবন প্রতিধ্বনিত হইল। সমাগত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের প্রতি সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। শরীর-রক্ষিগণ পশ্চাদনুগমন পূর্ব্বক মহারাজকে সিংহাসন-সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিল।

সিংহাসন সমীপে গমন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন প্রথমেই গুরু-পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; ব্রাহ্মণগণ সকলেই ধান্যদূর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণগণের আদেশক্রমে মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

তখন ভাট ও স্তুতিবাদকগণ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক মহারাজের স্তুতিগান আরম্ভ করিল।

স্তুতিগান সমাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"আজ যে জন্য দরবারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনারা অনেকেই তদ্বিষয় অবগত আছেন। আপনারাই এ রাজ্যের বল-বুদ্ধি-ভরসা। আপনাদের সহায়তা-রূপ স্তম্ভের উপর এই রাজ্য-সৌধ দণ্ডায়মান। নবদ্বীপ রাজ্যের সম্মান-সম্ভ্রম-গৌরব—সকলই আপনাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া আপনারাই যে সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। অদ্য যে জন্য এই দরবারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনাদের প্রধান অমাত্য শ্রীমান্ রঘুদেব তদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন। তাঁহার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, আদেশ করিবেন। রাজ্যের মান-সম্ভ্রম-গৌরব-প্রতিষ্ঠা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন প্রধান আমাত্যকে দরবার-আহ্বানের কারণ-পরম্পরা বিবৃত করিতে কহিলেন।

সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া প্রধান অমাত্য রঘুদেব করিলেন,—"আজ যে বিষয়ের জন্য এই দরবার আহূত হইয়াছে, তাহার উপর নবদ্বীপাধিপতির, কেবল নবদ্বীপাধিপতিরই বা বলি কেন—আপনাদের সকলেরই, মান-সম্ভ্রম-গৌরব সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করিতেছে। বিশেষ কোনও মন্তব্য-প্রকাশের আবশ্যক নাই। আমাদের মিথিলাস্থিত প্রতিনিধির নিকট হইতে যে পত্র আসিয়াছে, সেই পত্রখানি পাঠ করিতেছি। সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেই অদ্যকার দরবারের গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া রঘুদেব সেই পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পত্র,—

"আজ আমি বন্দী! অনেক কৌশলে এই পত্রখানি পাঠাইতে পারিলাম।

"মিথিলার রাজা জয়সিংহ এখন আর নবদ্বীপাধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু, তিনি নবদ্বীপাধিপতির রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কি কারণে আমি বন্দী হইয়াছি, তদ্বিষয় অবগত হইলে, রাজা জয়সিংহের দাম্ভিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাইবেন।

"তীর্থযাত্রিবাহী কয়েকখানি নৌকা নবদ্বীপাধিপতির প্রহরিগণের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রী৺ কাশীধামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। রাজা জয়সিংহের আদেশে সেই সকল নৌকা লুণ্ঠিত এবং তাহার আরোহিগণ বন্দী হয়। নৌকার প্রহরিগণ নবদ্বীপাধি-

পতির নাম উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু রাজা জয়সিংহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী, মহারাজের প্রজা ভোজদেব, তাঁহাকে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে কাশীধামে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জয়সিংহ তাহাতে বিদ্রূপোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—'তোমরা নবদ্বীপাধিপতির তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভর করিয়া তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছ; যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকে, তিনি আসিয়া তোমাদিগের উদ্ধার-সাধন করিতে পারেন।'

"তীর্থযাত্রিগণের অবরোধের সংবাদ যখন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি রাজা জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। কেন্দুবিল্ববাসী ভোজদেব আমার সম্মুখেই রাজা জয়সিংহের নিকট কাকুতি-মিনতি জানাইতেছিলেন। রাজা জয়সিংহ তাঁহাকে যে উত্তর দেন, তাহাতে আমি অপমান বোধ করি এবং দুই এক কথা বলিবার চেষ্টা পাই। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। আমার শরীর-রক্ষিগণ আমাকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত ছিল; আমি ইঙ্গিত করিলে, আমার উদ্ধারের জন্য তাহারা প্রাণদানে কুণ্ঠিত হইত না; কিন্তু রাজা জয়সিংহের সৈন্যবল প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া অকারণ কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তির বিনাশ-সাধন কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া, আমি তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিই। ফলে আমার রক্ষিসৈন্যগণও বন্দী হইয়াছে।

অন্যান্য ঘটনা পত্রবাহক দূতের মুখে অবগত হইবেন।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া রঘুদেব আরও বলিলেন,—"আর একটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মহারাজের অনুষ্ঠিত সারস্বত

উৎসবে মিথিলার সাহিত্য-সেবী পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জয়সিংহের আদেশে তাঁহারা সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিক বলিব কি, মিথিলা হইতে পণ্ডিত শ্রীধর মিশ্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন বলিয়া, রাজা জয়সিংহ তাঁহার বাড়ীঘর পুড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীধর মিশ্র এই দরবারেই উপস্থিত আছেন। তাঁহার আত্মীয় গোপীনন্দন সেই দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন।"

সংক্ষেপে জয়সিংহের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া রঘুদেব উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"নবদ্বীপাধিপতির এই অপমান আমাদিগের জীবন থাকিতে আমরা সহ্য করিব কি? যে মিথিলা জয় করিতে গিয়া মিথিলায় নবদ্বীপাধিপতির বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের অস্ত্রে স্বর্গীয় মহারাজ প্রাণদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; আর পিতৃ-প্রাণের বিনিময়ে যে রাজ্য রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অধিকার-ভুক্ত হইয়া আসিয়াছিল; সেই রাজ্যের সামান্য এক-জন অধীন রাজার নিকট এ দুর্ব্ব্যবহার—এ অবমাননা কখনও কি সহ্য করা যায়? ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণদান হিন্দুর পক্ষে তুচ্ছ কথা। যদি মিথিলার আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এ রাজ্যের কোনও হিন্দু প্রজা শ্রীশ্রী৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিতে যদি এইরূপভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই লোপ পাইতে চলিল—বলিতে হইবে। ধর্ম্ম-রক্ষার—বিধি-রক্ষার উপায়-বিধান করিতে হইলে, আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?"

সভাস্থ সকলেই তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দুষ্ট জয়-সিংহের উপযুক্ত দণ্ডবিধান একান্ত আবশ্যক। এজন্য আমরা সকলেই প্রাণদানে প্রস্তুত আছি।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের অনুমতিক্রমে রঘুদেব ঘোষণা-প্রচার করিলেন,—"বিদ্রোহী রাজা জয়সিংহকে প্রথমে নবদ্বীপে ডাকিয়া পাঠান হউক। তিনি যদি নবদ্বীপে আসিয়া আপনার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারেন, তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড-বিধান করা হইবে। যদি তিনি নবদ্বীপাধিপতির আহ্বানেও নবদ্বীপে না আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য মিথিলায় সৈন্যদল প্রেরিত হইবে। এক দিকে, নবদ্বীপে আসিবার জন্য আদেশ-পত্র প্রেরিত হউক; অন্য দিকে, মিথিলা-অভিমুখে সৈন্যদল অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুক।"

সেই ব্যবস্থাই সকলে সমস্বরে অনুমোদন করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিচারে।

কয়েক দিনের মধ্যেই ত্রিলোচনের বিচার শেষ হইল। ত্রিলোচনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি যে কেবল রাজকোষের অর্থ অপহরণের জন্য অভিযুক্ত, তাহা নহে;

তাঁহার আরও নানা গুরুতর অপরাধের বিষয় বিচার-ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণের অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধের কোনও অভিযোগেই অপ্রমাণিত রহিল না।

ত্রিলোচনের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ দাঁড়াইল—রাজা জয়সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র। রাজা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তিনি জয়সিংহকে নবদ্বীপ-রাজ্যের গুপ্ত-সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন;—বিচার-ক্ষেত্রে তদ্বিষয় সপ্রমাণ হইল।

ত্রিলোচন আত্মরক্ষার পক্ষে কোনই চেষ্টা করিলেন না। সকল কথার উত্তরেই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"টাকা—টাকা—টাকা! যত ধূলা, তত টাকা! মহাপুরুষ অগণিত টাকা ক'রে দিয়েছিলেন। রাজ-কর্ম্মচারীরা সব লুটে নিয়েছে।" এ ভিন্ন ত্রিলোচন আর কোনও কথাই কহিলেন না। ত্রিলোচনের আত্মীয়-স্বজন দুই এক জন তাঁহার পক্ষে তদ্বির করিবার চেষ্টা পাইলেন বটে; কিন্তু সে তদ্বিরে কোনই ফল হইল না। বিচারপতি ত্রিলোচনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ত্রিলোচন দণ্ডাদেশ অবিচলিত-ভাবে শ্রবণ করিলেন। দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াও বিচারক ত্রিলোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কিছুই বলিবার নাই কি? যদি কিছু বলিবার থাকে, এখনও বলিতে পার।"

ত্রিলোচন ভাগীরথীর দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন,—"ঐ মহাপুরুষ! ঐ তিনি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিলেন।" এই

বলিয়া পুনরায় 'যত ধূলা, তত টাকা' ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্য আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ত্রিলোচনের ভাব দেখিয়া, কেহ কহিলেন,—'উহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে; কেহ কহিলেন,—'বেটা কি বদমায়েস। বেটা এখন আবার কেমন পাগলামির ভাণ আরম্ভ করিয়াছে!'

নানাজনের নানা কথা কর্ণে প্রবেশ করায় ত্রিলোচন উত্তর দিলেন,—"মহাপুরুষ যদি জল হইতে উঠেন, আমি প্রলাপ বকিতেছি—কি সত্য বলিতেছি, আপনিই প্রমাণ হইয়া যাইবে।" কিন্তু ত্রিলোচনের সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। সে কথা বাতাসে মিশিয়া গেল।

'আত্মরক্ষার পক্ষে ত্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিল না'—এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিচারক ত্রিলোচনকে কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

হস্তপদবদ্ধাবস্থায় ত্রিলোচন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। যথাসময়ে ত্রিলোচনের দণ্ডাদেশ-পত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অনুমোদনের জন্য পাঠান হইল। মহারাজ কর্ত্তৃক সে আদেশ অনুমোদিত হইয়া আসা পর্য্যন্ত ত্রিলোচন কারাগারেই আবদ্ধ রহিলেন। শীঘ্রই ত্রিলোচনের ইহলীলা সাঙ্গ হইবে, ত্রিলোচন তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ত্রিলোচনের যথা-সর্ব্বস্ব রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ত্রিলোচনের পরিবারবর্গ একরূপ পথের ভিখারী হইলেন।

•.•

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পথে।

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া পদ্মাবতীর পিতামাতা পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন। পথে প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হইল। সেই এক মাস কাল যে কত উদ্বেগে—কত বিভীষিকায় কাটিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

দূর পথ। বড়ই দুর্গম। পথে—কত বন, কত উপবন, কত পাহাড়, কত প্রান্তর, কত খালবিল, কত নদনদী! দূরে মাঝে মাঝে নগর-গ্রাম আছে বটে; কিন্তু পথের দুর্গমতার মধ্যে তৎসমুদায়ের স্মৃতি আপনিই মলিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, পথিপার্শ্বস্থিত অধিকাংশ গ্রাম-নগরেই যাত্রিগণকে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তৎসমুদায়ের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে নাই। মাঝে মাঝে আট দশ ক্রোশ অন্তরে এক একটা 'চটি' আছে। বনপথ ও মাঠ অতিক্রম করিয়া, যাত্রীরা সেই 'চটিতে' আশ্রয় লয়। চটিগুলি যাত্রীদের আহারের ও বিশ্রামের স্থান। মরুভূমির মধ্যে যেমন কচিৎ কোথাও বৃক্ষলতাদিপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেই দুর্গম পথের মধ্যে চটিগুলি যাত্রীদিগের সেইরূপ আশ্রয়-স্থল মধ্যে পরিগণিত।

বাঙ্গালার সীমানা পার হইয়া যাত্রিগণ প্রথমে যে চটিতে উপনীত হন, 'গড়ের চটি' নামে তাহা প্রসিদ্ধ। সেই চটির

আট ক্রোশের মধ্যে আদৌ জনপদাদি দৃষ্ট হয় না। বহু নিবিড় জঙ্গল, বহু অনুর্ব্বর উষর ক্ষেত্র, বহু উচ্চ-নীচ বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এই চটিতে পৌঁছিতে হয়।

পথের কোথাও দিবাভাগেই ব্যাঘ্র-ভল্লূকের দর্শন-লাভ ঘটে, কোথাও বন্যহস্তীর বিভীষিকায় প্রাণ চমকিয়া উঠে, কোথাও দস্যু-তস্করের আতঙ্কে হৃদয় অবসন্ন হয়। এই প্রকার নানা-বিভীষিকাময় আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে 'গড়ের চটিতে' উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রত্যুষে রওনা হইয়া, সারাদিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রিগণ গড়ের চটিতে উপনীত হন।

'গড়ের চটির' শুধুই নামডাক সার। আশ্রয়ের উপযোগী কুটিরাদি এই চটীতে অতি অল্পই ছিল। প্রকাণ্ড পাঁচ সাতটী অশ্বত্থ-বট বৃক্ষ, আর তাহারই পার্শ্বে পাঁচ সাত খানি ক্ষুদ্র চালাঘর;—ইহা লইয়াই গড়ের চটি। চটির সেই চালাঘরগুলির—কতক খড়ে ছাওয়া, কতক বা তালপত্রে ছাওয়া। চারি-পাঁচখানি ঘরে সামান্য একটু একটু মুদিখানা দোকান ছিল। যাত্রীদের আবশ্যকমত চাল, ডাল, লঙ্কা, লবণ, তৈল প্রভৃতি সেই দোকানে পাওয়া যাইত। দোকানীরা সারাদিনই প্রায় বসিয়া বসিয়া কাটাইত। সন্ধ্যার সময় যখন যাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিত, তখন দোকানগুলি সরগরম হইয়া উঠিত। চালাঘরগুলিতে যাত্রীদের প্রায়ই স্থান কুলাইত না। দুই এক জন যাত্রী বেশী ভাড়া দিতে স্বীকার করিয়া চালাঘরে আশ্রয় লইতেন বটে; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীকেই বৃক্ষমূলে রাত্রি কাটাইতে হইত।

এই চটির পূর্ব্ব গায়ে একটী দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকার জল সুনির্ম্মল ও সুস্বাদু। প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা কতকাল হইতে বিদ্যমান, কেহই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সাধারণতঃ প্রচার—পাণ্ডবগণ যখন পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শনে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা ঐ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। দীর্ঘিকার পশ্চিম পার্শ্বে গড়ের চটি, অপর তিন দিক নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ এই যে, সে জঙ্গলে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সিংহাদি অনেক হিংস্র জীব বাস করে; কিন্তু তাহারা কখনও কোনও মনুষ্যের অনিষ্ট করে না। দীর্ঘিকার জলে প্রকাণ্ড দুইটা কুম্ভীর বাস করে; কিন্তু তাহারাও কখনও কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চটিতে যখন যাত্রি-সমাগম হইত, যাত্রীরা চটির চারি দিকে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যের মাতব্বর ব্যক্তিরা অথবা রক্ষিগণ জাগিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইতেন। বিশ্রামের জন্য চটিতে কখনও কখনও দুই এক দিন যাত্রিগণকে অপেক্ষাও করিতে হইত।

পদ্মাবতীর পিতামাতা যে দিন গড়ের চটিতে উপনীত হন, যাত্রীর কোলাহলে সে দিন 'চটি' পূর্ণ হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে শতাধিক যাত্রী পুরুষোত্তমাভিমুখে গমন করে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান হইতেও অনেক যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অশ্বত্থ-বটবৃক্ষের ছায়াতলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া যাত্রিদল দলে দলে অবস্থান করিতেছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির প্রেরিত যাত্রিরক্ষক প্রহরীরা একদিকে একটা জটলা পাকাইয়া

আড্ডা লইয়াছিল। তাহাদের কেহ বা ভজন গাহিতেছিল, কেহ বা সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ বা ডাল-রুটি পাকাইতেছিল। চটিতে অত্যধিক যাত্রি-সমাগম হওয়ায় এ দিন যাত্রিগণ সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন।

শুক্লপক্ষ ; সপ্তমী তিথি। সপ্তমীর চাঁদ দিক আলো করিয়া সমুদিত। মাঠে চাঁদের আলো, বৃক্ষপল্লবে চাঁদের আলো, দূরে পাহাড়ের গায়ে চাঁদের আলো, বৃটবৃক্ষের পত্রান্তরালাগত চাঁদের আলো বাতাসে মিশিয়া চটি-প্রাঙ্গণে চিকিমিকি খেলিতেছিল। সকলেই নিঃশঙ্ক ; সকলেই বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা পাইতেছেন।

সহসা চটির পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—"গেল—গেল—গেল!" কেহ আস্ফালন করিয়া চেঁচাইতে লাগিল—"ধর—ধর—ধর!" একটী ক্ষীণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"মাগো, কি সর্ব্বনাশ হল গো!" সঙ্গে সঙ্গে একটা আকুলি-ব্যাকুলি ক্রন্দনের সুর পশ্চিম-দিকের মাঠ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভীষণ আর্ত্তনাদ ও চীৎকার শুনিয়া চটির অনেকেই সেই দিকে ধাবমান হইলেন ; চাঁদের আলোকে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে সকলেই দেখিতে পাইলেন,—কয়েক জন সশস্ত্র দস্যু চটির মধ্য হইতে একটী বালিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, দস্যুগণ মাঠের মধ্যে অগ্রসর ; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। দস্যুগণ এক একবার চটির দিকে মুখ ফিরাইয়া ঢাল-তলোয়ার লইয়া খেলা দেখাইতেছে ; তদ্দর্শনে চটির রক্ষিগণ অধিকতর

আতঙ্কিত ও পশ্চাৎপদ হইতেছে। ফলতঃ, চটির শত শত যাত্রী কিছুই করিতে পারিল না—কেবল একদৃষ্টে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় চাহিয়া রহিল; আর তাহাদের মধ্য হইতে একটী বালিকাকে দস্যুরা লুটিয়া লইয়া গেল। চটির মধ্যের যে সকল প্রহরীর অস্ত্রাদি ছিল, তাহারা আপনাপন অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই দস্যুরা পলাইয়া গেল! এদিকে, সশস্ত্র প্রহরিগণ দস্যুদের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বেই সপ্তমীর চাঁদ অস্তমিত হইলেন। তখন আর অন্ধকারে দূর প্রান্তরে কাহারও কিছুই লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য রহিল না।

যে বালিকাকে দস্যুরা অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার পিতামাতার গভীর আর্ত্তনাদে চটি কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। ময়নাগড়ে তাঁহাদের নিবাস। তাঁহারাও পুরুষোত্তমে যাইতেছিলেন। পদ্মাবতীকে লইয়া পদ্মাবতীর পিতামাতা যে উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন, আপনাদের একমাত্র কন্যা ললিতাকে লইয়া তাঁহারাও সেই উদ্দেশ্যেই পুরুষোত্তমে যাইতেছিলেন। ললিতা পদ্মাবতীর অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল। দেখিতেও সে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণপ্রায়। কিন্তু দেখিতে তাহাকে আরও বড় দেখাইত। নবযৌবনের সৌন্দর্য্যরাগ তাহার দেহে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ নয় কাল—এই ভাবে পিতামাতা বার বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শেষে, কতকটা পরলোকের ভয়ে, কতকটা পর-লোকের গঞ্জনায়, তাঁহারা ললিতাকে জগন্নাথে সমর্পণ করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন। চটিতে আসিয়া স্বতন্ত্র একখানি ঘর ভাড়া লইয়া,

কন্যাসহ তাঁহারা সেই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভ্রমেও তাঁহারা মনে করেন নাই যে, সহসা এমন বিপদ উপস্থিত হইবে! কন্যাহারা পিতামাতার ক্রন্দনে সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন কেহ বা দিবসে দস্যুদলের অনুসন্ধান লইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আহা! সকলের ভাগ্যে কি এ সৌভাগ্য ঘটে? জগবন্ধুর পাদপদ্মে কন্যা-সমর্পণ—কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে সে সৌভাগ্য ঘটিতে পারে।"

সকলকার সকল প্রকার মন্তব্যই পদ্মাবতীর পিতামাতার কর্ণে প্রবেশ করিল! শেষোক্ত মন্তব্যে তাঁহাদের চিত্ত যেন অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও পতি-পত্নীতে বলাবলি করিতে লাগিলেন—"সত্যই তো! বড় সৌভাগ্যবান্ না হইলে, কেহ কি আর জগবন্ধুর পাদপদ্মে কন্যারত্ন সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়?"

পদ্মাবতীকে লইয়া তাঁহার পিতামাতা পুরুষোত্তমের পথে যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, পদ্মাবতীর মাতা কাত্যায়নী দেবী ততই ব্যাকুলা হইয়া পড়িতেছিলেন; পদ্মাবতীর পিতা হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য অনেক করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। আজ চটি হইতে ললিতা অপহৃতা হওয়ায় হৃষীকেশ পত্নীকে সান্ত্বনা-দানের একটু অবসর পাইলেন। যাত্রীদের সুরে সুর মিলাইয়া পত্নীকে তিনি বলিলেন,—"দেখ্‌লে! ইচ্ছা কর্‌লেই কি সকলে জগবন্ধুর পাদপদ্মে উপস্থিত হ'তে পারে? জগবন্ধুর অপার করুণা!—তাই এই বিষম পথে পদ্মাবতীকে আমরা এখনও

কোলের মধ্যে রাখ্‌তে পেরেছি। যাঁদের কন্যা দস্যুতে লয়ে গেল, ভাব দেখি—তাঁদের কি অবস্থা! আমাদের এমন কোনও বিপদ না ঘটে, তাঁর পাদপদ্মে কেবল সেই প্রার্থনা কর।"

কাত্যায়নীও কতকটা বুঝিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার মন কতকটা প্রবোধ মানিবার পথ পাইল।

* * *

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুরুষোত্তমে।

পথে আরও দুইটা ভীষণ ঘটনা তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। একদিন পথ চলিতে চলিতে দিবাভাগেই তাঁহাদের পার্শ্ব হইতে একটি বালককে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। ব্যাঘ্রের কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পিতামাতা প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাঘ্রের পিছু পিছু নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের কবল হইতে কোনক্রমেই আপনাদের প্রাণাধিক পুত্রের উদ্ধার-সাধন করিতে পারেন নাই। অপর ঘটনা—একটী চটিতে পিতামাতার ক্রোড়ে একটী বালিকা বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করে। বালিকার কাতরতা, পিতামাতার ব্যাকুলতা—হৃষীকেশ ও কাত্যায়নী উভয়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই দুই দৃশ্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকটভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের পথে তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই ঐ সকল দৃশ্য

তাঁহাদের মানসপটে উদিত হইয়া পদ্মাবতীকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইবার ব্যগ্রতা বর্দ্ধিত করিতেছিল।

কিন্তু পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া আবার ভাবান্তর উপস্থিত। পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল, দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা ললিতার কথা! পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল,—ব্যাঘ্র-গ্রাসে নিপতিত বালকের বিষয়! পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল,—পিতামাতার ক্রোড়ে বালিকার বিসূচিকায় মৃত্যুকাহিনী! যতই ঐ সকল ঘটনা মনোমধ্যে উদয় হইতেছিল, কাত্যায়নী ততই যুক্তকরে জগবন্ধুকে ডাকিতেছিলেন; ততই প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—"হে জগন্নাথ! হে জগতের পতি! এ বিপদে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা যেন পদ্মাবতীকে প্রাণে প্রাণে লইয়া গিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই।" কিন্তু কাত্যায়নী এখন সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার এক চিন্তা—'কোন্ প্রাণে পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।' তিনি প্রথম যে দিন জগবন্ধুকে দর্শন করিতে গেলেন, তাঁহার আর কোনও প্রার্থনা জানাইবার শক্তি হইল না; তিনি কেবল এই প্রার্থনা জানাইলেন—"হে জগবন্ধু! আমার অঞ্চলের নিধি আমার অঞ্চল হইতে ছিনাইয়া লইও না।" তিনি যে দিন সাগরে স্নান করিতে গেলেন, প্রার্থনা জানাইলেন,—"হে অনন্ত! তোমার অনন্ত ক্রোড়ে কি আমার স্থান নাই? যদি পদ্মাবতীকে লইতে হয়, আগে আমায় লও, পরে পদ্মাবতীকে লইও।"

হৃষীকেশ কত বুঝান; কিন্তু কাত্যায়নী কোনও কথাই শুনিতে চাহেন না। কাত্যায়নী বলেন,—"আগে আমি সাগরে

ডুবি; তার পর তুমি পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপদ্মে অর্পণ করিও।" হৃষীকেশ দিবানিশি পত্নীকে আগুলিয়া থাকেন। কেমন করিয়া পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপদ্মে অর্পণ করিবেন, কেমন করিয়া পত্নীকে লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন,—হৃষীকেশ ভাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না।

তিন রাত্রি পুরুষোত্তমে অবস্থান করিবার সঙ্কল্প। শেষ রাত্রে পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে।

দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ শেষ দিন। আজ শেষ রাত্রে পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে প্রদান করিতে হইবে। রাত্রি অতিবাহিত হইলে, সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবে।

পতিপত্নীতে সারাদিন তর্কবিতর্ক চলিল। কাঁদিতে পাইবেন না;—পুনরায় ফিরিয়া চাহিতে পারিবেন না;—হাসি হাসি মুখে পদ্মাবতীকে অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে। মার প্রাণ!—কেমন করিয়া এ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে! হৃষীকেশ অনেক সময় মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা পান বটে; মুখে সর্ব্বদাই দৃঢ়তার ভাব প্রকাশ করেন বটে;—কিন্তু কাত্যায়নী যখন অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারও দৃঢ়তা ভঙ্গ হইয়া যায়;—পতিপত্নী দুই জনেরই বক্ষঃস্থল তখন অশ্রুজলে প্লবমান হয়।

পিতামাতার প্রাণ যখন এইরূপ উদ্বেগপূর্ণ, পদ্মাবতীর হৃদয়ও তখন উদ্বেগ-পরিশূন্য নহে। পিতামাতার ব্যাকুলতা দেখিলে, বালিকা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পায়; বলে,—"মা! তুই ভাবিস্-নে; বাবা! তুমি ভেব না। জগবন্ধু

মঙ্গলময়; তিনি অবশ্যই মঙ্গল-বিধান করিবেন। বাবা!—তুমিই তো এ শিক্ষা দিয়াছ; তবে কেন আবার উতলা হও?” এইরূপ কত কথায়, বালিকা, একবার জননীকে একবার পিতাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা পায়। কিন্তু বালিকার সে সান্ত্বনা-বাক্যে পিতামাতার প্রাণ প্রবোধ মানিবে কেন? কন্যার মুখ দেখিয়া, কন্যার কথা শুনিয়া, তাঁহাদের আকুলি-ব্যাকুলি অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

পদ্মাবতী যখন পিতামাতাকে কথায় সান্ত্বনা-দান করিতে পারে না, তখন একান্তে সরিয়া যায়; জগবন্ধুর ধ্যান করে; মনে মনে প্রার্থনা জানায়,—“দয়াময়! করুণাসিন্ধু! আমার পিতা-মাতার প্রাণে শক্তি দেও। আমি যেন তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় পাই। আমার পিতামাতা যেন সন্তুষ্ট মনে তোমার সেবায় আমায় নিয়োগ করিয়া যান। মঙ্গলময় তাঁহাদের যেন সঙ্কল্প-ভঙ্গ না হয়।”

পদ্মাবতীর সদাই এই প্রার্থনা—“জগবন্ধু! আমায় আশ্রয় দেও।” সে যখন মন্দিরে দেব-দর্শনে গমন করে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—“প্রভু! চরণে স্থান দেও।” সে যখন মহাসমুদ্রে স্নান করিতে যায়, জলনিধিকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে প্রার্থনা জানায়,—“হে অনন্ত! তোমার অনন্ত বালুকাকণার ন্যায় এই ক্ষুদ্র বালিকাকে চরণে একটু আশ্রয় দিও, প্রভু!” পিতামাতার চিত্ত স্থির হউক, তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসুক, পদ্মাবতীর সদাই সেই চেষ্টা—সেই আকাঙ্ক্ষা। জগবন্ধুর সেবায় জীবন-পাত করিতে পারিলেই সে ধন্য হয়।

* * *

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সমর্পণ।

দিন কাটিয়া গেল। পদ্মাবতীর পিতামাতার করুণ ক্রন্দনে দিনমণি দৃকপাত করিলেন না।

সন্ধ্যা আসিল। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ আলো করিয়া শোভা বিস্তার করিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর আহার-নিদ্রা নাই। পক্ষী যেমন আপনার শাবকটীকে পক্ষপুটে আবৃত করিয়া রাখে, পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে সারাদিন সেইভাবে আগুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমে মস্তকের উপর আসিয়া উদিত হইলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত বুঝিয়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে প্রস্তুত হইতে হইল। তখন আর কাঁদিবার সময় নাই। পিতামাতা দুই জনে পদ্মাবতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দিরের অভিমুখে গমন করিলেন।

যেখানে তাঁহারা বাসা করিয়াছিলেন, সেখান হইতে মন্দির অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। একজন পাণ্ডা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া পথ-প্রদর্শক ফিরিয়া গেল। তখন তিনটী প্রাণী ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহাকেই দেখিবেন, তাঁহারই নিকট তাঁহার অজ্ঞাতসারে কন্যাকে রাখিয়া চলিয়া

আসিবেন,—ইহাই সঙ্কল্প ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তাঁহারা দেখিলেন,—'চত্বরের এক দিকে এক কোণে কে একজন শুইয়া রহিয়াছে। তাহার হস্তপদমুখ সমস্তই গৈরিক বসনে আবৃত।' সে যে কে, কিছুই তাঁহারা জানিতে পারিলেন না;—কিছুই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সেইখানে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত নিদ্রিত ব্যক্তির সন্নিকটে পদ্মাবতীকে বসাইয়া রাখিয়া পিতামাতা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর ফিরিয়া চাহিতে পারিলেন না; অন্য কথাও আর কহিতে পারিলেন না; কেবল কহিলেন,—"হে জগন্নাথ! হে অনাথের নাথ! তোমার চরণে আমাদের প্রাণপুতলি পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। দেখো তুমি—রক্ষা ক'রো তারে।"

পিতামাতা চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী সেই নিদ্রিত অপরিচিত ব্যক্তির পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

* * *

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বেগে।

সঙ্কল্পমত যথারীতি পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া পিতামাতা উভয়েই প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু এতক্ষণ হৃদয়ের যে দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা সে দৃঢ়তা আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। উদ্বেগের প্রবল বন্যায় সে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

হৃষীকেশ এতদিন পর্য্যন্ত অচঞ্চল ছিলেন। কিন্তু আজ তিনিও বিচলিত হইলেন। কাত্যায়নীকে কহিলেন,—"কাত্যায়নী! কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। আর কেন? চল, মহা-সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপ দিই।"

কাত্যায়নী কাঁদিতে লাগিলেন।

হৃষীকেশ পুনরায় কহিলেন,—"আর কেন? কি জন্য আর সংসারে ফিরিব? সংসারের যে একমাত্র বন্ধন ছিল, তাহাকেই যখন বিসর্জ্জন দিয়া চলিলাম, তখন আর কাহার মায়ায় জীবন ধারণ করিব?"

ব্রাহ্মণের মনে কত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল! প্রথমেই মনে হইল,—'দেশে ফিরিয়াই বা আর উপায় কি? দেশে জীবিকা-সংস্থানের যে একটু উপায় ছিল, পুরুষোত্তমে রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহা তো লোপ পাইয়াছে!'

ব্রাহ্মণের মনে পড়িল—ত্রিলোচন বসুর কথা। ত্রিলোচন বসু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় তিনিও যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন! ব্রাহ্মণ দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় দেখিতে পাইলেন। তাঁহার যাহা কিছু জীবিকা-সংস্থান, সকলই ত্রিলোচন বসুর জিম্মায় ছিল. ত্রিলোচনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, তাঁহারও সর্ব্বস্ব সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ নানা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণের হৃদয় অধিকতর অভিভূত হইল। এতদিন ব্রাহ্মণ পত্নীকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন,—"চল, সাগরে স্নান করিতে যাই। আর, সেই স্নানই আজ আমাদের শেষ স্নান হউক।"

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে পতির অনুসরণ করিলেন।

আজ পতিপত্নী দুই জনেই সমুদ্রের জলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল উদ্বেগের অবসান করিবেন।

দুই জনে জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রের পথে অগ্রসর হইতেছেন! নগরের সীমানা অতিক্রম করিয়া বালুকারাশির মধ্যে বেলাভূমে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়েরই সঙ্কল্প—সমুদ্রে দেহত্যাগ। কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া তাঁহারা উভয়ে অনন্যমনে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

বেলাভূমি নীরব নিস্তব্ধ। এখন সেখানে মনুষ্যের সমাগম একেবারেই নাই। কিন্তু কে এ সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গন্তব্য পথে সেই গভীর রাত্রে একাকী বসিয়া!

সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া কি করিতেছেন! বেলাভূমির বালুকারাশি লইয়া এক একবার ছড়াইতেছেন, আর হো হো করিয়া হাসিতেছেন। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"সব মাটি—সব মাটি!"

সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে কথা সহসা যেন তাঁহাদের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তাঁহারা একমনে সাগরের দিকে ধাবমান হইতেছিলেন। বাধা প্রাপ্ত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

হা হা হাস্য করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সব মাটি—সব মাটি!"

কে এ! কি কথা বলে! গভীর রাত্রে সাগরতীরে বসিয়া বালুকারাশি লইয়া একাকী এ কি খেলা খেলে?

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মনে হইল,—"ইনি বুঝি কোনও মহাপুরুষ; নিভৃতে সাগরতীরে বসিয়া সাধনা করিতেছেন।"

সন্ন্যাসী আবার হাসিলেন; হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কিরে!—তো'রা এত রাত্রে কোথায় মর্‌তে চলেছিস? হা—হা—হা! সব মাটি—সব মাটি।"

হৃষীকেশ ভাবিলেন,—'ইনি কি আমাদের মনের কথা সব জান্‌তে পেরেছেন?' প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কাত্যায়নি! মরা হ'ল না। ঐ দেখ!—জগবন্ধু আমাদের মরণে বাধা দিবার জন্য এই মহাপুরুষকে এখানে পাহারা রেখেছেন।"

কাত্যায়নীর মর্ম্মে মর্ম্মে সেই কথাটী প্রবেশ করিল। কাত্যায়নীর মনে হইল,—"দয়াময় আমাদিগকে মরিতে দিলেন না।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে নিরুত্তম দেখিয়া, সন্ন্যাসী পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। হা—হা করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"মরা হ'ল না!"

হৃষীকেশ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দূরে দাঁড়াইয়া অস্ফুট-স্বরে কাত্যায়নীকে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপুরুষ কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন? হৃষীকেশ আবেগভরে ছুটিয়া গিয়া বালুকারাশির মধ্যে উপবিষ্ট মহাপুরুষের চরণতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া কহিলেন,—"সত্যই ঠাকুর! মরা হ'ল না।"

সন্ন্যাসী।—"মরা হ'ল না! কেন মর্‌তে এসেছিলে!"

হৃষীকেশ।—"ঠাকুর! অন্তর্য্যামি! আপনাকে অধিক আর কি বলিব? আপনি তো সকলই জানিতেছেন।"

সন্ন্যাসী।—"মরণে কি ফল আছে? মাটির জন্য মিছে কেন মাটি হতে যাস? যাহা গিয়াছে, মরিলে কি তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায়?"

হৃষীকেশ।—"আমাদের সংসারের অবলম্বন একমাত্র কন্যা। সেই কন্যাকে আজ জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করে এসেছি। তাই শোকে তাপে মুহ্যমান।"

সন্ন্যাসী!—"বা!—বেশ করেছিস! যাঁর সামগ্রী তাঁকে দিয়েছিস্! তার আর দুঃখ কি?"

কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"ঠাকুর! আমাদের যে একমাত্র কন্যা!"

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন,—"মাগো! তুই তো যমের হাতে দিস্-নি! তোর কন্যাকে তো দস্যুতে অপহরণ করে নাই! তোর কন্যাকে তো ব্যাঘ্রগ্রাসে সমর্পণ করিতে হয় নাই। তবে কেন তোরা এতটা উতলা হয়েছিস! আত্মহত্যা মহাপাপ! মা!—দেশে ফিরে যা।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়েরই মনে হইল—"সত্যই তো! সন্ন্যাসী ঠাকুর যাহা বলিতেছেন, তাহার একবর্ণও তো মিথ্যা নয়!" মনে পড়িল—পথের বিভীষিকাময় দৃশ্য-সমূহ! মনে পড়িল—গড়ের চটিতে দস্যু কর্তৃক বালিকার অপহরণ-বৃত্তান্ত! মনে পড়িল—পথিমধ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক বালকের প্রাণ-সংহার! মনে পড়িল—অন্যত্রে বিসূচিকায় বালিকার প্রাণত্যাগ! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তখন জগন্নাথের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! তুমি আমাদিগকে সে সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছ, সেই যথেষ্ট। আমাদের পদ্মাবতীকে আমরা যে প্রাণে প্রাণে

তোমার চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।”

সন্ন্যাসী আবার কহিলেন,—“তোরা উতলা হস্‌নে। যা—তোরা দেশে ফিরে যা। এখনও জীবনের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। কন্যার জন্য ভাবিস্ না। যাঁহার সামগ্রী, তিনিই রক্ষা করিবেন।”

হৃষীকেশ।—“আশ্রয় কোথায়? যাব কোথা!”

সন্ন্যাসী আবার হা হা করিয়া হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—“আশ্রয় কোথায়? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী জীবের আশ্রয় আছে, আর তোদের আশ্রয় নাই!”

হৃষীকেশ কাতর-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—“ঠাকুর! সকলই জানিতেছেন;—সকলই বুঝিতেছেন। তবে আর কেন বৃথা প্রবোধ দেন?”

সন্ন্যাসী।—“বৃথা প্রবোধ নয়। তোদের প্রাণাধিকা কন্যাকে—সেই সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাকে কোন্ আশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছিস্! সেই নিঃসহায়া বালিকা যদি আশ্রয় পায়, তোরা এমন কর্ম্মক্ষম দুই জন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইবি না! তাকে যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তোদের আশ্রয়-স্থান তিনিই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।”

হৃষীকেশ অশ্রুপূর্ণলোচনে উত্তর দিলেন,—“সেইজন্যই সাগরে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছি।”

সন্ন্যাসী কুপিত স্বরে কহিলেন,—“অবিশ্বাসি! সে বিশ্বাস তোদের আছে কি? সে বিশ্বাস যদি থাকিত, তাঁহার চরণে যদি আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে পার্‌তিস্, তবে কি ভাবনা ছিল?”

হৃষীকেশের যেন চৈতন্যোদয় হইল। হৃষীকেশ কহিলেন,—"ঠাকুর! তবে কি আদেশ করেন, বলুন।"

সন্ন্যাসী।—"ভগবানে বিশ্বাসবান্ হও। যে বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হইয়া পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিস, সেই বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করো। জগবন্ধু মঙ্গলময়। তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলময়।"

হৃষীকেশ।—"ঠাকুর! অনেক সময় সে মঙ্গল যে প্রত্যক্ষীভূত হয় না।"

সন্ন্যাসী।—"দর্শন-শক্তি অসম্পূর্ণ; তাই দেখিতে পাও না। নির্ভরতা সংশয়-মেঘাচ্ছন্ন; তাই সাফল্য-জ্যোতিষ্ক অন্তরালভূত।"

হৃষীকেশ অন্ধকার-পথে যেন আলোক-বর্ত্তিকা দেখিতে পাইলেন। তিনি আবেগভরে কহিলেন,—"দেবতা! সময় সময় ভ্রান্তি আসে। তাই পথ খুঁজিয়া পাই না।"

সন্ন্যাসী।—"পথ সরল। পথ সুপ্রশস্ত। একটু স্থির-লক্ষ্য হইলে, অগ্রসর হইবার পক্ষে কোনই বিঘ্ন ঘটে না। তখন ভ্রান্তি আপনিই দূরীভূত হয়।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই হৃষীকেশের মনে হইল—ঠাকুর যেন অন্তরালে যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। হৃষীকেশ অমনি চরণ ধারণ করিতে গেলেন; কহিলেন,—"ঠাকুর! যখন দেখা দিয়াছেন, তখন সঙ্গে লউন।"

সন্ন্যাসী আবার হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"হা—হা—হা! সবই মাটি! সবই সবই মাটি!"

হৃষীকেশ।—"ঠাকুর! কি বলিতেছেন, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী আর উত্তর দিলেন না। নিমেষ-মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া প্রান্তর-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

"ঠাকুর। ঠাকুর! আর একবার দেখা দেও!"

নেপথ্যে শব্দ শুনা গেল,—"দেখা হবে—আবার দেখা হবে।"

হৃষীকেশ আর কোনও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তাঁহার আকুল আহ্বান নৈশ-গগনে বায়ু-প্রবাহে মিশিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে, চন্দ্রদেব পশ্চিম-গগনে ঢলিয়া পড়িলেন;—আর জল-নিধির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দিনদেব উত্থিত হইয়া নবীন আলোকে দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

* * *

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উদ্যোগে!

মিথিলায় দূত-প্রেরণে কোনই ফল ফলিল না। রাজা জয়সিংহ দূতের অবমাননা করিলেন।

রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের আদেশ প্রতিপালিত হইল না। রাজা জয়সিংহ বন্দীদিগকেও মুক্তি দিলেন না; নবদ্বীপাধিপতির নিকট কোনরূপ ত্রুটি-স্বীকারও করিলেন না। অধিকন্তু তিনি দূতকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দূতের সমভিব্যাহারী

একজন অনুচর নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইল। তাহার নিকট রাজা জয়সিংহ একখানি পত্র পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—"মিথিলা কখনই নবদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার করিবে না। নবদ্বীপাধিপতি যদি মিথিলার প্রাধান্য পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তদ্ভিন্ন, মিথিলার উপর নবদ্বীপাধিপতি কোনরূপ প্রাধান্য রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলে, বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। মিথিলায় প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপাধিপতি যদি সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সৈন্যদল মিথিলার সীমানায় পদার্পণ করিবামাত্র, প্রথমেই বন্দীদিগের শিরশ্ছেদ করা হইবে। তার পর, সীমানা-লঙ্ঘনকারীদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া যাইবে।"

নবদ্বীপাধিপতির দূতরূপে যিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—বীরসিংহ। বীরসিংহের বয়ঃক্রম—মাত্র দ্বাবিংশ বর্ষ। তিনি নবদ্বীপাধিপতির প্রধান সেনাপতি সংগ্রামসিংহের পুত্র। পুত্রকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণে সংগ্রামসিংহের বিশেষ আগ্রহ ছিল। পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজকে অনুরোধ করিয়া তিনি বীরসিংহকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্র বীরসিংহকে মিথিলা-প্রেরণের সময় পিতা সংগ্রামসিংহ ভ্রমেও বিশ্বাস করেন নাই যে, মিথিলাধিপতি তাহাকে বন্দী করিবেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মনেও সে আশঙ্কা আদৌ স্থান পায় নাই। দূত মিথিলায় গমন করিলেই জয়সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিবেন—আদেশ-পালনে বাধ্য হইবেন,—সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

বীরসিংহকে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বড়ই স্নেহ করিতেন। বীরসিংহকে মিথিলায় প্রেরণে প্রথমে তাঁহার একটু অমত হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি সংগ্রামসিংহের একান্ত আগ্রহ-বশেই তিনি বীরসিংহকে মিথিলায় প্রেরণ করেন। এখন, জয়সিংহের ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বড়ই ব্যথিত হইলেন। সেনাপতি সংগ্রামসিংহের অনুশোচনার অবধি রহিল না। রাজা জয়সিংহ যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আবার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেও বীরসিংহ-প্রমুখ বন্দিগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা। জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,— 'মিথিলার সীমানায় নবদ্বীপাধিপতির সৈন্য পদার্পণ করিবামাত্র তিনি বন্দীদিগের সংহার-সাধন করিবেন।' মিথিলা-প্রত্যাগত অনুচর, জয়সিংহের প্রতিজ্ঞার কথা যেরূপভাবে বিবৃত করিল,— তাহাতে দুই দিক রক্ষার আশা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে।

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ও সেনাপতি সংগ্রাম-সিংহ উভয়েই চিন্তাকুলিত চিত্ত; উভয়েই অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরিশেষে সেনাপতি সংগ্রামসিংহ কহিলেন,— "মহারাজ! বৃথা ভাবিয়া কোনও ফল নাই। যাহা ঘটিবার ঘটিবে। আপনি আদেশ করুন, আমরা মিথিলা-আক্রমণে প্রস্তুত হই।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেনাপতির কথার প্রত্যুত্তরে গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বিষম সমস্যার বিষয়!"

সংগ্রাম-সিংহ।—"মহারাজ! সমস্যার বিষয় কিছুই নাই। নবদ্বীপাধিপতির মান-সম্ভ্রম অপেক্ষা বীরসিংহের জীবন মূল্যবান

নহে। নবদ্বীপাধিপতির সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যদি স্বহস্তে পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে হয়, সংগ্রাম-সিংহ তাহাতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। আদেশ-প্রদানে আপনি আর দ্বিধা করিবেন না।"

যুগপৎ হর্ষে ও বিষাদে লক্ষ্মণ-সেনের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল,—বীরসিংহের সেই সারল্যপূর্ণ মুখ, মনে পড়িল,—তাহাকে মিথিলায় প্রেরণে তাঁহার অনিচ্ছার বিষয়। মনে পড়িয়া, হৃদয় বিষাদে অভিভূত হইল। কিন্তু সংগ্রাম-সিংহের উৎসাহ-বাক্যরূপ বায়ু-প্রবাহে সে বিষাদ-মেঘ উড়িয়া গেল। মহারাজ মনে মনে কহিলেন,—"সংগ্রামসিংহ! তোমাদের ন্যায় অকপট আমাত্যগণের আত্মত্যাগ-প্রভাবেই আজি নবদ্বীপ-রাজ্যের এত প্রতিষ্ঠা—এত গৌরব! তোমাদের এ ঋণ অপরিশোধনীয়।"

সংগ্রামসিংহ পুনরপি কহিলেন,—"মহারাজ! আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। শত্রুকে আর বাড়িতে দেওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে! যুদ্ধ-যাত্রায় যতই বিলম্ব ঘটিবে, শত্রু ততই বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে। অতএব, আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, মিথিলার পথে সৈন্য-দল অগ্রসর করিবার আদেশ প্রদান করুন।"

অমাত্য-বর্গ সকলেই সেই মতের সমর্থন করিলেন। সুতরাং আর কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মিথিলা-অভিযানে সৈন্য-পরিচালনের আদেশ দিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ প্রভৃতি বিবিধ বাহিনী মিথিলা-অভিমুখে অগ্রসর করিবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল।

***

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শোভা।

মিথিলার রাজ-দরবারে দূতরূপে উপনীত হইয়া বীরসিংহ মিথিলাধিপতির রোষ-বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন। দরবার মধ্যে সর্ব্ব-সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি মিথিলাধিপতির অসম্মান-জনক বাক্য প্রয়োগ করেন। অন্ততঃ তাঁহার বাক্য-পরম্পরায় মিথিলাধিপতি অসম্মান-বোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে বীর-সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

দরবারে যে সময় বীরসিংহ উপনীত হন, পুরমহিলারাও অনেকে অলক্ষ্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী শোভা, দরবার-সংলগ্ন একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অন্তরালে থাকিয়া, সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে বীরসিংহকে যখন সভাস্থল হইতে স্থানান্তরিত করা হইল, শোভার মানস-পটে দরবারের সেই চিত্র দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিল। প্রভাতে দরবার বসিয়াছিল; মধ্যাহ্ন অতীত হইল; কিন্তু শোভার চিন্তার আর শেষ হইল না।

শোভা যেন সেই ভাবনায় বিভোর। শোভা ভাবিতে লাগিল,—"কি সুন্দর রূপ! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই!'

শোভা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল,—"পিতা কেন এমন কঠোর আদেশ দিলেন? সেই সরল মুখপানে চাহিয়াও কি তাঁহার-হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না!"

আবার সে আপন মনেই উত্তর দিল,—"কিন্তু পিতারই বা দোষ কি? বন্দি!—কেন তুমি উচ্ছৃঙ্খলা প্রকাশ করিলে? তুমি যদি ওরূপ প্রত্যুত্তর না করিতে,—তুমি যদি কোনরূপ উদ্ধত-ভাব না দেখাইতে, পিতা কখনই তোমার প্রতি এমন কঠোর দণ্ডের আদেশ দিতেন না। বন্দি!—কেন তোমার সে দুর্ম্মতি হইল?"

শোভা আপনা-আপনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিল,—"বুঝিয়াছি, আত্ম-সম্মান আত্ম-গৌরব স্মরণ করিয়াই তুমি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলে!"

শোভা ভাবিতে লাগিল,—"এখন উপায় কি? কি করিলে বন্দীর প্রাণ রক্ষা হয়? এমন কে আছে যে, পিতার রোষানলে শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিতে পারে?"

"আমি অনুরোধ করিলে কি, পিতা আমার কথা শুনিবেন না?"

"ছি—ছি! আমি কোন্ মুখে পিতাকে অনুরোধ করিব? পিতা কি মনে করিবেন?"

"আমারই বা এ ভাবনা কেন? বন্দী আমার কে?"

বন্দীর সেই অপরূপ রূপ—পুনঃপুনঃ শোভার নয়ন-দর্পণে প্রতিভাত হইতে লাগিল। মরি মরি!—কি সুন্দর মুখ-শ্রী! আকর্ণবিশ্রান্ত উজ্জ্বল নয়ন, ভ্রমরকৃষ্ণ বঙ্কিম ভ্রূযুগল, প্রস্ফুট-গোলাপ-সন্নিভ চারু গণ্ডস্থল, আর সেই সকলের মধ্যে তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তি—শোভার নয়ন ঝলসিয়া দিল।

শোভা আপন মনে কহিতে লাগিল,—"এ কি স্বর্গের দেবতা! কি অপরাধে ইনি স্বর্গভ্রষ্ট হ'লেন? শুনিয়াছি,—দেবতাদিগকে

সময়ে সময়ে কর্ম্মবশে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া কষ্টভোগ করিতে হয়। ইহাঁকেও কি সেই কষ্ট-ভোগের জন্য মর্ত্ত্যে আসিতে হইয়াছে! কি ভীষণ পরীক্ষা!"

শোভা ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না। শোভা যত কথাই ভাবে, বন্দীর প্রতি যতই দোষারোপ করিতে যায়; মনে পড়ে—বন্দীর রূপের কথা; মনে পড়ে—তাহার তেজস্বিতার বিষয়; মনে পড়ে—তাহার বীরত্বের পরিচয়।

মহারাজ জয়সিংহের সমক্ষে বন্দী সমান উত্তর করিয়াছে। সেজন্য সে নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ। কিন্তু সে কথা মনে করিতে গিয়াও শোভার মনে পড়িতে লাগিল,—"কি তেজস্বিতা—কি নির্ভীকতা! কোন্ দূর দেশ হইতে একাকী আসিয়া, প্রবল-প্রতাপান্বিত নৃপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যে জন আপনার মর্য্যাদার গর্ব্ব দেখাইতে পারেন, তাঁহার সাহসিকতার কি তুলনা আছে! অগণিত সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেল; তিনি পদাঘাতে সকলকে বিতাড়িত করিলেন। এমন বীরত্ব কে কোথায় দেখিয়াছে?—কে কবে শুনিয়াছে? স্বয়ং সেনাপতি মহাশয় দারুণ অস্ত্রচালনা করিয়া বন্দীকে আহত করেন; তার পর বন্দী প্রহরিগণের করায়ত্ত হয়। উপকথায়ও এমন বীরত্ব-কাহিনী শুনা যায় না। এমন বীরের প্রতি পিতা কেন প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন? এই বীরের বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ পিতা কি ইহাঁকে মিথিলার সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না? বন্দী আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা কি অপরাধ? আর সেই অপরাধে কি প্রাণদণ্ড হইতে পারে?"

"আমার এ ভাবনা কেন? রাজ্যের হিতসাধন জন্য পিতা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি করিয়াছেন। পরের জন্য আমি বৃথা ভাবিয়া মরি কেন? না—আর ভাবিব না।"

প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন অলিন্দে শোভার বড় আদরের কাকাতুয়া অনেকক্ষণ হইতে 'শোভা' 'শোভা' বলিয়া ডাকিতেছিল; এইবার সেই কাকাতুয়ার প্রতি শোভার দৃষ্টি পড়িল। শোভা দ্রুতপদে দাঁড়ের নিকট গিয়া কাকাতুয়ার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে গেল। কাকাতুয়া শোভার হাত কামড়াইয়া ধরিল। এমন আদর—এমন কামড়—দিনের মধ্যে দুই দশ বার হইয়া থাকে; শোভা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়;—কাকাতুয়ার কামড়ে শোভার আদর আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু আজ সে কামড় শোভার ভাল লাগিল না। "দূর হ"—বলিয়া শোভা পুনরায় প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে চলিয়া আসিল। কাকাতুয়া আরও উচ্চ-চীৎকারে 'শোভা শোভা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবামাত্র—আবার সেইচিন্তা। বন্দীকে কেমন করিয়া মুক্ত করিতে পারা যায়,—শোভা তখন কেবল সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চল হইয়া শোভা পুনরায় প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল।

এই সময়, শোভার পরিচারিকা শশব্যস্তে শোভাকে কি বলিতে আসিল। শোভা এই পরিচারিকার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ হইতেই প্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিল। বসিয়া অন্য ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে পরিচারিকার কথা শোভা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। এখন পরিচারিকাকে দেখিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর এত দেরী হ'ল কেন? খবর কি, বল দেখি!"

শোভার পরিচারিকার নাম—বৃন্দা। রাজ-সংসারে যে সকল পরিচারিকা ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃন্দা শোভার বিশ্বস্তা ও অনুগতা। রাজকুমারী শোভার খাস-পরিচারিকা বলিয়া বৃন্দা পরিচিতা। বৃন্দা ভিন্ন শোভা এক দণ্ড থাকিতে পারিত না; আবার শোভার পরিতুষ্টি-সম্পাদন ভিন্ন বৃন্দারও অন্য কোনও কার্য্য ছিল না। শোভার সন্তোষ-বিধানেই বৃন্দার তৃপ্তি; শোভার আদেশ-পালনই বৃন্দার একমাত্র কার্য্য।

রাজদরবারে যখন বীরসিংহ উপস্থিত হন, শোভা ও বৃন্দা উভয়েই সে দৃশ্য দেখিয়াছিল। দরবারে মহারাজ জয়সিংহের সমক্ষে প্রত্যুত্তর করায় তাঁহার প্রতি যে দণ্ডাদেশ হয়, শোভা ও বৃন্দা তাহাও শুনিয়াছিল। অবশেষে রক্তাক্ত-কলেবর বীরসিংহকে প্রহরিগণ যখন রাজ-সভা হইতে কারাগারাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, শোভা ও বৃন্দা তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার পর বন্দীর কি দশা হইল,—তাহার সন্ধান লইবার জন্য, শোভা তাহার বিশ্বস্তা-পরিচারিকা বৃন্দাকে পাঠাইয়াছিল। বৃন্দা সেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। বৃন্দাকে দেখিয়াই শোভা তাই জিজ্ঞাসা করিল,—"খবর কি, বল দেখি?"

বৃন্দা বলিতে লাগিল,—"আমি তো তাদের পিছু পিছু বরাবর চল্‌লাম; পিলখানার ফটক পার হ'য়ে দুর্গাবাড়ীর পথ ধরে বরাবর গেলাম। তার পর—"

শোভা বাধা দিয়া কহিল,—"কোন্ পথ দিয়ে কতক্ষণে কোথায় গেলি, অত ব'ল্‌তে হবে না। বন্দী কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আগে তাই বল্।"

বৃন্দা।—"আমি তো তাই-ই বল্‌ছি। বরকন্দাজেরা কোন্

পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল, আমি কেমন করে তাদের সঙ্গে গেলাম, আগে তা শোন ; তার পর তো—”

শোভা।—“ও সব বাজে কথা এখন রেখে দে। এখন আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তারই উত্তর দে!”

বৃন্দা!—“আমিও তো তাই-ই ব'লছি! এত দূর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে আস্‌ছি, একটু হাঁপ ছাড়তে দাও! মানুষের কি একটু সুখ-অসুখ নেই? তোমার এমন তর সয় না জান্‌লে, আমি জিরিয়ে-থিতিয়ে একটু দেরী করেই আস্‌তাম।”

শোভা।—“তুই যতগুলো কথা বল্‌লি, তার সিকি কথাও ব'ল্‌তে হ'ত না। এক কথাতেই তুই উত্তর দিতে পার্‌তিস্‌। কিন্তু আসা অবধি তুই আবোল-তাবোল কতই কি বক্‌তে আরম্ভ ক'রেছিস্‌।”

বৃন্দা।—“আচ্ছা তাই। এক কথায়ই উত্তর দিচ্ছি। তুমি কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে—ক'রো।”

শোভা আগ্রহ-সহকারে পুনরায় সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল ; কহিল,—“বন্দী কেমন আছেন?—তুই কেমন দেখে এলি—তাই বল।”

বৃন্দা।—“আমি তো তাই বল্‌ছি। বন্দী ভাল আছেন—বেশ আছেন। কেমন, যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে উত্তর পেয়েছ তো!”

শোভা।—“আমি তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কি—তাঁর সুশ্রূষার কি কি বন্দোবস্ত হ'য়েছে? ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে কোনও ঔষধ-প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে কি? রাজ-বৈদ্যকে সেখানে দেখ্‌তে পেলি কি? ঔষধ-পথ্যের কিরূপ ব্যবস্থা হ'য়েছে, কিছু শুনে এলি কি?”

বৃন্দা।--"ব্যবস্থা কিছু না হ'লে, তুমি কিছু কর্‌বে নাকি ?'

শোভা।—"কর্‌বার না কর্‌বার কথা কিছু বল্‌ছি না। কেবল ঐ কথাটা জান্‌বার জন্য আমার একটু আগ্রহ হ'য়েছে। একটা কথায় উত্তর দিলে, সব চুকে যায়। তা নয়; তুই নানা কথা ব'ল্‌ছিস!"

বৃন্দা।—"তোমার সেই একটা কথা যে কি, তা তো আমি এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। ঐ কি তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা! তা যাক্; তোমার যত কথা মনে আছে, তুমি সাধ মিটিয়ে জিজ্ঞাসা কর। আমি সব কথার উত্তর দিচ্ছি।"

এই বলিয়া বৃন্দা একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। বন্দী কি অবস্থায় কোথায় রক্ষিত হইয়াছেন; রাজা জয়সিংহ তাঁহার সুশ্রুষার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এখন তাঁহার শরীরের অবস্থা কিরূপ আছে;—বৃন্দা সকল কথা বিবৃত করিল। অবশেষে অতি মৃদুস্বরে কহিল,—"তুমি কি একবার তাঁকে দেখ্‌তে চাও?"

শোভার মনে হইল,—'শোভা একবার গিয়া দেখিয়া আসে।' কিন্তু প্রকাশ্যে কহিল,—"সে কে! আমি কেন তাকে দেখতে যাব?"

মনের ভাব বুঝিতে বৃন্দার বাকি রহিল না। বৃন্দা তাই বলিয়া উঠিল,—"তাতে আর হানি কি? তিনি অতিথি। গ্রহ ফেরে বন্দী হ'য়েছেন। তাঁর সুশ্রুষা করা কি কর্ত্তব্য নয়? একবার দেখে আস্‌বে বই ত নয়,—তায় আর দোষ কি? আমি চুপি চুপি তোমায় নিয়ে যাব;—কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

শোভা মাথা নাড়িল; সঙ্কুচিত হইয়া কহিল,—"তাও কি

হ'তে পারে! পিতা জান্‌তে পারলে, কি ব'লবেন? লোকে কি মনে কর্‌বে?"

এই বলিয়া শোভা পুনরায় বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বন্দীর প্রাণ-দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে আর কি কিছু শুনেছিস্?"

বৃন্দা।—"মহারাজ জয়সিংহের আদেশ কখনই লঙ্ঘন হ'বার নয়। শনিবার অমাবস্যার রাত্রে চামুণ্ডার নিকট বন্দীকে বলি দেওয়া হবে।"

শোভা শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—'পিতা কি নিষ্ঠুর!' একবার তাহার মনে হইল,—'বন্দীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করে।' একবার মনে হইল,—'বন্দীকে কৌশলে কোথাও লুকাইয়া রাখে।' এক বার মনে হইল,—'নিজে গিয়া জোর করিয়া বন্দীকে মুক্তি দেয়।' সঙ্গে সঙ্গে শোভা প্রতিজ্ঞা করিল,—"যেমন করিয়াই হউক, বন্দীকে বাঁচাইব।"

শোভাকে অনেকক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া, বৃন্দা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি ভাব্‌ছ, বল দেখি?"

"ভাব্‌ছি—বন্দীকে কি ক'রে মুক্ত ক'র্‌তে পারি।"

বৃন্দা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল,—"সে কি কথা ব'লছ? তুমি কি ক'রে বন্দীকে মুক্ত কর্‌তে পারবে?"

শোভা।—"তুই কিছু উপায় ভেবে দেখ্‌ দেখি!"

ইহার পর শোভা ও বৃন্দা অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল। পরিশেষে শোভা বলিল,—"আচ্ছা, তাই হবে।"

* * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বেগে।

বীরসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া মিথিলাধিপতিও নিরুদ্বেগ নহেন। রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের সহিত বিবাদ তাহাতে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজা জয়সিংহ মনে করিয়াছিলেন, দূতকে বন্দী করিলেই লক্ষ্মণ-সেনের সহিত সন্ধি-স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিবে। বীরসিংহ—তাঁহার প্রধান সেনাপতি সংগ্রামসিংহের পুত্র; তাঁহারও অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র। সুতরাং বীরসিংহকে বন্দী করিলে, বীরসিংহের প্রাণ-নাশের আশঙ্কায়,লক্ষ্মণ-সেন নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাই-বেন। আর, তাহাতে অল্লায়াসেই মিথিলার সহিত নবদ্বীপের বিবাদ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য পথ পরিগ্রহ করিল। জয়সিংহ যাহা মনে করিয়াছিলেন, ঘটনা-চক্রে তাহার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে চলিল। বীরসিংহ দরবারে দাঁড়াইয়া মিথিলাধিপতির অবমাননা করিয়াছেন। রাজ্যের সম্মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রাণদণ্ডই তাহার উচিত শাস্তি। সে ক্ষেত্রে রাজা জয়সিংহ কোনই উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে পারেন না।

রাজা জয়সিংহ বন্দীর বিষয় ভাবিতেছেন। এমন সময় রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“যে পাত্রের বিষয় বলেছিলেন, তার কি হ'ল?”

রাজা জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"রাণি! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল! শোভার উপযুক্ত পাত্র আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

রাণী।—"শোভার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণপ্রায়। আর কোনরূপেই কন্যাকে অনূঢ়া রাখা যায় না। একটী একটী দিন যাচ্ছে, আর শোভার বিবাহের চিন্তায় আমার শরীরের এক এক ছটাক রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার ব্যায়রাম-পীড়া আর কিছুই নয়; ব্যায়রাম-পীড়া মাত্র—শোভার বিবাহের চিন্তা। অনেক দেবতার আরাধনা ক'রে, অভাগিনীর একমাত্র কন্যা—"

বলিতে বলিতে রাজ্ঞী কাঁদিয়া ফেলিলেন। জয়সিংহ সান্ত্বনা-দান-ব্যপদেশে কহিলেন,—"তুমি আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর। এবার আমি শোভার বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়া অন্য কিছুই করিব না।"

রাণী।—"আপনি যে ব'লেছিলেন, নবদ্বীপে একটী পাত্র আছে? সে পাত্রের কি হ'ল?"

জয়সিংহ।—"রাণি! সেই জন্যই তো আজ আমি এত চিন্তান্বিত। আজ আমি যে যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষণা ক'রেছি, তাহারই সহিত আমি শোভার বিবাহ দিব মনে ক'রেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যদোষে সকলই বিপরীত হ'ল!"

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন; আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন,—"এঁ্যা! তাহারই সহিত শোভার বিবাহ দিবেন, স্থির করেছিলেন!"

জয়সিংহ।—"আমি অনেক দিন হইতে ঐ পাত্র মনস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উহাঁরা আমাদের পাল্‌টী ঘর। উহাঁদের

আদি-বাস এই মিথিলায়। রাজা বল্লাল-সেন যখন মিথিলা অধিকার করেন, সেই সময়ে উহাঁরা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে, কুলেশীলে যেমন মুখ উজ্জ্বল হইত, তেমনি যোগ্যে যোগ্যের মিলন ঘটিত। আমার শোভা যেমন শোভাময়ী; বীরসিংহও সেইরূপ কন্দর্প-কান্তি। এ মিলন সংঘটিত হইলে, আমাদের আনন্দের অবধি থাকিত না। হায় বিধাতা!—তোমার মনে এই ছিল?"

রাজা জয়সিংহ শিরে করাঘাত করিলেন।

রাণী।—"এই কার্য্য কি কোনও প্রকারেই সম্পন্ন হ'তে পারে না?"

জয়সিংহ।—"বীরসিংহের পিতার সহিত এক সময়ে এ বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনিও এই বিবাহে সম্মত ছিলেন। কিন্তু এখন আর কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ বীরসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ কোনও প্রকারেই রহিত করিতে পারিব না।"

রাণী।—"তবে উপায়!"

জয়সিংহ।—"উপায় আর কি? আর কয়েক দিন পরেই বীরসিংহের পিতা সংগ্রামসিংহ, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের দক্ষিণ-হস্তরূপে, মিথিলার উচ্ছেদ-সাধনে আগমন করিবেন। তখন, অন্য কোনও শুভ প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে, কামান-বন্দুক লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হইবে।"

রাণী।—"যুদ্ধ রাজ্য লইয়া। আমাদের একমাত্র কন্যা। রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? বীরসিংহের হস্তে কন্যা ও

রাজ্য দুই-ই যদি আমরা সমর্পণ করি, বিবাদ এখনই তো মিটিয়া যায়!”

জয়সিংহ।—“রাণি! সব বুঝি—সব করিতে পারি। কিন্তু মান-সম্ভ্রম আগে, কি প্রাণ আগে? মান-সম্ভ্রমের তুলনায় সকলই তুচ্ছ নহে কি? রাজা লক্ষ্মণ-সেন ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিবে;—অধীন রাজা বলিয়া নিয়ত পদদলিত করিবার চেষ্টা পাইবে;—ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়া কোন্ প্রাণে তাহা সহ্য করিতে পারি? প্রাণ যাক্, রাজ্য যাক্, সব যাক্; কিন্তু মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না! তুমিই কি আমায় সেই উপদেশ দেও?”

রাণী।—“ক্ষত্রিয়-রমণী কখনও সে উপদেশ দেয় না। মান-সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য শোভাকে যদি স্বহস্তে বলি দিতে হয়, আমিই কি তাহাতে পরাঙ্মুখ?”

জয়সিংহ।—“তাই জানি বলিয়াই তো প্রাণ আজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে! রাণি! জানি না—শোভার অদৃষ্টে কি আছে! হয় তো চামুণ্ডার মন্দিরে শোভাকেই বলি দিতে হবে!”

রাণী।—“আচ্ছা—বীরসিংহকে হাত করা যায় না?”

জয়সিংহ।—“প্রথমে আমার মনে কতকটা সে চিন্তার উদয় হয়েছিল বটে; বীরসিংহকে বন্দী কর্‌লাম ব'লে লক্ষ্মণ-সেনকে যখন পত্র লিখি, তখন মনে মনে আমার এই সঙ্কল্পই ছিল বটে! আমি মনে করেছিলাম, বীরসিংহকেও ক্রমশঃ বশীভূত কর্‌ব; আর লক্ষ্মণ-সেনকেও প্রকারান্তরে আমার প্রস্তাব শুনাইব। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হ'তেও পারতেন। কিন্তু—”

রাণী।—“এখন কি আর উপায় নাই?”

জয়সিংহ।—“আর উপায় নাই। আমি বীরসিংহের প্রাণ-

দণ্ডের আদেশ দিয়েছি। বোধ হয়, সে এত কাপুরুষ নয় যে, সে কোনও প্রলোভনে বশীভূত হবে। যদি সে প্রলোভনে বশীভূত হয়, তেমন কাপুরুষের হস্তে শোভাকে সমর্পণ করার অপেক্ষা চামুণ্ডার মন্দিরে শোভাকে বলি দেওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।"

বলিতে বলিতে জয়সিংহ যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রাণী আর কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"জানি-না—শোভার অদৃষ্টে কি আছে! জানি-না—মা চামুণ্ডার মনেই বা কি আছে! কিন্তু যে দিন আপনি নবদ্বীপের যাত্রীদের নৌকা আটক করেছেন, সেই দিন হ'তেই আমার মন দারুণ দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।"

জয়সিংহ।—"তোমার সকলই বাড়াবাড়ি। যাত্রীদের নৌকা আটক ক'রেছি;—রাজনীতির নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তা'তে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি?"

রাণী।—"আমি স্ত্রীলোক। রাজনীতির নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝি না। কিন্তু অভিসম্পাতের আতঙ্কে আমার প্রাণ সদাই আতঙ্কিত।"

জয়সিংহ।—"এতে অভিসম্পাতের আতঙ্ক কি আছে?"

রাণী।—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ক, তাতে আমি অণুমাত্র চিন্তিত নহি। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়-রমণী যুদ্ধ দেখিয়া কখনই আতঙ্কিত হয় না। কিন্তু সেই নিরীহ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড়ই ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। তাঁরা পুত্র-শোকে কাতর হ'য়ে যখন অভিসম্পাত করেন, তখন আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি।"

জয়সিংহ।—"তুমি পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাতের কথা বল। কেন? ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর পুত্রকে আমি তো অপহরণ করিয়া আনি নাই;—বন্দী করিয়াও রাখি নাই! তাঁদের পুত্র—আপনা-আপনি বিবাগী হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার জন্য কিসের অপরাধী?"

রাণী—"ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্রের অনুসন্ধানে কাশীধামে যাত্রা করিতেছিলেন। আপনি তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের ব্যাকুলতা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। শুনিতে পাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন,—'রাজা! আমাদিগকে যেমন পুত্রশোকে ব্যথিত করিতেছ, তোমাকেও সেইরূপ শোক পাইতে হইবে।' মহারাজ! যখনই সে কথা শুনি—যখনই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সেই কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।"

জয়সিংহ।—"রাজনীতির কঠোর নিয়মে আমি আবদ্ধ। কোনপ্রকারেই এখন তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে পারি না।"

রাণী।—"তবে কি নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাতে সর্ব্বনাশ ঘটিবে!"

রাজা জয়সিংহ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"কি করিব—উপায় নাই! রাণি! এ বিষয়ে তোমার কোনও অনুরোধ না করাই কর্ত্তব্য ছিল।"

এই বলিয়া রাজা জয়সিংহ চিন্তিত ও বিষণ্ণ মনে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বচসায় বিরক্ত হইয়া রাজা চলিয়া গেলেন ভাবিয়া, রাণীর মনে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল; নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে

চামুণ্ডার উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—"বরাভয়দায়িনি মাগো! তোমার সংহারিণী মূর্ত্তি সম্বরণ কর মা! বিভীষিকার উপর বিষম বিভীষিকা দেখাইয়া আরও কেন মা প্রাণকে আকুল কর!"

* * *

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারী-সন্নিধানে।

পদ্মাবতীর কি হইল?

পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে মন্দির-প্রাঙ্গণে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পদ্মাবতী সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির পদপ্রান্তে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতী কত কথাই ভাবিতে লাগিল।

পিতৃমাতৃপরিত্যক্তা বালিকা এখন কোথায় যাইবে—কাহার আশ্রয় লইবে? পদ্মাবতী ভাবিয়া কূলকিনারা পাইল না। শেষ, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"জগবন্ধু! অনাথের নাথ! তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তবে আবার এ দুর্ভাবনা—এ দুশ্চিন্তা মনে আসে কেন? প্রভু!—শান্তি দেও—আশ্রয় দেও! চঞ্চল চিত্ত সুস্থির হউক।"

কিন্তু বালিকা মনকে প্রবোধ দিতে পারে কৈ? আপনার ভাবনা ভুলিবার চেষ্টা করে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার ভাবনা আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসে। যতই মন

দৃঢ় করিবার চেষ্টা করে, ততই মনে পড়ে—পিতামাতার কথা, ততই মনে পড়ে—তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসা। তাঁহারা পদ্মাবতীগত প্রাণ। তাঁহারা পদ্মাবতীকে এক মুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিবেন—পদ্মাবতী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। পদ্মাবতীর মনে হইল,—পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতামাতা যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পদ্মাবতী বিনা কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। বালিকা ভাবিতে লাগিল, —'তাঁহারা হয় তো শোকে মুহ্যমান হইয়া সাগরে ঝাঁপ দিবেন ;—তাঁহারা হয় তো আত্মহারা হইয়া কোথায় কোন্ বনে-জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণ হারাইবেন।'

পদ্মাবতীর প্রাণ দুশ্চিন্তায় যতই কাতর হয়, পদ্মাবতী যতই চিন্তার কূল-কিনারা হারাইয়া ফেলে ;—ততই সে জগবন্ধুর শরণাপন্ন হয় ; ততই সে ডাকে,—"জগবন্ধু ! তুমি রক্ষা কর।"

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পক্ষিকুল কলকলস্বরে প্রভাতী সঙ্গীতে তান ধরিল। পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে যাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিতেই পদতলে তিনি পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইলেন। পদপ্রান্তে অজ্ঞাতকুলশীল সেই অপরিচিতা বালিকাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি ? এখানে বসিয়া কেন ?"

পদ্মাবতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল অশ্রু ভারাবনত নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল। পদ্মাবতী দেখিল,—'যে যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছে, তিনি সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি। বেশ--ব্রহ্মচারীর ন্যায়; কিন্তু রূপ কার্ত্তিকের মত।' পদ্মাবতীর মনে হইল,—'ইনি দেবতা; আমাকে আশ্রয়-দান জন্য ব্রহ্মচারীর বেশে এখানে অপেক্ষা করিতেছেন।' পদ্মাবতী জগবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল,—"এত দয়াবান না হইলে, তোমার নাম দয়াময় হইবে কেন?"

পদ্মাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? তুমি আমার কাছে কেন?"

পদ্মাবতী অশ্রুপূর্ণ-লোচনে উত্তর দিল,—"আমি আপনার। আমার পিতামাতা আমাকে আপনার চরণে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আপনি আমায় আশ্রয় দেন।"

ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"আমি ব্রহ্মচারী; তুমি বালিকা। আমার নিকট তোমার পিতামাতা তোমাকে কেন রাখিয়া যাইবেন?"

পদ্মাবতী।—"আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আমার পিতা-মাতার যে সঙ্কল্প ছিল, সেই সঙ্কল্প অনুসারে তাঁহারা আপনার চরণে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন!"

ব্রহ্মচারীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। তিনি বুঝিলেন,—'বালিকার পিতামাতা জগন্নাথদেবের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।' ব্রহ্মচারী প্রকাশ্যে কহিলেন,— "ওঃ—বুঝেছি। তোমার পিতামাতা তোমাকে জগবন্ধুর পাদ-পদ্মে অর্পণ ক'রে গিয়েছেন। তা—তুমি ঐ মন্দিরের দিকে যাও না কেন?"

পদ্মাবতী ব্যগ্রভাবে কহিল,—"দেব! ছলনা করেন কেন? এ নিরাশ্রয়া বালিকাকে আপনি ভিন্ন কে আর আশ্রয় দিবে?"

ব্রহ্মচারী।—"জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পিত বালিকাদিগের আশ্রয়-দান জন্য রাজা আনন্দদেব সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি মন্দিরের দিকে যাও; আশ্রয় পাইবে।"

পদ্মাবতী।—"আমি সে সব কিছু জানি না। আমার পিতামাতা যাঁহার চরণে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি একমাত্র তাঁহাকেই জানি। দেব! এ অবোধ বালিকাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি আপনার চরণে ধরি, আমায় আশ্রয় দেন।"

এই বলিয়া পদ্মাবতী ব্রহ্মচারীর চরণ ধারণ করিতে গেল। ব্রহ্মচারী সরিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন,—"কুমারী! আমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী। কেন তুমি আমায় বৃথা অনুরোধ করিতেছ? আমি নিজেই আশ্রয়হীন; আমি আবার তোমায় আশ্রয় দিব কি প্রকারে? আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা—জগবন্ধু! তুমি তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হও।"

পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি তো তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছি। জগবন্ধু!—তবে কেন আমায় আশ্রয় দিতেছেন না?"

পদ্মাবতীর কাতরোক্তিতে ব্রহ্মচারীর হৃদয় বিগলিত হইল। কিন্তু উপায় কি? তিনি যে ব্রহ্মচারী! ব্রহ্মচারী কহিলেন,—"কুমারী! তুমি যাহাতে আশ্রয় পাও, জগন্নাথধামে জগবন্ধুর সেবাদাসী-রূপে জীবন কাটাইতে পার, আমি পাণ্ডাদিগকে বলিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তোমার যাহাতে

কোনরূপ কষ্ট না হয়, আমি তাঁহাদিগকে সে জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। তুমি কাঁদিও না।"

পদ্মাবতী কাতর-কণ্ঠে উত্তর দিল,—"আমি আপনার আশ্রিত। আমি আপনাকেই জানি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

পদ্মাবতী ছুটিয়া গিয়া ব্রহ্মচারীর চরণ-যুগল ধারণ করিল। চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"দেব! এ নিঃসহায়া বালিকাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

এই সময় ব্রহ্মচারীর ও পদ্মাবতীর প্রতি মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রহরিগণের দৃষ্টি পতিত হইল। তাহারা কোলাহল শুনিয়া, নিকটে উপস্থিত হইয়া, সকল ব্যাপার জানিতে পারিল। ক্রমে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনি সদলবলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতীর ও ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তা সকলই তিনি শুনিলেন;—সকল ব্যাপারই তিনি বুঝিতে পারিলেন।

মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ব্রহ্মচারীকে চিনিতেন। সুকণ্ঠের জন্য ব্রহ্মচারী রাজার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীর বয়স অল্প। সবে মাত্র তাঁহাতে যৌবনের উন্মেষ হইতেছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অবধি ছিল না। এই সকল কারণে, তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইবার পক্ষে রাজার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারী রাজার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সেরূপ অনুরোধ কেহ করিলে, তিনি পুরুষোত্তম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু রাজা আনন্দ-

দেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে। ব্রহ্মচারীর সুকণ্ঠ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মচারী পুরুষোত্তম হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার মধুর কণ্ঠে হরিগুণানুকীর্ত্তন আর শুনিতে পাইবেন না—এই আশঙ্কায়, রাজা আনন্দদেব ব্রহ্মচারীকে সংসারী হইবার জন্য আর অধিক পীড়াপীড়ি করেন নাই। মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি বালিকার সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর নির্লিপ্ত-ভাবই উপলব্ধি করিলেন।

ব্রহ্মচারীর ও পদ্মাবতীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক পদ্মাবতীকে কহিলেন,—"বালিকা! তোমার পিতামাতা তোমাকে জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তুমি ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে স্থান পাইবে কিরূপে? জগন্নাথে যে সকল সামগ্রী অর্পিত হয়, সে সকলে আমাদের মহারাজের অধিকার। ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলেও তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, তিনি তোমায় গ্রহণ করিতেও অসম্মত।"

পদ্মাবতী কোনক্রমেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। পদ্মাবতীর বরাবরই একই কথা। সে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল,—"আমার পিতামাতা আমাকে যাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহারই চরণে আশ্রয় লইব।"

তত্ত্বাবধায়ক রাজকর্ম্মচারী বুঝাইলেন,—"ব্রহ্মচারী আপনিই আশ্রয়হীন। যে নিরাশ্রয়, সে আবার অপরকে কিরূপে আশ্রয় দিবে?" কর্ম্মচারী আরও কহিলেন,—"আমাদের রাজা আনন্দদেব বড়ই সজ্জন ব্যক্তি। তোমাকে তিনি যত্নসহকারে প্রতিপালন করিবেন।"

পদ্মাবতী।—"আমি সে আশ্রয়ের ভিখারিণী নহি। আমার পিতামাতা আমায় যে আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, আমায় সেই আশ্রয়ে থাকিতে দেন।"

পদ্মাবতী কোনক্রমেই প্রবোধ মানিল না। অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক প্রহরিগণকে আদেশ দিলেন—"এই বালিকাকে এবং ব্রহ্মচারীকে রাজার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।'

তত্ত্বাবধায়কের আদেশ-ক্রমে পদ্মাবতী ও ব্রহ্মচারী রাজা আনন্দদেবের দরবারে প্রেরিত হইলেন।

* * *

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপ্লবে।

এক দল যাত্রী পুরুষোত্তম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিল।

পুরুষোত্তম হইতে যাত্রীরা যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন নবদ্বীপ বিষম উদ্বেগপূর্ণ। নবদ্বীপাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেন সসৈন্যে মিথিলাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। সমর-ক্ষেত্র হইতে কখন কি সংবাদ আসে, তজ্জন্য রাজ-অমাত্যগণ সদাই উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন।

যুদ্ধযাত্রাকালে নবদ্বীপাধিপতি আদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—'পুরুষোত্তমের যাত্রীরা নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের কয়েকজনকে যেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে দেওয়া না হয়।' মহারাজ সংবাদ পাইয়াছিলেন,—'মিথিলাধিপতির কয়েকজন আত্মীয়-অন্তরঙ্গ পুরুষোত্তম হইতে নবদ্বীপের পথে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করাই মহারাজের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা ততদূর অনুসন্ধান লইতে প্রয়াস পান নাই। সুতরাং পুরুষোত্তম-প্রত্যাগত যাত্রিমাত্রেই নবদ্বীপে উপস্থিত হওয়ার পরই নজরবন্দী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এদিকে রাজা জয়সিংহের প্রতিজ্ঞা ছিল,—নবদ্বীপাধিপতির সৈন্য মিথিলায় পদার্পণ করিবামাত্র তিনি বন্দীদিগের সংহার-সাধন করিবেন। সুতরাং তজ্জন্যও নবদ্বীপের অধিবাসিগণের উদ্বেগের অবধি ছিল না। সেনাপতির পুত্র বীরসিংহ মিথিলায় বন্দী। নবদ্বীপাধিপতির মিথিলাস্থ প্রতিনিধি—নবদ্বীপাধি-পতির পরমাত্মীয়—পূর্ব্ব হইতেই মিথিলায় সপরিবারে বন্দী হইয়া আছেন। তাঁহাদের দশাই বা কি হইল? আবার কাশীযাত্রী-দিগের নৌকা আক্রমণ করিয়া জয়সিংহ তাঁহাদিগকে যে বন্দী করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নবদ্বীপের অধিবাসীদিগের অনেকের আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাঁহারাই বা কি অবস্থায় রহিলেন? এইরূপ নানা দুর্ভাবনা নানাজনের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

নবদ্বীপ যেরূপ উদ্বেগপূর্ণ; মিথিলাও তদ্রূপ উদ্বেগপূর্ণ। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সসৈন্যে মিথিলা-আক্রমণে অগ্রসর হইতে-ছেন সংবাদ পাইয়া, রাজা জয়সিংহ, কাশীনরেশের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাশীনরেশের সৈন্যদল আসিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তা করিবে, স্থির হইয়া গিয়াছে। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে, রাজা জয়সিংহ আপনার পরিজনবর্গকে কাশীধামে প্রেরণ করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন।

মিথিলার সীমানায় নবদ্বীপাধিপতির সৈন্যদল পদার্পণ করিয়াছে—যে দিন এই সংবাদ রাজা জয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইল, রাজা জয়সিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই বন্দিগণের প্রাণ-সংহারের সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সংবাদ আসিতে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় সে দিন আর তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। পরদিন প্রভাতে বন্দিগণকে নিহত করা হইবে, ইহাই স্থির হইয়া রহিল। পূর্ব্বাদেশ অনুসারে আরও তিন দিবস পরে বীরসিংহের প্রাণদণ্ডের কথা ছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সসৈন্যে মিথিলার সীমানায় উপনীত হওয়ায়, সে কয়েকদিন অপেক্ষা করাও রাজা জয়সিংহ আর সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। স্থির হইল, পরদিন প্রভাতে প্রথমে বীরসিংহের মস্তকচ্ছেদ হইবে। পরিশেষে, একে একে নবদ্বীপাধিপতির প্রতিনিধি প্রভৃতির প্রাণদণ্ড হইবে।

ঐ দিন রাত্রে বীরসিংহের হস্তপদ কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইল, এবং তাঁহাকে কারাগারের এক নিভৃত কক্ষে রাখার ব্যবস্থা হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়। জহ্লাদ-গণ প্রত্যূষে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বন্দী বীরসিংহ সন্ধ্যার পরই সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র; কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। তাঁহার আত্মরক্ষার কোনই উপায় নাই। বীরসিংহ মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তবে তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ রহিল,—তিনি

বীরের ন্যায় মরিতে পারিলেন না। সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল।

বীরসিংহ যখন মৃত্যুকে এইরূপ-ভাবে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত; গভীর নিশীথে হস্তপদাবদ্ধাবস্থায় অন্ধকার কারাগৃহে বসিয়া তিনি যখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, সহসা কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অন্ধকার কারাগৃহে বসিয়া, বীরসিংহ চক্ষু মুদিয়া আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে-ছিলেন। কারাগারের দ্বারোন্মোচন হওয়ায় সেই শব্দে তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—কারাগৃহ যেন কি এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। বীরসিংহের মনে হইল,—তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনার কোমল কর-স্পর্শে বীরসিংহের হস্তপদের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

পরিশেষে সুন্দরী কহিলেন,—"বীরসিংহ! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, আমার সঙ্গে আইস।"

এ কি স্বপ্ন!—একি প্রহেলিকা! বীরসিংহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অর্দ্ধত্রস্ত অর্দ্ধবিজড়িত কণ্ঠে বীরসিংহ উত্তর দিলেন—"দেবী! আপনি কে? আমার প্রতি আপনার এ করুণা কেন?"

সুন্দরী বীণাবিনিন্দী কণ্ঠে কহিলেন,—"সে পরিচয়ের সময় এখন নহে। আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র আমার অনুগামী হউন।"

বন্দী বিহ্বলের ন্যায় উত্তর দিল,—"কোথায় যাইব?"

সুন্দরী —"আপনাকে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া দিবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আপনার প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব্বাদেশ অব্যাহত থাকিলে অতি অল্পায়াসেই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনার প্রাণদণ্ডের দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আপনি আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

বীরসিংহ পুনরায় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবী! আপনি কে? আমার প্রাণরক্ষার জন্য আপনার এ আয়োজন কেন?"

সুন্দরী।—"বলিয়াছি তো, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় এখন নয়। যদি মা চামুণ্ডা মুখ তুলিয়া চান, সে পরিচয় অবশ্যই পাইবেন। আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

সুন্দরীর অনুসরণ করিবার জন্য বীরসিংহ প্রস্তুত হইতেছিলেন। সহসা কে যেন তাঁহাকে বাধা দিল। বীরসিংহ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—'না, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি না। সংগ্রামসিংহের পুত্র এত কাপুরুষ নয় যে, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবে। আমাদের মিথিলাস্থ প্রতিনিধি সপরিবারে বন্দী আছেন। তীর্থযাত্রী কত প্রজা বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। রাজার আদেশ,—কাল তাঁহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে। তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আমি একা কি করিয়া পলায়ন করিতে পারি? আপনি কেন আমায় এত কাপুরুষ মনে করিলেন?"

বীরসিংহের উত্তরে সুন্দরী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"বীরসিংহ!

তোমার এত বীরত্ব—এত মহত্ত্ব না হইলে কি আর দাসী তোমার চরণে আত্মবিক্রীত হয়!” প্রকাশ্যে কহিলেন,—“কাপুরুষ মনে করি নাই। আপনার জীবন-রক্ষার প্রয়োজন আছে; তাই আপনাকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। অশ্ব প্রস্তুত, নৌকা প্রস্তুত, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।”

বীরসিংহ।—“আমার জীবন কি এতই মূল্যবান! বন্দী শত শত নরনারীর জীবন-রক্ষার চেষ্টা না করিয়া আপনি কেন আমার জীবন-রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন?”

সুন্দরী।—“ভাল, আপনার জন্য সে চেষ্টাও পাইব। আপনাকে আগে স্থানান্তরিত করি, তার পর অন্যান্যের উদ্ধারের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।”

বীরসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে? আপনার কি ক্ষমতা যে, আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন? আপনি এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যান। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলে, আপনার বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে।”

সুন্দরী।—“আমার বিপদ! সে জন্য আপনি একটুও ভাবিবেন না। শোভার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এমন সাহস মিথিলায় কাহার আছে?”

“শোভা”—নাম শুনিয়া বীরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। রাজকুমারী শোভা—তাঁহার উদ্ধারের জন্য এই বিষম বিপদকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন! বীরসিংহ শোভার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন,—শোভার নয়নে নয়নে দিব্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে; শোভার মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; শোভার অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্য-সুষমা উদ্ভাসিত হইতেছে। শোভা

যেন সাকারা সুন্দরী। এমন রূপ বীরসিংহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি স্বর্গের দেববালাগণের রূপ-বর্ণনা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু সে রূপ যেন এ রূপের নিকট পরিম্লান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বীরসিংহ অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

শোভা আবার কহিলেন,—"আর বিলম্ব করিবেন না। আসুন—আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন। আপনার সঙ্গীদিগের জন্য অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।"

বীরসিংহ উত্তর দিলেন,—"সঙ্গীদের ফেলিয়া আমি কেমন করিয়া দেশে ফিরিব?"

শোভা।—"ভাল, কয়েক দিন আপনাকে নিভৃতে লুকাইয়া রাখিব। তার পর আপনার সঙ্গীদিগের উদ্ধার-সাধন হইলে আপনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। ইহাতে বোধ হয় আপনার কোনও আপত্তি হইবে না।"

বীরসিংহ।—"আমায় না পাইয়া কাল প্রত্যুষেই যদি রাজা বন্দিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন!"

শোভা।—"তদ্বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!"

এই বলিয়া শোভা বন্দীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন,— "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

বীরসিংহ আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। সুন্দরীর করস্পর্শে তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে কি যেন এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। বীরসিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শোভার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

* * *

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবিরে।

মিথিলার আট ক্রোশ দক্ষিণে, নবদ্বীপাধিপতির শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সম্মুখে নিবিড় অরণ্য। অরণ্য অতিক্রম করিলে রাজধানীর পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। দুর্ভেদ্য দুর্গম অরণ্য!—ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। সে অরণ্য ভেদ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

নবদ্বীপাধিপতির রাজ্য হইতে মিথিলায় উপনীত হইবার মাত্র দুইটী পথ। একটী পথ অরণ্যের পূর্ব্বদিকে, অপরটী অরণ্যের পশ্চিম দিকে। পশ্চিমদিকের পথের দূরত্ব অধিক; সে পথে অনেক বিঘ্নেরও সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণতঃ পূর্ব্বদিকের পথ দিয়াই গতিবিধি চলিয়া থাকে। মিথিলাধিপতি রাজা জয়সিংহ সেই দুই পথেই দৃঢ়রূপে সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছেন। কিবা পূর্ব্বের, কিবা পশ্চিমের, সে দুই পথ দিয়া বিপক্ষ-সৈন্য কোনক্রমেই মিথিলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না,—এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

অরণ্যের দক্ষিণ-পার্শ্বে শিবির-সংস্থাপন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি পূর্ব্বোক্ত দুই পথেই দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। অধিকন্তু, অরণ্য মধ্য দিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া, তিনি একটী পথ প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বের বা পশ্চিমের পথে প্রেরিত সৈন্যের সংখ্যা অল্প দেখিয়া মিথিলার সৈন্যদল যখন তাঁহার সৈন্যদল আক্রমণ করিবে, তখন বনপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া

নগর আক্রমণ করা হইবে,—ইহাই মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের অভিপ্রায়। সেই নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যদল মিথিলায় প্রবেশ করিবে, মিথিলাধিপতির মনে ভ্রমেও এ চিন্তার উদয় হয় নাই। যাহারা সীমান্ত-রক্ষক ছিল, যে কারণেই হউক, তাহারাও সে সংবাদ মিথিলাধিপতিকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ, পূর্ব্ব-পথে ও পশ্চিম-পথে দলে দলে সৈন্য অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, অরণ্য-পথের বিষয়ে কেহ কোনরূপ আশঙ্কাই করেন নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল,—"কাল প্রভাতে বন্দীদিগের মস্তকচ্ছেদ হইবে। প্রথমে বীরসিংহের পরে অন্যান্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।" শিবিরে সেনা-পতিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যখন নানারূপ পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই সংবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,—আরও দুই তিন দিন অপেক্ষা করিয়া মিথিলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইবেন। কিন্তু গুপ্ত-চরের সংবাদে তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মিথিলার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অবগত হইতে চাহিলেন।

গুপ্তচর নিবেদন করিল,—"মিথিলার আর সকল সৈন্যই এখন আমাদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য দুই দিকের দুই পথে প্রধাবিত হইয়াছে। কয়েকজন রক্ষি-সৈন্য মাত্র এখন নগর-রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। মিথিলার প্রধান সেনাপতি সৈন্য-পরিচালনার ভার লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা জয়সিংহ প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছেন।

কাশী-নরেশের সৈন্যদল পশ্চিম পথ রক্ষা করিতে অগ্রসর। বন্দিগণকে এই অরণ্যের উত্তরস্থ পরিখার পরপারে বন্দি-শালায় রাখা হইয়াছে। বীরসিংহ হস্তপদ-বদ্ধাবস্থায় একটী প্রকোষ্ঠে একাকী অবস্থান করিতেছেন। কাল প্রভাতে তাঁহাদের সকলেরই মস্তকচ্ছেদ হইবে।"

গুপ্তচরের নিকট আর যে সংবাদ লওয়ার আবশ্যক ছিল, সকল সংবাদই লওয়া হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—"সেই রাত্রেই রাজধানী আক্রমণ করিতে হইবে।"

পথ-পরিষ্কারকগণ বনপথের প্রান্তভাগেই অবস্থান করিতে-ছিল। তৎক্ষণাৎ জনৈক অশ্বারোহী তাহাদিগের নিকট প্রেরিত হইলেন। অরণ্যের উত্তর দিকে যে পথটুকু প্রস্তুত করিতে অবশিষ্ট ছিল, যত সত্বর সম্ভব, তাহা প্রস্তুত করার আদেশ হইল। অরণ্য অতিক্রম করিয়া, তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিয়া, সৈন্যদল সেই রাত্রেই মিথিলার রাজধানী আক্রমণ করিবে, স্থির হইয়া গেল। নগর আক্রমণ, বন্দীদিগের উদ্ধার-সাধন এবং রাজা জয়সিংহকে বন্দি-করণ,—ইহাই সঙ্কল্প রহিল।

* * *

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নগর-আক্রমণে।

উষার রক্তরাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে নগরের দক্ষিণ-প্রান্ত আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নি-বর্ষণে ঘন ঘন প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যথাসঙ্কল্প সেই রাত্রেই মিথিলা-আক্রমণে অগ্রসর হন। নগর-প্রান্তে উপনীত হইতে রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রত্যূষেই তাঁহার সৈন্যদল নগর অবরোধ করিয়া বসে।

এখন লক্ষ্মণ-সেনের সৈন্যদল মিথিলার প্রায় চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়াছে। তবে অন্য কোনও দিকে তাহারা পরিখা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। কেবল দক্ষিণদিকের পরিখা পার হইয়া কতকগুলি সৈন্য নগরের কিয়দংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই দক্ষিণ-দিকের পরিখার পার্শ্বেই বন্দিগণের আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং পরিখা উল্লঙ্ঘন-মাত্র প্রথমেই বন্দিশালা অধিকৃত হইল। বন্দিশালা অধিকারের পর নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজপুরী আক্রমণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু নগরের যে অংশে রাজপুরী অবস্থিত, সে অংশ অধিকতর সুরক্ষিত। রাজপুরী বেষ্টন করিয়া দুইটী প্রকাণ্ড পরিখা বিদ্যমান ছিল। সেই পরিখার পার্শ্বস্থিত বিস্তৃত প্রাচীরের উপর রাজা জয়সিংহ আগ্নেয়াস্ত্র-সমূহ সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নগরে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল সহসা রাজা জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

নিশি-শেষে কামান-গর্জ্জনে রাজা জয়সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি নগর-রক্ষায় হতাশ হইয়াও পুরী-রক্ষকদিগকে উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার প্রায় সকল

সৈন্যই তখন নগরের বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকারময়, তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। তথাপি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিয়া, তিনি পুরী-রক্ষার জন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ভরসা—যদি কোনপ্রকারে তাঁহার সৈন্যদল নগর অবরোধের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের অবরোধ-মোচনের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়।

সপ্তাহকাল রাজপুরী একইভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের সৈন্যগণ সে দুর্গম পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া কোনক্রমেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। রাজা জয়সিংহের সৈন্যদলও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরের পুনরুদ্ধার-সাধনে অগ্রসর হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বন্দিগণের সন্ধান লইতে গিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বীর-সিংহের কোনই সন্ধান পাইলেন না। সকল বন্দিকেই বন্দিশালায় পাওয়া গেল; কিন্তু বীরসিংহের কি হইল? কেহই সে সন্ধান দিতে পারিল না। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। পুত্র-বিরহে সংগ্রামসিংহ অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বড় আশা ছিল,—বন্দিশালা অধিকৃত হইলেই পুত্র বীরসিংহের উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবেন। চরমুখে বীরসিংহের অবস্থানের যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতেও সেই আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এখন বন্দিশালায় বন্দিগণের মধ্যে বীর-সিংহকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ব্যাকুলতার অবধি রহিল না। রাজাদেশে বীরসিংহের প্রতি নির্জ্জন কারাবাস বিহিত হয়। যে রাত্রে তাঁহারা নগর আক্রমণ করেন, সেই দিনই

সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকে বীরসিংহকে নির্জ্জন কারাগৃহে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াও সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু তার পর বীরসিংহ কোথায় গেলেন? রাজা জয়সিংহ কি সেই রাত্রেই তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিহত করিলেন?—ভাবিয়া কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অনুসন্ধানেও কোনও ফল ফলিল না। অধিকন্তু রাজা জয়সিংহ সেই নিঃসহায় নিরস্ত্র বীরসিংহকে নিহত করিয়াছেন মনে করিয়া, সকলেরই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল।

রাজা জয়সিংহকে বন্দী করিতে না পারিলে, রাজপুরী অধিকৃত না হইলে, কোনও সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয় না। সেই উদ্দেশ্যেই নবদ্বীপাধিপতির মিথিলা-অভিযান। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া পুরী অধিকারের জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। নগর-প্রবেশের অষ্টম দিবসে পরিখা উল্লঙ্ঘন এবং পুরী আক্রমণ জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ-আয়োজন চলিল। একই সময়ে দুই দিক হইতে পুরীর মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা হইল। একদিকে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন স্বয়ং সৈন্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে সেনাপতি সংগ্রামসিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের সৈন্য-দল এক একবার অগ্রসর হইতে লাগিল, এক একবার হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদিকের প্রাচীরের কিয়দংশ কামানের গোলায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর সেই অবকাশ-পথ দিয়া নবদ্বীপাধিপতির সৈন্যদল প্রাচীরের

মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। তখন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; নৈশ-অন্ধকারে দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল ক্ষিপ্রগতিতে রাজ-ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। পরদিন প্রত্যুষে রাজ-ভবন আক্রান্ত হইবে—ইহাই স্থির হইয়া রহিল। দারুণ আতঙ্ক প্রাসাদের চতুঃপার্শ্ব ঘেরিয়া বসিল।

রাজা জয়সিংহ স্বয়ং প্রাসাদ-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রাসাদ-রক্ষার আশা তখন আর অল্পই রহিল।

* * *

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শোভার দৌত্য।

এই রাত্রে শোভা পুনরায় বীরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাসাদের সন্নিকটেই বীরসিংহের জন্য শোভা নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; যুদ্ধ মিটিয়া গেলে অথবা সন্ধি স্থাপিত হইলে, তিনি বীরসিংহকে মুক্তিদান করিবেন,—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

নবদ্বীপাধিপতির সৈন্যদল মিথিলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে,—কামানের ধ্বনি প্রভৃতিতে বীরসিংহ সে সংবাদ কতক কতক অবগত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু নবদ্বীপাধিপতির সৈন্যদল কতদূর অগ্রসর হইয়াছে বা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, সে সংবাদ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। শোভা তাঁহাকে সে সংবাদ জানিতে দেন নাই।

রাত্রে যখন প্রাসাদের সন্নিকটে বিপক্ষের সৈন্যদল অগ্রসর, শোভা ব্যস্ত-সমস্তে বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে সহসা শোভাকে আপন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বীরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ত্রস্তে ব্যস্তে শোভাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার চঞ্চলতা আরও যেন বৃদ্ধি পাইল। উদ্বিগ্ন হইয়া বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ রাত্রে হঠাৎ আপনি কেন? ঘন ঘন বন্দুক-কামানের শব্দই বা শুনিতেছি কেন?"

শোভা ব্যগ্রভাবে উত্তর দিলেন,—"সেই জন্যই তো আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে।"

বীরসিংহ বিস্ময়-সহকারে কহিলেন,—"প্রার্থনা! আমার নিকট! এই হতভাগ্য বন্দীর নিকট আপনার আবার কি প্রার্থনা থাকিতে পারে?"

শোভা।—"প্রার্থনা আছে বলিয়াই তো এই রাত্রে এই বিপদ-সঙ্কুল পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি! বলুন—আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।"

আবেগভরে বীরসিংহ কহিলেন,—"আপনি আমার প্রাণ-রক্ষাকর্ত্রী। আপনার যে প্রার্থনাই থাকুক, আমি প্রাণ দিয়াও সে প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য।"

শোভা।—"আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন। তার পর আমি আমার প্রার্থনার কথা আপনাকে জানাইতেছি।"

বীরসিংহ।—"প্রতিজ্ঞা! আমি আপনার জন্য সকল প্রতিজ্ঞা করিতেই প্রস্তুত আছি। মা-জগদম্বার নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার যে কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আমি প্রাণদান করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। কি করিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

শোভা প্রাণস্পর্শী ভাষায় কহিলেন,—"আজ আমাদের বিষম বিপদ উপস্থিত। শত্রু-সৈন্য পুরী আক্রমণ করিয়াছে। আমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিষম বিপদ-সাগরে নিমগ্ন। আর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের যে কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমার প্রার্থনা,—এ ক্ষেত্রে আপনি আমাদের পুরী-রক্ষায় সহায় হউন,—এই বিষম বিপদ-সাগর হইতে আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করুন।"

বীরসিংহ বিস্মিতভাবে উত্তর দিলেন,—"আমি!—আমি কি সহায়তা করিতে পারি! আমি বন্দী, আমি নিঃসহায়। আমাকে কি আপনি বিদ্রূপ করিতেছেন?"

শোভা।—"এ কি বিদ্রূপের সময়? আপনি বীর; আপনি ক্ষত্রিয়-সন্তান; আপনি চেষ্টা করিলে, এ সময় আমাদের অনেক উপকার করিতে পারেন। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন।"

বীরসিংহ।—"এ কি!—আপনি এ কি বলেন? আপনি আমার প্রাণরক্ষাকর্ত্রী; বলুন—কি করিতে হইবে।"

শোভা ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"আসুন—অস্ত্র-ধারণ করুন। —বিপক্ষ-সৈন্যকে পুরীর সীমানা হইতে বিতাড়িত করুন।"

"ইন্দ্রদেব!—এ অপেক্ষা আমার মস্তকে কেন বজ্র-নিক্ষেপ করিলে না? মাতর্বসুন্ধরা!—তুমি এখনও কেন দ্বিধা বিভক্ত

হইয়া তোমার গর্ভে এ অধমকে প্রোথিত করিলে না ? মহারাজ জয়সিংহ!—তোমার খড়্গ কেন এখনও আমার মস্তকচ্ছেদ করিতে পারিল না ?" বীরসিংহ ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি করিতে আসিয়াছিলাম! আমার উপর কি করিবার ভার ন্যস্ত হইতেছে। ভগবন্! এ তোমার কি ভীষণ পরীক্ষা। ইহার অপেক্ষা আমার প্রাণদণ্ড যে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল!"

বীরসিংহকে নীরব দেখিয়া, শোভা পুনরায় কহিলেন,—"আর সময় নাই। আর বিলম্ব করিবেন না। আসুন—অস্ত্র-ধারণ করুন—বিপক্ষ-সেনার সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হউন।"

বীরসিংহ।—"এ অপেক্ষা আমার প্রাণদণ্ড যে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল। আপনি কেন আমার প্রাণ-রক্ষা করিলেন ?"

শোভা মনে মনে কহিলেন,—"বীরসিংহ! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ—কেন আমি তোমার প্রাণ-রক্ষা করিলাম ? এখন এ কথার কি উত্তর দিব! যদি ভগবান কখনও দিন দেন, তখন অবশ্যই এ কথার উত্তর পাইবে।" শোভা বীরসিংহের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। শোভা কহিলেন,—'কুমার! এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় এখন নয়। এখন যাহাতে আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার পাই, তাহার উপায়-বিধান করুন।"

বীরসিংহ উত্তর দিলেন।—"আমি কি উপায় করিব ? আমায় ক্ষমা করুন।"

শোভা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"আপনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, স্মরণ আছে কি ? ক্ষত্রিয়-সন্তান কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না।

আপনাকে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আসুন—রাজপুরী রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করুন।"

বীরসিংহ বলিতে গেলেন,—"আমি কাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব ?"

শোভা বাধা দিয়া কহিলেন,—"মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহার নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিতে আপনি বাধ্য নহেন কি ?"

বীরসিংহ আর উত্তর দিতে পারিলেন না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি শোভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—একদিকে তাঁহার পিতা সংগ্রামসিংহ এবং অন্নদাতা মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন, আর অন্যদিকে তাঁহার প্রাণরক্ষাকর্ত্রী আশ্রয়দাত্রী শোভা! তিনি কি করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন ? তিনি কেমন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ? আবার অন্য পক্ষে, তিনি কি ক্ষমতা-সত্ত্বে, আপন প্রাণরক্ষাকর্ত্রীকে আশ্রয়দাত্রীকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন ? বিশেষতঃ, তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও কি তাঁহার কর্ত্তব্য নহে!

বীরসিংহের চিত্ত এইরূপ বিষম চিন্তা-ক্লিষ্ট ; শোভা কহিলেন,—"আপনাকে আপনার পিতার বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। আমার পিতৃদেব মিথিলা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পথ পাইতেছেন না ; তাই সুবিধা হইতেছে না। নগরের পশ্চিম-প্রান্তে একটা পথ প্রস্তুত করিতে পারিলে, আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ

হইতে পারি। এই বন্দী অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আমরা কাশী-নরেশের সৈন্যদলের সহায়তা পাইব। সে সৈন্যদল পশ্চিম দিকেই অবস্থিত আছে। আপনি আমাদিগের জন্য মাত্র পশ্চিমদিকের পথটা পরিষ্কার করিয়া দেন।"

বীরসিংহ।—"রাজা জয়সিংহ যদি মিথিলা পরিত্যাগ করিতেই সঙ্কল্পবদ্ধ, তিনি কেন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আত্ম-সমর্পণ করুন না!"

শোভা।—"না, আমার পিতৃদেব সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি শত্রু-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেও প্রস্তুত নহেন। আপনি কেবল পশ্চিম দিকের পথ-পরিষ্কার-পক্ষে তাঁহার সহায়তা করুন।"

বীরসিংহ!—"আমি একা। আমি সে পক্ষে কি সহায়তা করিতে পারি?"

শোভা মনে মনে কহিলেন,—"বীরসিংহ! সহস্র সৈন্য দ্বারা যে কার্য্য সম্ভবপর নহে, একা তোমার দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তাই বুঝিয়াই তো আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি। তোমারই পরিচালনাধীন সৈন্যদল নগরের পশ্চিম পার্শ্ব ঘেরিয়া আছে। তুমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহারা তোমারই অনুবর্ত্তী হইবে। তোমার বিরুদ্ধা-চরণে তাহারা অগ্রসর না হইলে, অল্পায়াসেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।"

শোভাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, বীরসিংহ কহিলেন,—"আপনি চুপ করিয়া রহিলেন যে! একা আমার দ্বারা আপনা-দের কোনও ইষ্টই সিদ্ধ হইবে না।"

শোভা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন,—"না হয়, না হইবে। আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না।"

বীরসিংহ তেজ-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"না; আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইব না। বলুন, আমায় কি করিতে হইবে। আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" মনে মনে কহিলেন,—"আমায় তো মরিতেই হইবে; তা রাজা জয়সিংহের হাতেই মরি, আর নবদ্বীপাধিপতির সৈন্যদলের অস্ত্রাঘাতেই মরি;—আমার মরণ অনিবার্য্য।"

এই স্থির করিয়া, বীরসিংহ শোভার অনুসরণে সম্মত হইলেন। শোভা পথ দেখাইয়া চলিলেন। বীরসিংহ যন্ত্রপুত্তলিবৎ শোভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্কন্দাবারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

* * *

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

——:(০):——

বীরসাজে।

বন্দিশালায় বন্দিগণের মধ্যে বীরসিংহকে দেখিতে না পাইয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজপুরী আক্রমণের সময়ও বীরসিংহের কোনও সংবাদ না পাওয়ায়, তাঁহার চিন্তার অবধি রহিল না। তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বীরসিংহ সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচার করিলেন। যে ব্যক্তি বীরসিংহের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, সে ব্যক্তি যথোচিত

পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে,—ঘোষণায় সেই কথা প্রচারিত হইল। যদি কেহ বীরসিংহকে জীবন্ত অবস্থায় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের নিকট আনয়ন করিতে পারেন, তিনি যে পুরস্কার চাহিবেন, মহারাজ তাঁহাকে সেই পুরস্কারই প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

এক দিকে বীরসিংহের জন্য নবদ্বীপাধিপতির এইরূপ ব্যাকুলতা; অন্যদিকে ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া নবদ্বীপাধিপতির বিরুদ্ধে বীরসিংহের অস্ত্রধারণ! বিধির কি বিচিত্র বিধান! এক দিকে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য বীরসিংহ আপন অন্নদাতা প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন; অন্য দিকে তাঁহার প্রভু তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ঘোষণা-বাণী প্রচার করিতেছেন!

বীরসিংহ লৌহ-বর্ম্ম পরিধান করিতেছেন; লৌহ-বর্ম্মের ঝঞ্ঝনায় তাঁহার কর্ণকুহরে যেন মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের ঘোষণা-বাণী ধ্বনিত হইতেছে। বীরসিংহের মস্তকে শোভা শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের করুণার স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। কটিদেশে কটিবন্ধে শাণিত খড়্গ দোদুল্যমান হইতেছে; বীরসিংহ মনে মনে কহিতেছেন,—"রে অসি! এখনও আমার মস্তকচ্ছেদ করিতে পরিলি না!" যতই অঙ্গে অঙ্গে যোদ্ধবেশ বিন্যস্ত হইতেছে, ততই দারুণ আত্ম-গ্লানি-বিষে দেহ জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার একবার মনে হইতেছে,—"আমি কি নরাধম! আমি আমার পিতার বিরুদ্ধে—আমি আমার অন্নদাতা প্রভুর বিরুদ্ধে—অস্ত্রধারণ করিতে চলিয়াছি! ধিক—ধিক—শত ধিক আমাকে!"

মনে মনে কহিতেছেন,—"না—আমি পারিব না! এ কার্য্য কখনই আমার দ্বারা হইবে না!"

কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? বীরসিংহকে বীরসাজে সজ্জিত করিবার সময় শোভা যতই তাঁহার চঞ্চলতা উপলব্ধি করিতেছেন, ততই উৎসাহ-দানে কহিতেছেন,—"মনে রাখিবেন, আপনি ক্ষত্রিয়-সন্তান! মনে রাখিবেন—আপনি কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। মনে রাখিবেন—ক্ষত্রিয়-সন্তান কখনই আপন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে লিপ্ত হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনার ন্যায় সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-সন্তান প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে লিপ্ত হইয়া কখনই নরকের পথ প্রশস্ত করিবেন না।"

শোভার উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্যে বীরসিংহের চিন্তাস্রোত অন্য পথ গ্রহণ করিতেছে! বীরসিংহ পরক্ষণেই আপন মনে কহিতেছেন,—"শোভা! সত্যই বলিয়াছ! প্রতিজ্ঞা-রক্ষার অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-সন্তানের পক্ষে মহত্তর সামগ্রী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ জন পিতৃপুরুষগণকে পর্য্যন্ত নিরয়গামী করিয়া থাকে। আমার পিতার—আমার প্রভুর ইহলৌকিক মঙ্গল-সাধন করিতে গিয়া আমি কি তাঁহাদিগকে নিরয়গামী করিব? না—কখনই না! ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি; যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণপণে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব। এখন ইহাই আমার ধর্ম্ম।"

বীরসিংহ প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আমাকে আর অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রাণপাত করিয়াও আপনাদের উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিব।"

বীরসিংহের উত্তর শুনিয়া শোভা পুনরপি কহিলেন,—

"বড় ভীষণ পরীক্ষা! এক দিকে আপনার প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা, আপনার অন্নদাতা প্রভু; অন্য দিকে কঠোর প্রতিজ্ঞা-পালন! অতি-বড় দৃঢ়-চিত্তও এ সমস্যার সমাধানে বিচলিত হয়। কিন্তু বিধাতা আজ আপনাকে কঠোর পরীক্ষা-পারাবারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যদি ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, সংসারের সকল মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়া, আসুন,—প্রতিজ্ঞা পালন করুন! প্রতিজ্ঞা-পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম!"

বীরসিংহ গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিলেন,—"রাজকুমারি! আমায় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রতিজ্ঞা-পালনে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না।"

বীরসাজে সজ্জিত হইয়া বীরসিংহ শোভার উপদেশ অনুসারে নগরের পশ্চিমপ্রান্তাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা জয়সিংহের পুরীরক্ষক একদল সৈন্য তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। শোভা অলক্ষ্যে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

* * *

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—(÷)—

পলায়নে।

রাজা জয়সিংহ মিথিলা পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। যাহাদের সাহায্যে তিনি নগরের পশ্চিম প্রান্তের পথ পরিষ্কার করিয়া পলায়ন করিবেন—স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদেরই কয়েক জন সৈন্য শোভার কৌশলে বীরসিংহের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। রাজা জয়সিংহ সে সংবাদ আদৌ অবগত ছিলেন না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। নৈশ অন্ধকারের ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গে পুরবাসীদিগের হৃদয় দারুণ আতঙ্কে আতঙ্কিত। রাত্রি প্রভাত হইলেই লক্ষ্মণ-সেনের সৈন্যগণ রাজপুরী অধিকার করিবে। রাত্রিতে নগরাধিকার আয়াস-সাধ্য ব্যাপার বলিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন রাত্রিতে সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন নাই।

বীরসিংহ যে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, পথ-পরিষ্কার জন্য সেই দল প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা জয়সিংহ সর্ব্ব-পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন।

যে অল্পসংখ্যক সৈন্য নগরের পশ্চিম পার্শ্ব অবরোধ করিয়া ছিল, বীরসিংহের অস্ত্র-চালনায় তাহারা হটিয়া দাঁড়াইল। বীর-সিংহ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে রাজা জয়সিংহ সপরিবারে নগর-সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। রাজা জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন,—এই সংবাদ যখন মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের নিকট উপস্থিত হইল, সেনাপতি সংগ্রামসিংহকে তিনি তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে বলিলেন। সেই সময়ে বীরসিংহকে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। অনুসরণকারী সৈন্যগণ পাছে রাজা জয়সিংহকে আক্রমণ করে,—এই আশঙ্কায় তাঁহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

বীরসিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন,—তাঁহার পিতা সংগ্রামসিংহ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি যদি পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করেন, তাহা হইলে রাজা জয়-সিংহের তখনই বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি জয়সিংহের

পলায়নের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন। সুতরাং পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইতেছে বলিয়াও তিনি কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। বীরসিংহ আপন পিতা সংগ্রামসিংহকে চিনিতে পারিলেও, সংগ্রামসিংহ পুত্র বীরসিংহকে চিনিতে পারিলেন না। একে রাত্রির নৈশ-অন্ধকার; তায় পুত্র জীবিত, কি মৃত, কি বন্দিভাবে অবস্থিত,—তাহাও তিনি অবগত নহেন। তাঁহার পুত্র বীরসিংহ বিপক্ষ-পক্ষে অস্ত্র-ধারণ করিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই।

বীরসিংহ যদিও পিতাকে রাজা জয়সিংহের পশ্চাদ্ধাবনে বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন। পুত্র হইয়া কেমন করিয়া পিতার অঙ্গে অস্ত্র-ক্ষেপ করিবেন,—এই সঙ্কোচ-বশেই, সুযোগ পাইয়াও, তিনি পুনঃপুনঃ অস্ত্র-চালনায় নিরস্ত রহিলেন। আত্মরক্ষার চেষ্টা আর জয়সিংহের অনুসরণে বাধা-প্রদান,—এই দুই লক্ষ্য লইয়াই বীরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সংগ্রামসিংহ পুত্র বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার বধসাধনে কেবলই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল; অনেক ক্ষণ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। পরিশেষে সংগ্রামসিংহের অস্ত্রাঘাতে বীর-সিংহের বক্ষ বিদ্ধ হইল। বীরসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্ষত-স্থানের রক্তস্রাবে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। যে পুত্রের অনু-সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া সংগ্রামসিংহ মিথিলায় প্রবেশ করিয়া-

ছিলেন, তিনিই স্বহস্তে শাণিত খড়্গে সেই পুত্রের বক্ষঃস্থল যে বিদ্ধ করিলেন, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। জয়-সিংহের একজন যোদ্ধা মাত্র তাঁহার অস্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইল, এই মনে করিয়া তিনি আর সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়ছেন, এই অনুশোচনাই তখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আর কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া পলায়মান জয়সিংহের অনুসরণে সৈন্যদল পরিচালনা করিলেন।

কিন্তু সে অনুসরণে কোনও ফল হইল না। সংগ্রামসিংহের সৈন্যদল অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই জয়সিংহ নিরাপদ-স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে কাশীনরেশের সৈন্যদল তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। সে ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে বুঝিয়া সংগ্রামসিংহ মিথিলার অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। মিথিলায় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। নগরের সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

কিন্তু বীরসিংহকে তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। ঘোষণার পর ঘোষণা প্রচার হইল; কেহই বীরসিংহের সন্ধান দিতে পারিল না। যদি কেহ বীরসিংহের সন্ধান দিতে পারেন, তিনি আশাতীত পুরস্কার পাইবেন,—রাজ-ঘোষণায় পুনঃপুনঃ সেই বাণী বিঘোষিত হইতে লাগিল।

* * *

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শোকে।

মিথিলায় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইলে, বন্দিগণ মুক্তি লাভ করিলেন। শ্রীধর মিশ্রের আত্মীয়-স্বজন স্ব-ভবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মিথিলাস্থিত প্রতিনিধি এবং তাঁহার সহচরগণ স্বদেশ-গমনের আদেশ পাইলেন। অন্যান্য বন্দিগণকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মুক্তি পাইয়া, সকলেই আনন্দে গৃহ-প্রত্যাগমনে সম্মত হইলেন, সকলেই মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী দেশে ফিরিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—"রাজা লক্ষ্মণ-সেন আমাদের প্রাণবধ করুন। মরণই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।"

রাজকর্ম্মচারিগণ সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে নানারূপ প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইলেন; তাঁহাদের মনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কোনও কথাই বলিতে চাহিলেম না; কেবল কহিলেন,—"রাজা আমাদিগকে বধ করুন।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সেই কাতরোক্তি ক্রমে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের কর্ণে উপনীত হইল। মহারাজ তাঁহাদিগকে নিকটে আনাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা পাইলেন। ব্রাহ্মণী কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ এক

একবার এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক এক বার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মহারাজ! আমাদের নয়নমণি যেখানে গিয়াছে, আমরা সেখানে যাইতে চাই। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তাহাকে না পাইলে আমরা গৃহে ফিরিব না।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ক্রমশঃ সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন, সকল কথাই জানিতে পারিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর নিবাস —তাঁহারই রাজ্যান্তর্ভুক্ত রাঢ়দেশে—কেন্দুবিল্ব গ্রামে। ব্রাহ্মণের নাম—ভোজদেব; ব্রাহ্মণীর নাম—বামাদেবী।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বৃদ্ধ বয়সে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। বৃদ্ধ-বয়সের স্নেহের সন্তান—সেই পুত্রটীকে তাঁহারা কখনও নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে তাঁহারা চ'খে চ'খে রাখিয়াছিলেন। নবম বর্ষ বয়সে পুত্রের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর দণ্ডীগৃহে অবস্থান-কালে তাঁহারা হঠাৎ একদিন বালককে দেখিতে পান না। পতিপত্নী উভয়ে নিদ্রিত ছিলেন। পার্শ্বে স্বতন্ত্র তৃণ-শয্যায় ব্রহ্মচারী বালক শুইয়া ছিল। নিদ্রা-ভঙ্গে উভয়ে জাগিয়া দেখিলেন,—বালক শয্যায় নাই।

উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, নয় বৎসর কাল, রাত্রিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্তানকে মধ্যস্থলে রাখিয়া দুই পার্শ্বে দুই জন শুইয়া থাকিতেন। দিবসেও কোনও দিন সন্তানকে তাঁহারা আপনাদের কাছছাড়া করিতেন না। উপনয়নের পর সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে স্বতন্ত্র শয্যার বন্দোবস্ত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য সর্ব্বদাই সন্তানের মুখের প্রতি ন্যস্ত ছিল।

সে দিন কালরাত্রি আসিয়াছিল। কালনিদ্রায় তাঁহাদিগকে

অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহারা নিদ্রাঘোরে অচেতন ছিলেন; নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিলেন,—সন্তান শয্যায় নাই। সে কোথায় গেল? সেই দিন হইতেই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—সে কোথায় গেল? পেটে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; পাগলের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু কোথাও পুত্রের সন্ধান পাইতেছেন না।

ব্রহ্মচারী-বেশে সে যে কোন্ দেশে কোথায় গেল, কিছুই অনুসন্ধান হইল না। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'তোমরা বলিতে পার কি, আমাদের পুত্র কোথায় গেল?' কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে পারে নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা মিথিলায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ৺কাশীধামে পুত্রের একবার শেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, মনস্থ ছিল। সেখানে যদি তাহাকে না পাইতেন, পতিতপাবনী জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার শান্তি করিতেন। কিন্তু রাজা জয়সিংহ সে পথে অন্তরায় হন। কাশীধামে উপস্থিত হইবার আশা এখন সুদূর-পরাহত। কাজেই তাঁহারা আর জীবন রাখিতে চাহেন না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাতরোক্তিতে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন তাঁহাদের ঐরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের পুত্রের যে রূপ-গুণের পরিচয় পাইলেন, তাহাতে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের মনে এক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেইরূপ রূপগুণসম্পন্ন এক ব্রহ্মচারী বালককে তিনি যেন দেখিয়াছেন, তিনি যেন তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন,—সেই কথাই তাঁহার মনে হইল। কিন্তু সে বালক তো

কাশীধামে নাই! সুতরাং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ৺কাশীধামে গমন জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলেও মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সে অবস্থায় সে ব্যবস্থা কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—"আপনারা এক্ষণে নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হউন। আমি আপনাদের পুত্রের সন্ধান করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলাম। এ অবস্থায় কাশীধামে যাত্রা করা সম্ভব-পর নহে। এখন কাশীর পথ বড়ই সঙ্কট-সমাকুল। কাশী-নরেশের সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে মিথিলায় রাখার বন্দোবস্ত হইল। এ দিকে মিথিলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কাশী অভিমুখে সৈন্য-চালনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন, ইহাই স্থির হইল।

* * *

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নে।

"দয়াল ঠাকুর! চরণে কি অপরাধ করিয়াছি? কেন আমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে? আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া, তোমার চরণে শরণ লইয়াছিলাম! অনাথের নাথ! কাঙ্গালের ঠাকুর! আমায় কেন বঞ্চিত করিলে?"

বালকের বক্ষঃস্থল দরদর অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে! বালক দিবারাত্রি কাঁদিতেছে, আর ডাকিতেছে,—"কাঙ্গালের ঠাকুর! কোন্ অপরাধে আমায় পায়ে ঠেলিলে? তোমার চরণে আশ্রয় পাইব বলিয়াই তো সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম! কেন তুমি বিরূপ হইলে! শুনিয়াছি—নিষ্কাম-ভাবে ডাকিলে তুমি কখনই অবহেলা করিতে পার না। কিন্তু নাথ! --আমার তো কোনও কামনা নাই! তবে আমায় কেন এ ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে নিক্ষেপ করিলে?"

গভীর নিশীথ। চারিদিক নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ দূরান্তে ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে। ক্বচিৎ পেচকের কর্কশ স্বরে এক এক বার প্রকৃতির গম্ভীরতা ভঙ্গ হইতেছে। ক্বচিৎ অপরিচিত জনের পদশব্দে অথবা নিশাচর জন্তুর গতিবিধিতে সারমেয়কুল চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এ ভিন্ন, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। কেবল একাকী কারাগারের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া, বালক আপন মনে ডাকিতেছে,—"কোথা অনাথের নাথ! কোথা কাঙ্গালের আশ্রয়! একবার দেখা দাও! এ বন্ধন-যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না—প্রভু!"

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। রাজ-কর্ম্মচারীরা যথাকালে অন্নজল প্রদান করিয়া গেল। কিন্তু বালক কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোনদিকেই দৃকপাত নাই। বালক অনন্যমনে কেবলই জগ-বন্ধুকে ডাকিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবস রাত্রিকালে বালকের অবসন্ন দেহ তন্দ্রাঘোরে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। তখন কে যেন আসিয়া বালকের

মস্তকে আপনার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। বালক তন্দ্রাঘোরে ডাকিল,—"ঠাকুর! এলে তুমি! যদি এসেছে, আর বঞ্চনা ক'রো না; চরণে স্থান দাও।" সে যেন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—কারাকক্ষ দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, দিব্য-গন্ধে আমোদিত হইয়াছে, আর তাহার দয়াল ঠাকুর যেন দিব্য-কণ্ঠে অভয় দিয়া কহিতেছেন,—"বাছা! আমার কথা শোন। তোমার শান্তির জন্যই, তোমায় আশ্রয়-দান করিবার অভি-প্রায়েই, আমি ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছি। আমার কথা শোন; অবহেলা করিও না।"

বালক চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর! আমি আপনার কোন্ কথায় অবহেলা করিয়াছি? আপনার চরণ-সেবা করিবার জন্যই তো আমি এই নবীন বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া পুরুষোত্তমে আসিয়াছি!"

ঠাকুর সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—"সব সত্য; কিন্তু তুমি পদ্মাবতীকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? কেন আমার আদেশ উপেক্ষা করিতেছ?"

অধিকতর বিস্ময়-সহকারে বালক উত্তর দিল,—"কৈ—আপনি আমায় কবে সে আদেশ করিলেন প্রভু! ঠাকুর!—আমি যে ব্রহ্মচারী! পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আমায় কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে আদেশ করেন?"

ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন,—"ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ভার আপন হাতে কেন গ্রহণ করিতেছ? যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ, তাঁহারই উপর সে বিচারের ভার অর্পণ কর না কেন?"

বালক লজ্জিত হইয়া কহিল,—"ঠাকুর! অপরাধ মার্জ্জনা

করিবেন। কিন্তু আপনিই বা আমার প্রতি কবে সে আদেশ করিলেন?”

ঠাকুর।—“কেন?—রাজা আনন্দদেব তো তোমায় কত বুঝাইয়াছেন, কত অনুরোধ করিয়াছেন!”

বালক।—“তিনি বলিয়াছেন বটে; কিন্তু আপনি—”

ঠাকুর।—“আনন্দদেব আমার পরম ভক্ত। ভক্তে আর আমাতে কি কিছু প্রভেদ আছে? তুমি বালক; তাই বিভ্রম-গ্রস্ত হইয়া সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পার নাই।”

বালকের যেন নূতন জ্ঞান সঞ্চার হইল। বালক বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিল,—“ঠাকুর! অপরাধ হইয়াছে; মার্জ্জনা করুন। এখন, আমায় কি করিতে হইবে, বলুন।”

ঠাকুর।—“রাজা আনন্দদেব যাহা আদেশ করেন, তাহা শোন; যাও—পদ্মাবতীকে বিবাহ কর। পদ্মাবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তুমি নারায়ণের অংশ।”

চকিতে দেবতা চলিয়া গেলেন; চকিতে বালকের তন্দ্রাভঙ্গ হইল।

“কৈ—কৈ—কোথা গেলে ঠাকুর! অভাগাকে চরণে স্থান দিলে কৈ?”—বালক উচ্চ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল।

সংবাদ পাইয়া, প্রভাতে রাজা আনন্দদেব সেই কারাগৃহে বালক ব্রহ্মচারীর নিকট আগমন করিলেন।

বালক তখনও কাঁদিতেছে,—“কৈ—কৈ—কোথা প্রভু! কোথা ফেলে গেলে! তোমার আগমনে আমার এ কারাগার যে বৈকুণ্ঠ-পুরী হইয়াছিল! তুমি অন্তর্দ্ধান হওয়ায় আবার যে

কারাগার সেই কারাগার হইল! প্রভু!—প্রভু!—ফিরে চাও। দয়াল ঠাকুর!—দয়া কর।”

রাজা আনন্দদেব সান্ত্বনা-দান করিয়া কহিলেন,—“বৎস! কেঁদ-না—কেঁদ-না। দয়াল ঠাকুর অবশ্যই দয়া কর্‌বেন।”

ব্রহ্মচারী।—“রাজা! রাজা! কৈ ঠাকুর—কোথায় গেলেন।”

রাজা।—“ঠাকুর আবার দেখা দেবেন। শোন,—আমার কথা শোন!”

ব্রহ্মচারী।—“কি কথা!”

রাজা —“ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন,—পদ্মাবতীকে বিবাহ কর; তাঁহার কথা শোন, সংসারী হও; তিনি আপনিই আসিয়া তোমায় কোল দেবেন!”

বালক-ব্রহ্মচারী এবার আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। রাজার মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া উত্তর দিল,—“ঠাকুরের আদেশ!—আপনার আদেশ! ভাল, তাই হোক। আমি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।”

রাজা আনন্দদেব দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পদ্মাবতীর পরিচয় প্রাপ্তির পরই তিনি ঐ বালক-ব্রহ্মচারীর সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মচারী তাঁহার সে কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে। সেই জন্য রাজা আনন্দদেব, ব্রহ্মচারীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, প্রতিদিন বালকের নিকট পদ্মাবতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইত, প্রতিদিন বালককে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইত। কিন্তু বালক এ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা রক্ষা করে নাই। আজ সে

আপনা-আপনিই তদ্বিষয়ে সম্মতি-জ্ঞাপন করিল। ইহাতে আনন্দদেবের আনন্দের আর অবধি রহিল না।

রাজা আনন্দদেব কহিলেন,—"ব্রহ্মচারি! আজ হইতে তুমি আর ব্রহ্মচারী নহ। আজ হইতে তোমার 'জয়দেব' নামই প্রচারিত হউক।"

'জয়দেব' নাম শুনিয়া বালক-ব্রহ্মচারী চমকিয়া উঠিল। 'রাজা আনন্দদেব কেমন করিয়া তাহার পূর্ব্ব-নাম জানিতে পারিলেন! সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সে তো কখনই সে পরিচয় দেয় নাই! তাহার শৈশবের সে নাম জানার আনন্দদেবের তো কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না!'

বালক-ব্রহ্মচারীর মুখভঙ্গী দেখিয়া, রাজা আনন্দদেব তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন! বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"ব্রহ্মচারি! তোমার সকল সংবাদই আমি অবগত হইয়াছি। পদ্মাবতীরও কুলশীল সমস্ত অবগত আছি। তোমার সহিত পদ্মাবতীর পরিণয়ে কুল-মান সকলই রক্ষা হইবে। বংশ-পরিচয় না পাইলে, আমি তোমাদের পরিণয়-সম্বন্ধে কখনই প্রস্তাব করিতাম না। তোমার পিতামাতার পর্য্যন্ত আমি সন্ধান লইয়াছিলাম। কিন্তু তোমার শোকে তাঁহারা দেশ-ত্যাগী হইয়াছেন। যাহা হউক, শুভবিবাহ সম্পন্ন হউক; আমি তাঁহাদিগের সহিতও তোমার সাক্ষাৎকার ঘটাইব।"

ব্রহ্মচারী বলিতে গেল,—"আমি যে সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী!"

রাজা আনন্দদেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"আবার সেই কথা! তুমি কি মনে কর—কেবল সংসারত্যাগ করিলেই

ব্রহ্মচর্য্য হয়? দুর্ল্লভ নরদেহ প্রাপ্ত হইলে, জান না কি—জীবের কত কর্ত্তব্য পালন আবশ্যক হয়। একটা কর্ত্তব্যের উল্লেখ করি। তোমার পিতামাতা কত কষ্টে তোমায় লালন-পালন করিয়াছেন! তোমায় হারাইয়া তাঁহারা এখন পাগলের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মানুষ পুত্র-সন্তানের কামনা করে কি জন্য? তাঁহাদের প্রতি তোমার কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? পিতামাতার সেবা কি ব্রহ্মচর্য্য নয়? তাই বলি, তুমি পদ্মাবতীকে বিবাহ কর, সংসারী হও, পিতামাতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাক। এখন, ইহাই তোমার ব্রহ্মচর্য্য—ইহাই তোমার সন্ন্যাস।"

রাজা আনন্দদেবের বাক্যে ব্রহ্মচারীর যেন চমক ভাঙ্গিল।

"রাজা আনন্দদেব তো সত্যই বলিয়াছেন! তাই তো—আমি এ কি করিতেছি!"

ব্রহ্মচারীর মনে বড়ই অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

"আমি যে আমার পিতামাতার নয়ন-মণি ছিলাম! আমাকে হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহারা হয় তো অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অথবা, হয় তো তাঁহারা ইহজীবনই পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহো!—আমি কি পাষণ্ড! যে জন পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, নরকেও যে তার স্থান নাই! হায়-হায়!—আমি কি করিয়াছি! আমার ব্রহ্মচর্য্য পণ্ড হইয়াছে!"

ব্রহ্মচারী বালককে নতমুখে চিন্তাক্লিষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, রাজা আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়দেব! তুমি কি ভাবিতেছ!"

ব্রহ্মচারী।—"রাজন! আমার উপায় কি হবে? আমার

ন্যায় পাষণ্ড সংসারে যে আর দ্বিতীয় নাই! যে জন আপনার পিতামাতাকে—"

রাজা আনন্দদেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"জয়দেব! বৃথা অনুশোচনায় কি ফল আছে? তুমি আমার কথা শোন:—গৃহী হও; তোমার পিতামাতার সেবায় যাহাতে সুবিধা পাও, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। এখনও তোমার সে কর্ত্তব্য-পালনের দিন আছে।"

এই বলিয়া, রাজা আনন্দদেব সস্নেহে বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। সস্নেহে তাহাকে কারাগার হইতে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তার পর যথা সময়ে তাহার সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দিলেন। সেই হইতে বালক ব্রহ্মচারী 'জয়দেব' নামে পরিচিত হইলেন। রাজানুগ্রহে নবদম্পতির গ্রাসাচ্ছাদনের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত হইল।

***

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।

শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে জগবন্ধুর সমক্ষে জয়দেব ও পদ্মাবতীর শুভমিলন হইল।

দুই বিন্দু জল দুই দিকে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল। বিধাতার অনুগ্রহে তাহাদের মিলন সংঘটিত হইল।

এখন, দুই বিন্দু জলে একটী ক্ষীণ বারিধারার সঞ্চার হইয়াছে। সে ধারা এখন সাগর-সঙ্গমে ধাবমান।

জয়দেব ও পদ্মাবতীর শুভ পরিণয়ের পর তাঁহারা গৃহী হইলেন। গৃহী হইয়া, গৃহীর কর্ম্ম—দেবসেবা, অতিথি-সৎকার, দয়াধর্ম্মানুষ্ঠান, ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পিতামাতার সেবার জন্য জয়দেব এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেও,সে শুভ-মিলনে কিন্তু আরও কিছুকাল অন্তরায় ঘটিল। রাজা আনন্দদেবের সাধ ছিল, জয়দেবের পিতামাতার সন্ধান লইয়া সস্ত্রীক জয়দেবকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ঘটনা-চক্রে তখন তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মিথিলার সহিত নবদ্বীপাধিপতির যুদ্ধের জন্য নবদ্বীপের পথে জন-সাধারণের গতিবিধি প্রায়ই তখন বন্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ কতকগুলি যাত্রী নবদ্বীপে গিয়া নজরবন্দী হইয়া আছে—জানিতে পারিয়াও, তিনি জয়দেবকে ও পদ্মাবতীকে সে সময় পাঠাইতে সাহস করিলেন না। জয়দেবকে দেশে পাঠাইতে বিলম্ব করায়—আরও একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। রাজা আনন্দদেব, জয়দেবের মধুর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিয়া বিভোর হইয়াছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"জয়দেব চলিয়া গেলে, আমার এ বিভোরতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ বিভোরতা ভাঙ্গিলে, আমি আর কয় দিন বাঁচিব?"

জয়দেব সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইল—প্রতিদিন সঙ্গীত রচনা করিয়া জগন্নাথকে শুনাইয়া আসা। পদ্মাবতী পতি ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না; পতিসেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইল।

গৃহী হইয়া পুরুষোত্তমে বাস করিবার সময় শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-

গ্রন্থ রচিত হয়। জগন্নাথের মন্দিরে জগন্নাথকে শুনাইতে জয়দেব যে সকল গান গাহিতেন, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থে তাহাই সংগ্রথিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থের রচনা—সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। ভক্ত বলেন—'স্বয়ং ভগবান এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।' আবার ভগবান বলেন,—'ভক্ত যে, আমিও সে; ভক্তের রচনাই আমার রচনা।'

আপন মনে গাহিতে গাহিতে জয়দেব সঙ্গীত রচনা করিতেন। সন্ধ্যার সময় সেই সঙ্গীত জগবন্ধুকে শুনাইয়া আসিতেন। আজ প্রভাতে জয়দেব আপন মনে গাহিতেছেন ও লিখিতেছেন,—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরম্।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্, দেহি মুখকমলমধুপানম্॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী, দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনম্, যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনম্, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী, তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্, ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্।
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে, ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥
স্থলকমলগঞ্জনং, মম হৃদয়রঞ্জনম্, জনিতরতিরঙ্গপরাগম্।

ভণ মস্থণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্, সরসলসদলক্তরাগম্ ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ ——————"

লিখিতে লিখিতে বাধা পড়িল। "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই হাত যেন কাঁপিয়া আসিল। ইহার পর আর যাহা লিখিবেন ভাবিলেন, তাহা আর লিখিতে পারিলেন না। ভাবিলেন,—"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্" পদটিকে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পদ দ্বারা পূরণ করিবেন। কিন্তু লিখিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—"কেমন করিয়া এ কথা লিখি! শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে শ্রীরাধা পা রাখিবেন! না—না, এমন কথা কখনও লিখিতে পারি না!" আর লেখা হইল না! লেখা বন্ধ রাখিয়া, জয়দেব স্নানার্থ সমুদ্রাভিমুখে রওনা হইলেন। মন বিষম উদ্বেগপূর্ণ। সঙ্গীতের পাদপূরণে কি বাক্য বিন্যস্ত করিবেন,—চিত্ত সেই চিন্তায় নিমগ্ন।

চিন্তাকুল-চিত্তে জয়দেব স্নানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় পদ্মাবতীকে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অন্যান্য দিন তিনি যখন সঙ্গীত-রচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, পদ্মাবতী কত করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে স্নানার্থ পাঠাইয়া দিতেন। আজ এরূপ হইল কেন? পদ্মাবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মাবতীর কেবলই মনে হইতে লাগিল,—"তবে কি আজ আমি তাঁহার সেবায় কোনরূপ ত্রুটি করিয়াছি? তবে কি তিনি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? আমার কি অপরাধ হইল? তিনি আমায় না বলিয়া কেন চলিয়া গেলেন?"

শয্যাত্যাগ হইতে সেই বেলা পর্য্যন্ত আপনার পতি-দেবতার সেবার পক্ষে কি কি ত্রুটি হইয়াছে, পদ্মাবতী স্মরণ করিতে

লাগিল। কিন্তু কোনও ত্রুটির কথাই তো তাহার মনে হইল না! তথাপি পদ্মাবতী মনে মনে ডাকিল,—“হে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা! যদি আমার দৈনন্দিন কর্ম্মে আপনার সেবার কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে, আমায় এবার ক্ষমা করিবেন। আমায় শিখাইয়া দিবেন,—আমি আর কখনই সেরূপ ত্রুটি করিব না!” মনে মনে এই বলিয়া পতির শ্রীচরণ-উদ্দেশে পদ্মাবতী প্রণতি জানাইল।

পরিশেষে পতির পাদপ্রক্ষালন জন্য পদ্মাবতী জল তুলিয়া রাখিল; তাঁহার আহারের জন্য ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিল। দেবতার ভোগ প্রস্তুত-পক্ষে যেরূপ নিষ্ঠা ও যেরূপ আচার প্রয়োজন, তৎপক্ষে পদ্মাবতী কোনই ত্রুটি করিল না। ভোগ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, পদ্মাবতী উদ্বিগ্ন-চিত্তে পথপানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চহিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—“আমার পতিরূপে মূর্ত্তিমান—এস হরি!—এস প্রভু!—এস ভগবান! এস—আমার পূজা গ্রহণ কর!”

* * *

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রহেলিকা।

পদ্মাবতী তন্ময়চিত্তে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। দেখিতেছেন,—তিনিই নারায়ণ, তিনিই বৈকুণ্ঠনাথ, তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,—আবার তিনিই তাঁহার পতিরূপে মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ দেবতা। দেখিতেছেন, আর গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা

জানাইতেছেন,—"দেব! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর। অভাগিনী জপ-তপ-পূজাবিধি কিছুই জানে না। জানে কেবল তোমার চরণ-মাত্র। তাও, সঙ্কোচ-বশে কত সময় সে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে অসমর্থ হয়। হে দীনতারণ! হে নারায়ণ! এস—দাসীর পূজা গ্রহণ কর।"

ধ্যানস্তিমিতনেত্রে পদ্মাবতী পতির চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেই পদ্মাবতীর কর্ণকুহরে কি যেন এক মধুর স্বরে প্রতিধ্বনিত হইল,—"পদ্মাবতি! তুমি পূজায় বসিয়াছিলে?"

চক্ষুরুন্মীলন করিতেই—একি—পদ্মাবতী এ কি দেখিলেন?—একি পদ্মাবতী এ কি শুনিলেন? পদ্মাবতী দেখিলেন—সম্মুখে তাঁহার পতিদেবতা দণ্ডায়মান, আর পুষ্পাঞ্জলি তাঁহারই চরণ-তলে বিন্যস্ত; আর্দ্রবস্ত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"পদ্মাবতি! তুমি পূজায় বসিয়াছিলে?"

পদ্মাবতী চমকিয়া উঠিলেন; সঙ্কোচবশে বস্ত্রাঞ্চলে মস্তক আবৃত করিলেম; শশব্যস্তে পদ-প্রক্ষালনের জল লইয়া আসিলেন; ধীরে ধীরে পতিদেবতার পা'দুখানি ধুইয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন। পদ্মাবতীর মনে হইল,—যেন কত ক্ষণ হইতে তিনি চক্ষু মুদিয়া ছিলেন, যেন কত ক্ষণ হইতেই তাঁহার পতি-দেবতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন। পদ্মাবতীর দারুণ অনুশোচনা হইল। তাঁহার আরাধ্য দেবতা আর্দ্রবস্ত্রে আসিয়া এত ক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন, আর তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই,—ইহাতে তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না।

পদ্মাবতীর এবংবিধ অনুশোচনার ভাব বুঝিতে পারিয়া,

তাঁহার পতিদেবতা সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—"পদ্মাবতী! আমি তো বড় বেশীক্ষণ আসি নাই। তুমি অত ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন? আমি তো আসিয়াই তোমায় ডাকিয়াছি!"

পদ্মাবতী মনে মনে কহিলেন,—"অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের ভাব আপনি সকলই অবগত আছেন। দাসী জ্ঞাতসারে কখনও আপনাকে অবহেলা করে নাই!" ভাবিতে ভাবিতে পদ্মাবতীর একটু আনন্দ হইল; পদ্মাবতী পুনরপি মনে মনে কহিলেন,—"দাসী আপনারই উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিল; আপনিই আসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা দাসীর অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?"

পদ্মাবতীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া জয়দেব কহিলেন,—"পদ্মাবতী! আজ এখনই আমি রাজবাড়ী যাইব। আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে।"

এ কথার মর্ম্ম পদ্মাবতী কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পদ্মাবতী কহিলেন,—"অন্যান্য দিন যেমন সময় রাজ-বাটীতে যান, আজ তাহার পূর্ব্বে যাইবেন কেন?"

জয়দেব।—"আজ আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আজ যে সঙ্গীত রচনা করিতেছিলাম, প্রাতঃকালে তাহার পাদ-পূরণ করিতে পারি নাই। স্নানে গিয়া সেই সঙ্গীতের পাদ-পূরণ করিয়াছি। সঙ্গীতটী এতই মধুর লাগিতেছে যে, রাজা আনন্দদেবকে তাহা না শুনাইতে পারিলে আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।"

এই বলিয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, জয়দেব প্রথমেই পুঁথিখানির নিকট গমন করিলেন। পুঁথিখানি খুলিয়া প্রথমেই সঙ্গীতের পাদপূরণ পংক্তি লিখিয়া রাখিলেন। স্নানের পূর্ব্বে

লিখিয়া গিয়াছিলেন,—"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্।" এখন সেই পংক্তি পূরণ করিয়া লিখিলেন,—"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্, দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

পুঁথিতে উক্ত পাদপূরক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়া জয়দেব ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার জন্য ভোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পদ্মাবতী সেই ভোগ তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন; গললগ্নীকৃতবাসে দেবতার উদ্দেশে সেই ভোগ অর্পণ করিয়া পদ্মাবতী মনে মনে কহিলেন,—"দেব! তোমারই সামগ্রী তোমাকে অর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।"

আহারান্তে জয়দেব প্রতিদিন পত্নীর জন্য প্রসাদ রাখিয়া যাইতেন। আজিও পদ্মাবতীর জন্য প্রসাদ অবশিষ্ট রহিল। আহারান্তে মুখ-প্রক্ষালনাদি করিয়া জয়দেব রাজবাটীতে গমনোদ্দেশে প্রস্তুত হইলেন। পদ্মাবতীকে কহিলেন,—"পদ্মাবতী! এখন আমি তবে আসি!"

এই বলিয়া জয়দেব রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পদ্মাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়া চাহিয়া আপন পতিদেবতার পা-দুখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নেত্র নিমেষশূন্য হইয়া আসিল। পদ্মাবতী এ কি দেখিলেন। দেখিলেন—সে চরণ কি অপূর্ব্ব-শোভান্বিত! দেখিলেন—সে চরণে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন বিরাজিত! দেখিতে দেখিতে পদ্মাবতী মনে মনে কহিলেন,—"দেব! আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু—সাক্ষাৎ নারায়ণ! দাসী সৌভাগ্যবতী; তাই আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রসাদ-ভক্ষণে।

পতির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া পদ্মাবতী আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সহসা নেপথ্যে পতির প্রত্যাগমন-জনিত পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। আর আহারে বসা হইল না; তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া আসিলেন। উঠিয়া আসিতে সম্মুখেই দেখিলেন,—পতি আর্দ্রবস্ত্রে অন্দরে প্রবেশ করিতেছেন।

এ কি! পদ্মাবতীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি স্নান করিয়া আসেন; অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পদ্মাবতী পতির পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই পদ্মাবতী পতি-দেবতার সেবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহার পতিদেবতা আহারে বসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি সঙ্গীতের পাদপূরক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আহারাদি সমাপনান্তে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি সঙ্গীতটী শুনাইবার জন্য রাজবাটীতে গমন করেন।

কিন্তু এ আবার কি? স্নানের বেশে এরূপভাবে আবার কেন তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন! পদ্মাবতী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! আবার কেন আর্দ্রবস্ত্রে দেখিতেছি?"

জয়দেব কহিলেন,—"আজ আমার স্নান করিয়া আসিতে বড়ই বিলম্ব হইয়াছে। সঙ্গীতের পাদপূরণ-চিন্তায় মন বিভোর থাকায় ইষ্টপূজায় পুনঃপুনঃ বিঘ্ন ঘটিতেছিল। মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া পূজায় বসিতে বড়ই বিলম্ব হয়। তাই স্নান করিয়া আসিতে এত বিলম্ব ঘটিল।"

পদ্মাবতী প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—"প্রভু! কেন এ ছলনা করিতেছেন? এই যে আপনি স্নান করিয়া আসিলেন! এই যে দাসী পদপ্রক্ষালন করিয়া দিল! এই যে আপনি দাসীর প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিলেন! এই যে আপনি দাসীর জন্য প্রসাদ রাখিয়া গেলেন! সঙ্গীতের পাদ-পূরণ করিয়া, আনন্দে গদগদ হইয়া, এই যে আপনি রাজাকে সঙ্গীতটী শুনাইতে গেলেন! তবে আবার এ কি বলিতেছেন! প্রভু! লীলাময়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাসী;—দেবতার লীলা কি বুঝিবে? আপনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া দাসীর ভ্রম অপনোদন করুন।"

পদ্মাবতীকে মৌন দেখিয়া জয়দেব পুনরপি কহিলেন,—"বড় বেলা হইয়াছে; তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই তো তোমাকে আমি আমার স্নান করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই জল-গ্রহণ করিতে বলি!"

পদ্মাবতী।—"আপনি কি বলিতেছেন, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আদ্র´বস্ত্রে আপনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়া গেলেন, পুনরায় সেই আদ্র´বস্ত্র আপনার পরিধানে কোথা হইতে আসিল? আপনাকে আর্দ্রবস্ত্রে আসিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

জয়দেব অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন,—"কেন? পুনঃপুনঃ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

পদ্মাবতী।—"ঠাকুর! আপনি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই তো স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন! পাদপূরক ছত্র লিখিয়া, আহারান্তে এই তো আপনি সঙ্গীতটী রাজাকে শুনাইতে গেলেন! সে বেশ কোন্ ইন্দ্রজাল-শক্তি-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইল, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না!"

জয়দেব ব্যাকুলভাবে উত্তর দিলেন,—"কি—কি বলিতেছ তুমি! আমি স্নান করিয়া আসিয়া, সঙ্গীতের পাদপূরক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়াছি! তুমি সত্য বলিতেছ?"

পদ্মাবতী।—"দাসী সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতে শিখে নাই।"

"দেখি—দেখি—আমি কেমন লিখিয়া গিয়াছি?"—উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে জয়দেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পুঁথিখানিকে টানিয়া বাহির করিলেন। পুঁথিখানিকে বাহির করিতেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

"এঁ্যা—এঁ্যা—সত্যই তো! এ তো আমারই হস্তাক্ষর! পদ্মাবতী! বল—বল—স্বরূপ বল! কে এ অক্ষর লিখিয়া গেল!" জয়দেব পুনঃপুনঃ একই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী বাষ্পগদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"দেব! আপনিই লিখিয়া গিয়াছেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনি যখন স্নান করিয়া ফিরিয়া আসেন, আসিয়াই বলেন,—'পদ্মাবতী! যাইবার সময় সঙ্গীতের পাদপূরণ চিন্তায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল, তাই তোমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়া যাইতে পারি নাই। কিন্তু

সঙ্গীতের পাদপূরক পংক্তি ধ্যানে বসিয়া আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।' এই বলিয়া আপনি আমার চক্ষের সমক্ষে ঐ পংক্তি লিখিয়া রাখেন।"

জয়দেব।—"আমি কি আহারে বসিয়াছিলাম?"

পদ্মাবতী।—"এই দেখুন—আমার জন্য আপনি প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন।"

পদ্মাবতীর বাক্যে এবং পাদপূরক পংক্তি প্রভৃতি দৃষ্টে জয়দেবের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বুঝিলেন,—'কোনও এক অলৌকিক শক্তির মহিমা ভিন্ন এ আর অন্য কিছুই নহে।' মনে মনে কহিলেন,—"এই অভাগাকে আর ভগবানকে পদ্মাবতী অভিন্ন-ভাবে ভজনা করে। জগবন্ধু তাই বুঝি আজ এই অভাগার বেশে আবির্ভূত হইয়া, পদ্মাবতীকে দেখা দিয়া গিয়াছেন! পদ্মাবতী! তুমি ধন্যা!—তুমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছ!"

জয়দেব কহিলেন,—"পদ্মাবতী! কৈ—সে ভুক্তাবশিষ্ট কৈ?"

পদ্মাবতী পতিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। জয়দেব ভক্তিগদগদ চিত্তে সেই প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন। প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিতেই তাঁহার উদর পূর্ণ হইল। সে যেন অমৃত। তেমন সুধাস্বাদ তিনি যেন জীবনে কখনও প্রাপ্ত হন নাই। জয়দেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"পদ্মাবতী! আমার সার্থক জন্ম যে, আমি তোমার ন্যায় পুণ্যবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ভগবান আজ তোমাকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়া এ দীনের পর্ণকুটির পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদ-কণিকা পাইয়া আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।"

পদ্মাবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"ঠাকুর! আমি আপনাকেই জানি। আপনাকেই দেখিয়াছি। আপনাকেই দেখিতেছি। আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য দেবতা নাই।"

ইহার পর জয়দেব সঙ্গীতের পাদপূরক পংক্তিটী লইয়া পুনঃ-পুনঃ মস্তকে ধারণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"প্রভু! যদি এসেছিলে, আমায় কেন দেখা দিলে না! পদ্মাবতী পুণ্যবতী; তাই কি সে দেখিতে পাইল! জানি-না, আমার পাপরাশি কত দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে?"

সেই হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দে "স্মরগরখণ্ডনং মম-শিরসিমণ্ডনম্" পংক্তির পর "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পংক্তি সংযুক্ত হইয়াছে। তৎপরে কবি লিখিয়াছেন,—

"জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো, হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারুমুরবৈরিণো, রাধিকামধিবচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবিভারতিভণিতমতিশাতম্॥"

* * *

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।
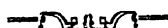
তন্ময়ত্ব।

সঙ্গীতের পাদপূরণ ব্যপদেশে জয়দেবের চিত্ত বড়ই আন্দোলিত হইয়া উঠিল। জয়দেব কেবলই ভাবেন, কেবলই ডাকেন,—"দয়াময়। যদি এসেছিলে, আমায় কেন দেখা দিলে না!"

ভাবেন, ডাকেন, আর অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়। এক একবার অনুশোচনা আসে। এক একবার হতাশ হইয়া পড়েন। এক একবার আশায় বুক বাঁধিয়া বলেন,—"তুমি পাপিত্রাতা! পাপী আমি;—আমার মুক্তির উপায় তুমি না বিধান করিলে, তোমার পাপিত্রাতা নামের সার্থকতা থাকিবে কেন? তাই ভরসা—তোমার চরণে অবশ্যই স্থান পাইব।" এক একবার উচ্চ-কণ্ঠে ডাকেন,—"দয়াময়! পতিত অধম আমি; আমায় আশ্রয় দেও।"

শয়নে আকুলি-ব্যাকুলি, স্বপনে আকুলি-ব্যাকুলি, সঙ্গীতে আকুলি-ব্যাকুলি,—জয়দেবের প্রাণ সদাই আকুলি-ব্যাকুলিপূর্ণ।

তিনি কখনও দেখিতেছেন,—'ঐ যেন ঠাকুর শ্যামসুন্দর-বেশে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া আসন-পরিগ্রহ করিতেছেন।' আবার কখনও দেখিতেছেন—'যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা না করিতে পারায় ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হইতেছেন।' অমনি অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

কখনও মনে করিতেছেন,—'তিনি রাধাশ্যামের যুগলরূপ দর্শন করিতেছিলেন। সহসা রাধার কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া শ্যাম কুঞ্জান্তরে চলিয়া গেলেন।' আর শ্রীমতী শ্রীরাধা ব্যাকুল অন্তরে সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'সখি! আমি চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্যাম আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন?'

এই চিত্র যেই মানস-পটে অঙ্কিত হইল, জয়দেব কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন,—"নাথ! আমি চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমায় দেখা না দিয়া চলিয়া গেলেন?" কখনও বা আপনিই রাধার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। গাহিতেছেন,—

'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্। ত্বদধর মধুরমধুনি পিবন্তম্।
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে॥"

'হে হরি! হে নাথ! তোমার রাধা অবসন্ন-ভাবে কুঞ্জগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই দিকেই দেখিতেছেন,—তুমি আসিয়া তাঁহার অধর-সুধা পান করিতেছ।"

গাহিতে গাহিতে কহিতেছেন,—

"অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি-
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশতব্যসক্তাপি
বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি॥"

'তিনি পুনঃপুনঃ অঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন। পত্রপতন-শব্দে চমকিয়া উঠিতেছেন। শ্যাম আসিতেছেন মনে করিয়া শয্যা-রচনা করিতেছেন; দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট আছেন। কিন্তু নাথ! এবম্বিধ বেশ-বিন্যাসে তোমার উপস্থিত-সম্ভাবনা-সিদ্ধান্তে শয্যারচনায় তোমার অনুধ্যানে থাকিয়াও শ্রীমতী তোমার বিহনে যামিনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না।'

কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন। কখনও অভিমান প্রকাশ করিতেছেন। তখন মনে হইতেছে,—'না—না হরি! আর তোমাকে ডাকিব না; আর তোমাকে চাহিব না।'

কিন্তু অধিকক্ষণ সে সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। আবার ডাকিতেছেন,—"দয়াময়! পাপী বলিয়া পরিত্যাগ করিও না। তুমি পাপি-ত্রাতা;—তাই আমি তোমার শরণাপন্ন

হইয়াছি। তুমি করুণার সাগর। আমি কি কণামাত্র করুণা লাভ করিতে পারিব না? দয়াময়! একবার ফিরিয়া চাও।"

দিবারাত্রি জয়দেবের আকুল আহ্বান। শয়নে-স্বপনে সদাই তাঁহার সেই ব্যাকুলতা। তিনি জাগিয়া ডাকেন,—"কোথায় হরি! কোথা দয়াময়!" তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন-ঘোরে ডাকেন,—"কোথায় হরি! কোথা দয়াময়!"

***

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পলায়নে।

জয়দেব আবার পিতামাতার কথা ভুলিয়া গেলেন। জয়দেব পুনরায় স্বদেশ-প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা বিস্মৃত হইলেন। এখন শ্রীহরির শ্রীচরণ ভিন্ন তাঁহার চিত্তে অন্য কোনও চিন্তাই স্থান-লাভ করিল না।

জয়দেবের যখন এই ভাব, রাজা জয়সিংহের চিত্ত তখন তাঁহার পিতামাতার চিন্তায় দারুণ আন্দোলিত। জয়দেবের পিতামাতাকে তিনি যে মিথিলায় বন্দী করেন, এখন তজ্জন্য তাঁহার মনে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইতে লাগিল।

মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জয়সিংহ নিরাপদ-স্থানে উপনীত হইলেন। একে একে তাঁহার সমভিব্যাহারী সকলেই সেখানে উপস্থিত হইল।

কিন্তু সে সঙ্গে শোভাকে দেখিতে পাইলেন না। সকল যানবাহন-শিবিকা উপস্থিত হইল; কিন্তু যে শিবিকায় শোভা আসিতেছিল, সে শিবিকা আসিয়া পৌঁছিল না সে শিবিকার কি হইল,—শিবিকা কোথায় গেল. কেহই স্থির করিতে পারিল না। রাজা জয়সিংহ শিবিকার অনুসন্ধানের জন্য কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে মিথিলার পথে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ততদূর অগ্রসর হইয়া, সন্ধান লইয়া, তাহারাও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। ফলে, শোভার কেহই কোনও সংবাদ আনিতে পারিল না।

শোভার কি হইল?—শোভা কোথায় গেল?—রাজা জয়সিংহের চিত্ত শোভার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল। শোভা তাঁহার একমাত্র কন্যা; শোভা তাঁহার নয়নমণি; শোভার জন্যই তাঁহার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য-স্পৃহা। শোভার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তিনি নবদ্বীপাধিপতির নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন নাই। যাহার জন্য তাঁহার সংসার-বন্ধন, সে শোভা কোথায় গেল?

তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—'কেনই বা নবদ্বীপাধিপতির সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলাম! কেনই বা নবদ্বীপাধিপতির প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম! কেনই বা নিরীহ যাত্রিগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম! আর কেনই বা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করি নাই!' অতীত-স্মৃতি মনোমধ্যে যতই জাগিয়া উঠিতে লাগিল. ততই তিনি অনুশোচনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—'সকলই কর্ম্মের ফল! তিনি যেমন অপরের মনে বেদনা দিয়াছেন, তাঁহাকেও তদ্রূপ বেদনা অনুভব করিতে হইতেছে।'

সকলেরই বিশ্বাস হইল,—'পলায়নের সময় বিপক্ষ-সৈন্যদল নিশ্চয়ই শোভার শিবিকা আক্রমণ করিয়া থাকিবে।' তৎসম্বন্ধে নানা সংশয়-প্রশ্ন উঠিল বটে; কিন্তু সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা হইল,—"শত্রু-হস্তে শোভার বন্দী হওয়াই সম্ভবপর।"

রাণী যখন শুনিলেন,—শোভার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; তাঁহার শোকের পরিসীমা রহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া রাখিলেন; কিন্তু যখন সকল আশার অবসান হইল; সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিয়া যখন শোভার কোনই সংবাদ দিতে পারিল না; রাণীর তখন শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—"ইহার অপেক্ষা আমাদের বন্দী হওয়া সহস্র-গুণে শ্রেয়ঃ ছিল।" তখন তাঁহার মনে পড়িল,—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাতের কথা। তাঁহাদের তপ্তশ্বাসে যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্ঘটিত হইল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন রাজ্ঞী কাশীনরেশের আশ্রয়-গ্রহণেও আপত্তি জানাইতে লাগিলেন। কহিলেন,—"আর কেন? কিসের জন্য? রাজ্যৈশ্বর্য্যে আর কি প্রয়োজন? যাহার জন্য রাজৈশ্বর্য্যের উদ্ধার-সাধন কামনা, তাহাকেই যখন হারাইলাম, তখন আর অন্যের আশ্রয়প্রার্থী হওয়ারই কি আবশ্যক?"

রাণীর শোকে রাজার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তিনি ধৈর্য্যধারণ করিলেন। সে অবস্থায় তিনি যদি বিচলিত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সেই পথেই বিপক্ষদলের হস্তে তাঁহাদিগকে বন্দী হইতে হয়। সুতরাং তিনি রাণীকে প্রবোধ-প্রদান-উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"সকলই সত্য। কিন্তু এ

অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দী হওয়া অপেক্ষা অপমানের বিষয় কিছুই নাই। যদি আমরা আর রাজ্যৈশ্বর্য্যের অভিলাষী না-ও হই; কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের সেবায় দিনাতিপাত করিব, তাহাই কি শ্রেয়ঃ নহে? শোভার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইতেছি। যদি তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, যেরূপেই হউক, তাহার উদ্ধার-সাধন করিব। তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। বিপদের সময় এরূপ উতলা হইলে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

শোভার অনুসন্ধান করা যাইবে শুনিয়া, রাজ্ঞী কহিলেন,—"শোভাকে কি আর পাওয়া যাইবে! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাত কি কখনও ব্যর্থ হয়?"

রাজা কহিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর তুষ্টি-সম্পাদনে চেষ্টা পাইব। তাঁহাদের পুত্রকে কাশীধাম হইতে খুঁজিয়া বাহির করিব। তাহা হইলে, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, নিশ্চয়ই আমাদের শোভাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইব। তুমি উতলা হইও না। কাশীধামে পৌঁছিলেই সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে পারিব।"

রাজ্ঞীকে প্রবোধ দিয়া, আপনার মনকেও প্রবোধ দিয়া, রাজা জয়সিংহ কাশীধাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহারা শোভার আর কোনও সন্ধান লইতে সমর্থ হইলেন না। রাজা জয়সিংহ মনে মনে স্থির করিলেন,—'কাশীধামে পৌঁছিয়া, কাশী-নরেশের সহিত পরামর্শ করিয়া, শোভার অনুসন্ধানের জন্য যে ব্যবস্থা বিহিত করিতে হয়, তাহাই করা যাইবে।'

* * *

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বারাণসী-ধামে।

শোভার কি হইল?—শোভা কোথায় গেল?

রাজা ও রাণী উভয়েই শোভার চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। শোভার অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা নানারূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে চেষ্টায়ও বিঘ্ন উপস্থিত করিল। ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়া, শোভার অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন কি, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন সসৈন্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সৈন্যদল আসিয়া কাশীর রাজধানী আক্রমণ করিল। শোভার সন্ধান আর কোথায় লইবেন! পুনরায় আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সেই দূরদেশে দুর্গম পথে সৈন্য-চালনা করিয়া আসিবেন, কাশীনরেশের মনে এ চিন্তার আদৌ উদয় হয় নাই। রাজা জয়সিংহকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি এখন প্রমাদ গণিলেন। শত্রু-সৈন্যকে বাধা দেওয়া কোন-ক্রমেই সুখপ্রদ নহে। বাধা দিতে গিয়া অকারণ লোকক্ষয় হইবে। জয়ের আশা আদৌ নাই। কাশীনরেশ মনে মনে ইহাই বুঝিতে পারিলেন।

যুদ্ধ আর হইল না। দূত পাঠাইয়া কাশীনরেশ নবদ্বীপাধিপতির নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বিনা-যুদ্ধে কাশীরাজ্য নবদ্বীপাধিপতির করায়ত্ত হইল। সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বঙ্গেশ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি আত্ম-সমর্পণ করিলেন বুঝিয়া, নবদ্বীপাধিপতির আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিনাসর্ত্তে কাশীনরেশ আত্ম-সমর্পণ করায়, রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেন তাঁহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

আনন্দ-প্রকাশে নবদ্বীপাধিপতি কহিলেন,—"বৃথা লোক-ক্ষয় না করিয়া আপনি যে আত্ম-সমর্পণ করিলেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনিই ৺কাশীধামের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং আপনার প্রতাপ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এখন হইতে আমারও স্বতঃপরতঃ সেই চেষ্টা রহিল। যে নৃপতি আপনার সামর্থ্যাসামর্থ্যের পরিমাণ বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন, অকারণ প্রজার প্রাণনাশে যিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ নৃপতি। এ পুণ্যস্থানের আধি-পত্য আপনাতেই শোভা পায়। আপনার রাজ্য আজি যদিও আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমি এ রাজ্যে আধিপত্য রাখিতে ইচ্ছা করি না। রাজ্য আপনারই রহিল। আপনাকে আমি যে উদ্বেগ দিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ লইবেন না।"

কাশীনরেশ মনে মনে কহিলেন,—"এত উদারতা না থাকিলে আপনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিবেন কি প্রকারে! বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি,—

তিনি আপনাকে চির-আয়ুষ্মান্ করুন।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আপনি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং এ রাজ্য আপনারই রহিল। তবে যদি আমাকে আপনার প্রতিনিধির যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, আপনার প্রাধান্য মান্য করিয়া আমি কাশীরাজ্যের প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বেও আপনার এইরূপ সহৃদয়তারই পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা আপনি কেন জয়সিংহের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

কাশীনরেশ।—"জয়সিংহ আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। আপনি ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন, যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছেন, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন,—জয়সিংহ আমায় এইরূপ বুঝাইয়াছিল।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"কেন আপনার মনে সে ধারণা জন্মিল?"

কাশীনরেশ।—"আমার কতকগুলি প্রজা পুরুষোত্তম-তীর্থ-দর্শনে গমন করিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা পড়িয়াছে। রাজা জয়সিংহ সেই সকল প্রজার নামধাম পর্য্যন্ত আমাকে প্রদান করিয়াছিল। তাহারা আজিও স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে রাজা জয়সিংহ এতদূর মিথ্যা রটনা করিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। আমারই কতকগুলি প্রজাকে রাজা জয়সিংহ আটক করিয়া

রাখিয়াছিলেম। সেই সকল প্রজা ৺কাশীধামে আসিতেছিল। তাহাদের উদ্ধারের জন্যই আমার মিথিলা-অভিযান।"

কাশীনরেশ।—"আমার প্রজাদিগকেও কি তবে জয়সিংহ আটক করিয়া রাখিয়াছে?"

লক্ষ্মণ-সেন।—"সে বিষয় আমি সঠিক বলিতে পারি না। তবে পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবৃত্ত কতকগুলি যাত্রী নবদ্বীপে এখন নজরবন্দী হইয়া আছে বটে! যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে মিথিলার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া সমীচীন নহে বলিয়াই আমি সেই সকল যাত্রীকে নবদ্বীপে রাখিতে আদেশ দিয়াছি। যাত্রীদিগের ধর্ম্মকর্ম্মে কদাচ বিঘ্ন উৎপাদন করা হয় নাই।"

কাশীনরেশ।—"বুঝিয়াছি; দুষ্ট আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয়-দান রাজধর্ম্ম বলিয়াই আমি রাজা জয়সিংহকে আশ্রয় দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম,—আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু যখন বুঝিলাম, সে আমায় প্রবঞ্চিত করিয়াছে, তখন আর তাহার প্রতি আমার মমতা হয় না।"

লক্ষ্মণ-সেন —"রাজা জয়সিংহ এখন কোথায় আছেন? রাজা জয়সিংহকে বন্দী করিয়া নবদ্বীপে লইয়া যাইব,—এই প্রতিজ্ঞায় যে আমি আবদ্ধ হইয়াছি!"

কাশীনরেশ।—"আপনার সে প্রতিজ্ঞা আপনা-আপনি প্রতিপালিত হইবে। রাজা জয়সিংহকে আমি অবিলম্বে আপনার নিকট আনাইয়া দিতেছি। ভগবান আমায় যদি সুমতি না দিতেন, আমি যদি আত্ম-সমর্পণ না করিতাম; তাহা হইলে রাজা জয়সিংহকে খুঁজিয়া পাওয়া আপনার পক্ষে বড়ই

দুষ্কর হইত। আপনার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বোধ হয়, তজ্জন্যই আমাদের এইরূপ মিত্রভাবে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল।”

ইহার পর রাজা জয়সিংহকে নবদ্বীপাধিপতির হস্তে সমর্পণ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। রাজা জয়সিংহকে নবদ্বীপাধিপতির হস্তে সমর্পণের পূর্ব্বে কাশীনরেশ একটী প্রার্থনা জানাইলেন। সে প্রার্থনা,—জয়সিংহের প্রাণভিক্ষা-সংক্রান্ত। কাশী-নরেশ কহিলেন,—“রাজা জয়সিংহকে আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম। আমি আশ্রয়-দানে অক্ষম হওয়ায় আপনার হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতেছি। আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, শত ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াও, আপনি জয়সিংহকে রক্ষা করিবেন। জয়সিংহের প্রাণ-ভিক্ষাই—আপনার নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি কাশীধামের আধিপত্য চাহি না; যদি আবশ্যক বোধ করেন, বিনিময়ে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু জয়সিংহকে প্রাণে মারিবেন না। আপনার বিশাল রাজ্যের কত স্থানে কত দস্যু-তস্কর হিংস্রজন্তু আশ্রয় পাইয়া আছে। মনে করিবেন,—রাজা জয়সিংহ তাহাদেরই একজন। আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়সিংহকে রক্ষা করিতে পারিলাম না; তাই আপনার নিকট জয়সিংহের প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছি। আপনার নিকট আমার এখন একমাত্র প্রার্থনা,—জয়সিংহকে প্রাণে না মারিয়া আমারও প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সহায়তা করুন; সঙ্গে সঙ্গে আপনারও প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হউক।”

রাজা লক্ষ্মণ-সেন মনে মনে কহিলেন,—“এইরূপ সহৃদয়তা-

প্রভাবেই আপনি পুণ্যধামের অধীশ্বর হইয়াছেন।” প্রকাশ্যে কহিলেন,—“আপনাকে অধিক বলিতে হইবে না। আমার রাজনীতির মূল সূত্র—শান্তি-সংস্থাপন ; দণ্ড-দান নহে। আমি যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার সহিতই রাজা জয়সিংহকে গ্রহণ করিব।”

নবদ্বীপাধিপতির বাক্যে কাশীনরেশের আনন্দের অবধি রহিল না। আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি যে সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন, এখন তিনি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। রাজা জয়সিংহের পরামর্শে পরিচালিত হইলে যে বিষম বিপদ ঘটিত, তাহাও তাঁহার উপলব্ধি হইল।

রাজা জয়সিংহ আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ কাশীনরেশকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, কাশীনরেশের কতকগুলি সৈন্যকে পর্য্যন্ত তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। দূরদর্শী কাশীনরেশ আত্ম-সমর্পণ করায় তাঁহার সকল আশাই ফুরাইল। প্রথমে তিনি লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। নগরাক্রমণের তৃতীয় দিবসে রাজা জয়সিংহ নবদ্বীপাধিপতির হস্তে সমর্পিত হইলেন।

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ,—অর্দ্ধ-ভারতবর্ষ,—এখন নবদ্বীপাধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিল। কাশীনরেশ—নবদ্বীপাধিপতির মিত্ররাজ-মধ্যে গণ্য হইলেন। ভারতবর্ষে রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে সমর্থ দ্বিতীয় নৃপতি তখন আর কেহই রহিলেন না।

* * *

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

———o———

জয়সিংহের পরিণাম।

রাজা জয়সিংহ নিতান্ত অনিচ্ছায় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বশ্যতা স্বীকার না করিলে তখন আর উপায়ান্তর ছিল না; কাজেই তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল।

বশ্যতা-স্বীকারের পূর্ব্বে রাজা জয়সিংহের চিত্ত নানা দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর নাই, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যদি তাহার উচিত দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম কি ঘটিবে? তাই তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল,—'আত্ম-হত্যায় সকল অপমানের অবসান করিবেন।' কিন্তু কাশীনরেশ তাঁহার সে সঙ্কল্পে অন্তরায় হন। রাজা জয়সিংহের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, তিনি নবদ্বীপাধিপতির সন্নিকটে লইয়া আসেন।

এখন নবদ্বীপাধিপতির সমক্ষে উপনীত হইয়া, রাজা জয়-সিংহের অনুশোচনা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যদি তাঁহাকে শত্রুভাবে গ্রহণ করিতেন, যদি তাঁহার

প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সে অনুশোচনা হইত না। কিন্তু রাজা লক্ষ্মণ-সেন মহা-সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। মিত্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শোভার সংবাদ না পাওয়ায়, রাজা লক্ষ্মণ-সেনও চিন্তান্বিত হইলেন। শত্রুর নিকট এরূপ সদ্ব্যবহার রাজা জয়সিংহ ভ্রমেও আশা করেন নাই।

'মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন—এত উদার, এত মহান্! এই দেবচরিত্র মহাত্মার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম! ধিক্—আমায়!' এবম্বিধ চিন্তায়, রাজা জয়সিংহের চিত্তে যেন এককালে শত-বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের সদ্ব্যবহারে তিনি এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

রাজা জয়সিংহ লজ্জিত হইয়াছেন মনে করিয়া, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কহিলেন,—"আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। ঘটনাচক্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা বৃথা। আপনি পূর্ব্বেও যেমন আমার মিত্ররাজ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবেন। মানীর মান খর্ব্ব করা—আমার অভিযানের উদ্দেশ্য নহে।"

রাজা জয়সিংহের নেত্রে বাষ্পসঞ্চার হইল। তিনি বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"এত মহান্—এত উদার না হইলে এই বিপুল সাম্রাজ্য আজ আপনার করতলগত হইবে কেন? কিন্তু মহারাজ! আর আমার রাজ্যৈশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। যাহার মুখ চাহিয়া আমি মিথিলার আধিপত্য-রক্ষায় প্রযত্নপর

ছিলাম, সেই যখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর আমার রাজৈশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন ? যদি আমার প্রতি সত্যই আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া থাকেন, কোনও দেবস্থানে আমায় আশ্রয়-দান করুন। তাহা হইলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আমরা পতিপত্নীতে দেব-সেবায় অতিবাহিত করিতে পারি; তদ্দ্বারা কৃতপাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারিবে।

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সান্ত্বনা-দান করিয়া কহিলেন,—"আপনার কন্যার জন্য আমারও মন অস্থির আছে। শোভার অনুসন্ধানের জন্য আমি যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিব। শুনিয়াছি, বীরসিংহের সহিত শোভার বিবাহ দিবার আপনার ইচ্ছা ছিল। এ সংবাদ আমি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম !"

জয়সিংহ।—"বীরসিংহকে কতকটা সেই উদ্দেশ্যেই আমি আটক করিয়া রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বীরসিংহের পিতা সংগ্রামসিংহ যখন মিথিলা আক্রমণে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার হস্তে বীরসিংহের সহিত শোভাকে অর্পণ করিয়া সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইব। হায় অদৃষ্ট !"

রাজা জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরে করাঘাত করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বীরসিংহ তবে কোথায় গেল ?"

জয়সিংহ।—"বীরসিংহ কোথায় গেল, কিছুই আমি বলিতে পারি না।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মনে মনে কহিলেন,—"তবে কি বীরসিংহ জীবিত ! যদি বীরসিংহ জীবিত থাকে, সে কোথায় ?" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আমি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি।

যদি কেহ বীরসিংহের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, আমি তাহাকে তাহার আশানুরূপ পুরস্কার দিব। আজ আমি ইহাও ঘোষণা করিতেছি,—যদি কেহ শোভার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, আমি তাহাকে তাহার আশার অধিক পুরস্কার দিব।”

জয়সিংহ হতাশ-হৃদয়ে কহিলেন,—“আর কি শোভাকে ফিরিয়া পাইব ?”

মহারাজ সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—“যাহাতে শোভার সন্ধান পাওয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।”

এই বলিয়া, রাজা জয়সিংহকে সান্ত্বনা-দান করিয়া, তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

* * *

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

শোভা কি করিল ?

শোভার ও বীরসিংহের সন্ধানে নানারূপ চেষ্টা চলিতে লাগিল, নানাদিকে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। তাহারা জীবিত কি মৃত—তদ্বিষয়েও সংশয়ের অবধি রহিল না।

রাজা জয়সিংহ যে রাত্রিতে মিথিলা পরিত্যাগ করেন, বীর-সিংহ সেদিন যে সমরক্ষেত্রে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন,—সে সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। মিথিলা-পরিত্যাগের সময় শোভা

শিবিকায় আরোহণ করিয়াছিলেন,—এই মাত্র সকলে দেখিয়াছিল ; কিন্তু পথিমধ্যে কি হইল, শিবিকা কোথায় গেল, কেহই আর তাহা জানিতে পারেন নাই।

বীরসিংহকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া, বীরসিংহকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া, শোভা পিতামাতার মনঃপ্রবোধের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে শিবিকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবিকার বাহকদিগের প্রতি তাঁহার অন্যরূপ আদেশ ছিল তাঁহারই কৌশলে শিবিকা সঙ্গভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

পিতামাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শোভা শিবিকা হইতে অবতরণ করেন। অভিনব বেশে সজ্জিত হন ; অশ্বারোহণে অলক্ষ্যে বীরসিংহের অনুসরণ করেন। সংগ্রামসিংহের অস্ত্রাঘাতে বীরসিংহ যখন রক্তাক্তদেহে রণক্ষেত্রে ধূলিশয্যায় আশ্রয় লন,—শোভা তাঁহার শুশ্রূষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

কিন্তু সে অবস্থায় একাকিনী তিনি কি করিতে পারেন? অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শোভা সেই রক্তাক্ত-দেহ বীরসিংহের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন,—বীরসিংহ অজ্ঞান অচৈতন্য ; কিন্তু তখনও তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয় নাই। চন্দ্রালোকে সকলই স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল! উভয় পক্ষের সৈন্যদল দূরে কে কোথায় চলিয়া গেল। বীরসিংহ যে অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেখানে আর মনুষ্য মাত্র ছিল না। শোভা একাকী বীরসিংহকে আগুলিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; মনে

করিলেন,—'প্রভাতে যদি কোনও লোকজন সেদিকে দেখিতে পান, বীরসিংহের প্রাণ-রক্ষার জন্য তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিবেন।'

তখন নানা চিন্তাতরঙ্গে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। শোভা একবার ভাবিলেন,—"বীরসিংহ আমার কে? বীরসিংহের জন্য কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কেনই বা আমি পিতামাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম!" সে যেন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে-ছিলেন। তাই পরক্ষণে আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"এ কি! আমি এ কি বলিতেছি! বীরসিংহ যে আমার সর্ব্বস্ব!" মনে পড়িল,—বীরসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ-প্রস্তাব! মনে পড়িল,—বীরসিংহের সহিত বিবাহ বিষয়ে তাঁহার পিতামাতার ঐকান্তিক আগ্রহ! মনে পড়িল,—মনে মনে বীরসিংহকে পতিত্বে বরণ! মনে পড়িল,—বীরসিংহের তেজস্বিতা প্রভৃতির বিষয়! সর্ব্বশেষে মনে পড়িল,—তাঁহারই অনুরোধ-রক্ষার জন্য বীরসিংহের রণক্ষেত্রে আগমন। বীর-সিংহের মুখের পানে একাগ্রচিত্তে চাহিয়া শোভা আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"এই প্রস্ফুট কুসুম যদি বৃন্তচ্যুত হয়, আমিই সে পাপের ভাগী। আমি কেন ইহাঁকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া এই সঙ্কট যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলাম! এখন যদি আমি ইহাঁর প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা না করি, নরকেও যে আমার স্থান হইবে না!" শোভার মনে হইল, তিনি যাহা করিয়াছেন, যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত। মনে মনে কহিলেন,—"যাহা করিয়া বসিয়াছি, তাহার আর উপায়ান্তর

নাই! যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, সে পথ হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহাকে কিসে বাঁচাইতে পারি, ভগবান!—তুমি তাহার উপায় করিয়া দেও।"

শোভা উর্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া চন্দ্রদেবকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হে সুধাকর! তুমি সুধার আকর। একবিন্দু সুধাদানে রণাহত বীরসিংহের প্রাণরক্ষা কর।" কি জানি কেন, শোভার মনে হইল,—নিশাপতি যেন শোভার কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যেন ক্রমে দূরে—দূরে—অতি দূরে—পশ্চিম গগন-প্রান্তে মুখ লুকাইলেন। শোভা মনে মনে কহিলেন,—"কলঙ্কী চাঁদ! নিষ্কলঙ্ক বীরসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইতে তোমার জ্যোতিঃ ম্লান হইল; তাই বুঝি তুমি মুখ লুকাইলে!"

সহসা পূর্ব্বাসার দিকে শোভার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল! নবরাগে রঞ্জিত হইয়া ঊষাদেবী শোভাকে যেন আশ্বাসের অভয়-বাণী শুনাইতে আসিলেন। বিহগ-গণের ললিত-তানে শোভা যেন সে আশ্বাস বাণী শুনিতে পাইলেন। আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে শোভা প্রার্থনা জানাইলেন,—"দেবি! নারী-হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা তুমি ভিন্ন অন্যে কি বুঝিতে পারে? আমার করুণ-ক্রন্দনে তাই বুঝি সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছ!" আশার পুলকে শোভার হৃদয় উৎফুল্ল হইল।

এই সময় সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে শোভার কর্ণে ধ্বনিত হইল,—"কে তুই মা! এ প্রান্তরে বসিয়া একাকিনী কি করিতেছিস্!"

আগন্তুক শোভার সম্মুখে আসিয়া আবার কহিলেন,—"কেন মা তোর বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে! তোর সম্মুখে ভূপতিত—কাহার দেহ!"

শোভা চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দিব্যমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন! শোভার মনে হইল, তাঁহার করুণ-ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া কোনও দেবতা যেন তাঁহার সহায়তা করিতে আসিয়াছেন। শোভা গললগ্নী-কৃতবাসে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"দেব! যদি সদয় হইয়া আগমন করিয়াছেন, বীরসিংহের প্রাণরক্ষার উপায়বিধান করুন!"

আগন্তুক গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন,—"উপায়-বিধান-কর্ত্তা ভগবান! আমরা তাঁহার দাসানুদাস মাত্র!" এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুই কতক্ষণ এই রণাহত ব্যক্তিকে সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছিস্? তুই কে? তুই কি কোনও দেবী! না—আমাদেরই মত কোনও সেবাব্রতধারী?"

শোভা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। আগন্তুক তখন আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—"আমরা সারারাত সহরটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি! যেখানে যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে, যেখানে হতাহত ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি, সেইখানেই আমরা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু এদিকে—সহরের এই প্রান্তভাগে কেহ যে আহত হইয়া পড়িয়া থাকা সম্ভব, তাহা আমরা ভ্রমেও মনে করি নাই। তাই রাত্রিতে এদিকে আসি নাই! যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ; মা, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না।"

আগন্তুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরসিংহের মুখের পানে চাহিয় রহিলেন। তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন। পরিশেষে আপন হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহার মুখে-চখে প্রক্ষেপ দিলেন। কয়েক বার জলসেচনের পর বীরসিংহ একবার চক্ষু চাহিলেন।

আগন্তুক কহিলেন,—"মা! হতাশ হইবার কারণ নাই।"

শোভা উল্লাসে উৎফুল্ল হইলেন; কহিলেন,—"দেব! আপনাদের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।"

আগন্তুক উত্তর দিলেন,—"না মা! অসম্ভব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তবে আমি যতটুকু বুঝিতেছি, শুশ্রূষা করিলে, ইহাঁর প্রাণলাভ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।"

শোভা অধিকতর ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"যাহাই বলুন, আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। যাহাতে বীর-সিংহের প্রাণরক্ষা হয়, আপনাকে তাহা করিতেই হইবে।"

আগন্তুক উত্তর দিলেন,—"উহাঁর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার জন্য শীঘ্রই একটা ঔষধ আনিয়া দিতেছি। আপনি ততক্ষণ আমার এই ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মধ্যে মধ্যে উহাঁর মুখে চ'খে এবং ক্ষতস্থানে প্রক্ষেপ করিতে থাকুন।" এই বলিয়া, শোভার নিকট আপন কমণ্ডলু রাখিয়া, আগন্তুক ঔষধ আনিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

শোভা অনেকক্ষণ সেইভাবে সেই প্রান্তরে বসিয়া রহিলেন। এক একবার কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখে চ'খে ও ক্ষত-স্থানে প্রক্ষেপ করেন; এক একবার বীরসিংহের চক্ষু উন্মীলিত হয়; এক একবার শোভার হৃদয় আশার লহরে নাচিয়া উঠে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হন। চক্ষু চাহিয়াই আবার যখন বীরসিংহ চক্ষু নিমীলিত করেন, নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আবার যখন তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শোভা কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকেন,—"কোথা দয়াময়! যদি দেখা দিলে, আবার লুকাইলে কেন?" জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এইরূপে দণ্ডেক কাল কাটিয়া গেল। সেই একদণ্ড কাল শোভার নিকট যেন এক যুগ বলিয়া মনে হইল। শোভা একবার পথপানে চাহিতে লাগিলেন, একবার বীরসিংহের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আগন্তুক ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি শিবিকা লইয়া চারি জন অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, শিবিকা শোভার জন্য নহে; রণাহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যই সেই শিবিকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সেই জনমানবহীন প্রান্তরে পড়িয়া থাকিলে বীরসিংহের শুশ্রূষা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং আগন্তুক বীরসিংহকে ও শোভাকে সেখান হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল স্থানে রণাহত ব্যক্তিগণের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে অন্যান্য আহত সাধারণ সৈনিক পুরুষগণ রক্ষিত হইতেছিল, বীরসিংহকে ও শোভাকে সেখানে লওয়া হইল না। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

* * *

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শুশ্রূষায়।

তিন দিন কাটিয়া গেল। বীরসিংহের চৈতন্য-লাভ হইল না। শোভা একমনে বীরসিংহের শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্রতী রহিলেন।

নিবিড় অরণ্য। মধ্যে খরস্রোতা তটিনী। তীরে বিশাল বট-বৃক্ষমূলে ক্ষুদ্র কুটির;—নদীর দিকে সম্মুখ করিয়া অবস্থিত।

সেই কুটিরে বীরসিংহকে রাখিয়া বাহকগণ শিবিকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শোভা বীরসিংহের পরিচর্য্যা করিতেছেন। যিনি বীরসিংহের শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে সেই কুটিরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তত্ত্ব লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি একমাত্র পরসেবাব্রতধারী। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিনি এবং তাঁহার সহকারিগণ নিয়ত নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাদের ঔষধ ও পথ্য সরবরাহ করিতেন। যুদ্ধের সূচনার সময় হইতেই রণাহত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যার জন্য তিনি একটী সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শোভা ও বীরসিংহ তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হন। তাই তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদিগের সুপরিচর্য্যার জন্য যত্নশীল রহিয়াছেন। সময় সময় তিনি যে শোভাকে ও বীরসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহার কারণ—অন্যান্য রোগিগণের সেবা-

পরিচর্য্যা। তিনি দয়ার আধার; তাই তিনি দয়ানন্দ বলিয়া পরিচিত।

তিনি যখন কুটিরে উপস্থিত থাকিতেন, শোভা অনেকটা আশ্বস্তা হইতেন। তিনি যখন স্থানান্তরে গমন করিতেন, শোভার উদ্বেগের অবধি থাকিত না। তখন, নানা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা আসিয়া শোভার হৃদয় অধিকার করিত। শোভা কখনও কাঁদিয়া আকুল হইতেন, কখনও বীরসিংহের মুখপানে পলকহীন-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; কখনও বা তটিনীর কল-কল ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি ফিরাইতেন।

চতুর্থ দিবসে রোগীর অবস্থা-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইল। বীরসিংহ তন্দ্রাভিভূত ছিলেন; হঠাৎ পার্শ্ব-পরিবর্তন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তপ্ত-তৈলকটাহ! আমায় ফেল' না—ফেল' না! আমি জ্বলে গেলাম—পুড়ে মলাম।" এই বলিয়া, উচ্চ চীৎকার করিয়া, বীরসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইলেন। 'ভয় নাই' বলিয়া শোভা তাঁহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিলেন। তখন বীরসিংহের শরীরে যেন আসুরিক বলের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শোভার হাত ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বীরসিংহ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন,—দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইলেন; বলিতে লাগিলেন,—"বড় জ্বালা! জল—জল!" উঠিতে গিয়াই বীরসিংহ অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শোভা বীরসিংহের মস্তকে ও মুখে-চোখে কমণ্ডলুর জল সেচন করিলেন। বীরসিংহ পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বীরসিংহের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল মনে করিয়া শোভা প্রমাদ গণিলেন।

পরসেবাব্রতধারী মহাপুরুষ বনান্তরাল হইতে বীরসিংহের উচ্চ-চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ত্বরিত-পদে কুটিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শোভা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"বুঝি সব ফুরাইল!"

মহাপুরুষ নিকটে আসিলেন। বীরসিংহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একদৃষ্টে বীরসিংহের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন,—বীরসিংহের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ। ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন। বুঝিলেন,—উত্তেজনা-হেতু বীরসিংহ মূর্চ্ছাভাবাপন্ন। তখন, জলসেক প্রভৃতি দ্বারা মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইলেন। শোভা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের চৈতন্যোদয় হইল। শোভার মুখের পানে চাহিয়া বীরসিংহ কহিলেন,—"আমি এ কোথায়?"

পরসেবাব্রতধারী মহাপুরুষ উত্তর দিলেন,—"কথা কহিবেন না—উতলা হইবেন না। উত্তেজনায় পুনরায় মূর্চ্ছা আসিতে পারে। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করুন।"

বীরসিংহ বিষাদ-স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"আমি কেন মরিলাম না!"

দয়ানন্দ উত্তর দিলেন,—"স্থির হউন। একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করুন।" এই বলিয়া তিনি মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পুনরায় বীরসিংহের তন্দ্রা আসিল। দয়ানন্দ কার্য্যান্তরে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

শোভা তাঁহাকে বাধা দিলেন; কহিলেন,—"ঠাকুর আপনি এভাবে ফেলিয়া গেলে আমার বড়ই আশঙ্কা হয়

আপনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আর পায়ে ঠেলিবেন না।"

দয়ানন্দ কহিলেন,—"ভয় কি মা! আমি একটু পরে এখনই আবার আসিতেছি। রোগীর জীবনের আর কোনও আশঙ্কা নাই। দুই তিন দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। এখন একটী ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন; আমি অল্পক্ষণ পরেই সেই ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি।"

শোভা কাকুতি-মিনতি করিয়া কহিলেন,—"দেখিবেন, অধিক বিলম্ব করিবেন না; আবার যদি মূর্চ্ছা হয়, আমি কিছুই করিতে পারিব না।"

দয়ানন্দ।—"মা! আর মূর্চ্ছা হইবে না। এই নিদ্রার পরই পূর্ণজ্ঞান সঞ্চার হইবে। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; তোমার কোনও চিন্তা নাই।"

এই বলিয়া দয়ানন্দ চলিয়া গেলেন। শোভা বীরসিংহের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

* * *

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনা।

সপ্তাহ পরে বীরসিংহ অনেকটা সুস্থ হইলেন। এখন তাঁহার শরীরের ক্ষত প্রায় শুখাইয়া আসিয়াছে। তিনি এখন উঠিতে, বসিতে ও দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন।

দয়ানন্দ এখন তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন

প্রথম দর্শনেই তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার সেই ধারণাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বীরসিংহকে ও শোভাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন।

দয়ানন্দের মন এখন তাই এক নূতন চিন্তায় আন্দোলিত। বীরসিংহের ও শোভার সম্বন্ধে তিনি এখন কি ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহারই অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন।

আজি সারাদিন দয়ানন্দ আর কুটিরে আসেন নাই। শোভা প্রতিক্ষণে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু প্রতি-ক্ষণেই নিরাশ হইতেছেন। বীরসিংহের সহিত কথাবার্ত্তায় শোভার মন আজ আবার আর এক নূতন চিন্তায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। দয়ানন্দ উপস্থিত না হইলে, তাঁহার মধুর বাক্যে সান্ত্বনা না পাইলে, সে চাঞ্চল্য দূর হইবে কি?

আজ বীরসিংহ কথায় কথায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শোভাকে কহিতেছেন,—"আমায় কেন এখানে আনিলেন? কেন আমার জীবনদান করিলেন? আমি বেশ ছিলাম! রণাহত অবস্থায় শৃগাল-কুক্কুরে যদি আমায় ভক্ষণ করিত, আমার সদ্গতি হইত। আপনি আমার জীবন-দান করিয়া আমায় নরকার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।"

বীরসিংহের এবম্প্রকার উক্তির কোনই অর্থ শোভা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কেন বীরসিংহ এ সকল কথা কহিতেছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহার মনে হয়,—'রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বীরসিংহের অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে।' শোভার আরও মনে হয়,—'বীরসিংহ যে ভাবে বন্দী ছিলেন,

সে ভাবে বন্দী অবস্থায় থাকিলে এতদিন তাঁহার মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতায় বীরসিংহের সকল আশা-ভরসা লোপ পাইয়াছে।'

শোভা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বীর-সিংহের কথার উত্তরে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"আমি অপরাধিনী। আমায় ক্ষমা করুন। আমি না বুঝিয়া আপনাকে এই বিপদসঙ্কুল পথে অগ্রসর করাইয়াছিলাম। আমার জন্যই আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়াছে।"

বীরসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন,—"আপনি কেন বৃথা অনুশোচনা করিতেছেন? আমার অদৃষ্টের ফল আমি ভোগ করিব। তজ্জন্য আপনার দোষ কিছুই নাই। আমি বড় অকৃতজ্ঞ; তাই আপনাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছি। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আমি জীবনে-মরণে কখনও এ কথা ভুলিতে পারিব না। আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ হইবার নহে।"

শোভা কহিলেন,—"আপনি যাহাই বলুন, আমিই আপনার বিপদের মূল। আমি যদি আপনাকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া সমরাঙ্গণে না পাঠাইতাম, ভাবুন দেখি—তাহা হইলে কি আপনার এ অবস্থা ঘটিত?"

বীরসিংহ বাধা দিয়া কহিলেন,—"রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে আসিয়া আপনি যদি আমার সেবা-পরিচর্য্যা না করিতেন, আমি কি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতাম? আপনি যাহাই বলুন, আপনার এ ঋণ কখনই আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।"

শোভা।—"যদি আপনার তাহাই ধারণা, তবে কেন আপনি অমঙ্গলের কথা কহিতেছেন? কেন আপনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন,—আমার মরণই মঙ্গল!"

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,—'শোভা! সে উত্তর তোমায় আর কি দিব? একদিন তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার স্নেহ-ভালবাসা লাভ করিবার প্রলোভনে, বাঁচিবার সাধ হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন আর সে সাধ—সে আকাঙ্ক্ষা নাই। যে অনুশোচনার তীব্র-তাপে আমার হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে, তোমার প্রেমে—তোমার ভালবাসায় সে জ্বালা কখনও স্নিগ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শোভা! তাই বলিতেছি,—আমার মরণই মঙ্গল ছিল!'

বীরসিংহকে নীরব ও চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া শোভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না! আপনি কি ভাবিতেছেন?"

বীরসিংহ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"না—না; কৈ কিছুই তো ভাবি নাই!"

শোভা।—"আপনাকে কেন এত বিষণ্ণ দেখিতেছি? সুস্থ হউন। বীর আপনি; আপনার বীরবাহুবলে রাজ্যৈশ্বর্য্য-যশোমান সকলই প্রাপ্ত হইবেন।"

বীরসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমি রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভের জন্য অণুমাত্র উদ্বিগ্ন নহি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে কিরূপে করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি আমায় না বাঁচাইলেই ভাল ছিল!"

আবার সেই উক্তি! বীরসিংহ কেন এরূপ অনুশোচনা

প্রকাশ করিতেছেন! শোভা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শোভার মনে নানা দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বীরসিংহকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া, তিনি যে অপকর্ম্ম করিয়াছেন, সেই কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

* * *

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

দয়ানন্দ সে দিন আর কুটিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। শোভার ও বীরসিংহের কি উপায় করিবেন, সেই পরামর্শেই সে দিন কাটিয়া গেল।

আপনার বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। দয়ানন্দ কহিলেন,—"এ অরণ্যে এ ভাবে অধিক দিন শোভাকে ও বীরসিংহেকে রাখা কর্ত্তব্য নহে। অথচ উহাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থাই বা করিতে পারি?"

দয়ানন্দের সেই বিশ্বস্ত সহকারীর নাম—সেবানন্দ। সেবানন্দ কহিলেন,—"বীরসিংহকে ও শোভাকে এখন মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের হস্তেই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। উহাঁদের সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উহাঁদিগকে পৌঁছাইয়া দিলে অবশ্যই উহাঁদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হইবে।"

দয়ানন্দ।—"শোভা ও বীরসিংহ লোকালয়ে মুখ দেখাইতে প্রস্তুত নহেন। বীরসিংহের প্রাণে আত্মগ্লানি-অনল অহর্নিশ প্রজ্বলিত। শোভাও সেই সন্তাপে অভিভূত। আমি কি

করিয়া উহাঁদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। উহাঁদের কার্য্য-কলাপের বিষয় অবগত হইলে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন উহাঁদিগের প্রতি যে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহাও বলিতে পারি না।"

সেবানন্দ।—"মহারাজ যেরূপ ঘোষণা-প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কার কারণ কিছুই মনে আসে না। যদি অনুমতি দেন, আমি রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় বুঝিয়া আসিতে পারি।"

দয়ানন্দ।—"মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হওয়া প্রয়োজন সত্য! কিন্তু তৎপূর্ব্বে শোভার ও বীরসিংহের তৎসম্বন্ধে সম্মতি-লাভ আবশ্যক।"

সেবানন্দ।—"তাঁহারা কি বলেন?"

দয়ানন্দ।—"কথাবার্ত্তায় আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগকে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের দরবারে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।"

সেবানন্দ।—"তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলে তাঁহারাও আসিয়া লইয়া যাইতে পারেন।"

দয়ানন্দ।—"কি জানি, কিসে কি ফল ফলিবে! শোভা ও বীরসিংহ উভয়েই ঘোর অপরাধে অপরাধী। বোধ হয়, তাঁহারা সেই জন্যই রাজ-সকাশে উপস্থিত হইতে অসম্মত। মহারাজও যে তাঁহাদের অপরাধে উপেক্ষা করিতে পারিবেন, বিশ্বাস হয় না।"

সেবানন্দ।—"সে বিষয় তো পূর্ব্বেই জানিয়া লইব। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যদি একবার অভয়-দান করেন, শোভার ও বীরসিংহের কোনই ভাবনা থাকিবে না।"

দয়ানন্দ।—"শোভা ও বীরসিংহ উভয়েই তরলমতি চঞ্চলচিত্ত। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন অভয়-দান করিলেও উহাঁরা তাহাতে নির্ভর করিতে সাহসী হইবেন না।"

সেবানন্দ।—"তবে উপায় ?"

দয়ানন্দ।—"তাহাই তো ভাবিতেছি। মহারাজের নিকট গমন করিয়া শোভার ও বীরসিংহের প্রাণভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। মহারাজ উহাঁদের প্রাণভিক্ষা-দানে সম্মত হইলে, মহারাজকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে শোভাকে ও বীরসিংহকে রাজধানীতে লইয়া যাইব। ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় দেখি না।"

পরামর্শে তাহাই স্থির হইল। সেবানন্দ রাজদরবারে গমন করিবেন; মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য চেষ্টা পাইবেন; এবং শোভার ও বীরসিংহের প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন।

* * *

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

---o---

দরবারে।

বিভিন্ন জনপদে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপ আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল।

রাজা জয়সিংহ পূর্ব্বেই নবদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য অমাত্য-গণও নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসব-উপলক্ষে দিগ্দেশের করদমিত্র রাজন্যবর্গকেও আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

নবদ্বীপাধিপতির নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিবার এক পক্ষ পরে এক দরবার আহূত হইল। কোন্ প্রদেশ কিরূপভাবে শাসিত হইবে, পাত্রমিত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দরবারে সেই আদেশ প্রচার করা হইবে। অধিকন্তু রাজ্যজয় উপলক্ষে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের মনে যে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল, সদস্যগণের অভিমতক্রমে সেই সকল সৎকর্ম্মও সমাধানের ব্যবস্থা হইবে।

মহারাজের অভিপ্রায়ক্রমে দরবার কাশীনরেশকে কাশী-রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। কাশীনরেশ নবদ্বীপাধিপতির আনুগত্য সর্ব্বপ্রকারে মানিয়া লইলেন।

রাজা জয়সিংহকে মিথিলার করদরাজ-রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। অল্পসংখ্যক সদস্য মাত্র তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে সে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল না। রাজা জয়সিংহও মিথিলার পুনরাধিপত্য-লাভে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি আপনা-আপনিই কহিলেন,—"আমার আর রাজ্যৈশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। জীবনের শেষ কয় দিন আমাকে কোনও তীর্থস্থানে বাস করিতে দিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সেই প্রার্থনাই পরিগৃহীত হইল। আপাততঃ নবদ্বীপাধিপতির কোনও অমাত্যের হস্তে মিথিলার শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে। তবে শোভার বা বীরসিংহের যদি কখনও সন্ধান

পাওয়া যায়, মিথিলার শাসন-সংক্রান্ত এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিবে।

দরবারে আর একটী গুরুতর প্রস্তাব উত্থিত হইল। সে প্রস্তাব—নূতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত। একমাত্র নবদ্বীপে রাজধানী থাকিলে, মিথিলায় ও সুদূর উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে আধিপত্য রাখা আয়াস-সাধ্য। সুতরাং অন্যত্র আর একটী রাজধানী স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দক্ষিণে ও পশ্চিমে সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি রাখা যাইবে, এই মনে করিয়া—'লক্ষ্মণাবতী' নাম্নী এক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। এই হইতেই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর প্রভাব।

দরবারে রাজ-কর্ম্মচারিগণের অনেকেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা যেরূপ সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইল। দেবালয়, চতুষ্পাঠী প্রভৃতির সাহায্যার্থ মহারাজ বহু অর্থ দান করিলেন।

পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগত যে সকল যাত্রী নবদ্বীপে নজরবন্দী হইয়া ছিলেন, যথাযোগ্য বন্দোবস্ত-সহ তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। জয়দেবের পিতামাতা নবদ্বীপে আনীত হইলেন। তাঁহাদের পুত্রের সন্ধানের জন্য পুরুষোত্তমে রাজকর্ম্মচারী প্রেরিত হইল।

দরবার-শেষে মহারাজ লক্ষ্মণসেন ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন সকলের পক্ষেই অবারিত-দ্বার। যাহার যাহা প্রয়োজন, মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। মহারাজ একে একে

সকলের সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এইভাবে দানক্রিয়া চলিবার ব্যবস্থা ছিল।

আর দণ্ডেক-কাল অবশিষ্ট। সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডবৎ ঢলিয়া পড়িতেছেন। সকল প্রার্থীই আপন আপন প্রার্থনানুরূপ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া প্রস্থান করিতেছে। দরবার ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে; মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

এমন সময়, "মহারাজ! আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করুন",—তোরণ-দ্বার হইতে এইরূপ এক উচ্চ চীৎকার শ্রুতিগোচর হইল। সভাস্থ সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে ত্বরিতপদে এক ব্যক্তি সিংহাসন-সমীপে দণ্ডায়মান হইল। রুক্ষ কেশ, পরিধানে ছিন্ন-মলিন বেশ। সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আগন্তুক বলিতে লাগিল,—"মহারাজ! অনেক দূর হইতে আসিতেছি। অনেক আশা করিয়া আসিয়াছি। আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা করিও না।"

সকলে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিবার চেষ্টা পাইলেন। প্রহরীরা তাহাকে আটক করিবার চেষ্টা পাইল। ধনাধ্যক্ষ কহিলেন,—"যদি তোমার কিছু আবশ্যক থাকে, কত টাকা চাও—কি চাও, শীঘ্র বল!"

আগন্তুক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে কহিল,—"হা—হা—হা! টাকা? টাকাও যা—ধূলাও তা।"

সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহারাজ মনে মনে

কহিলেন,—"আবার সেই কথা! কে এ পাগল?" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও! তুমি কি তবে কিছু চাও না?"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"চাই না! চাই না তো এত দূর থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এখানে এসেছি কেন?"

মহারাজ।—"তবে কি চাও?"

আগন্তুক।—"দেবে—দিতে পারবে? যা চাইব, তাই দেবে?"

মহারাজ।—"কি চাও, আগে বল। সামর্থ্যে কুলায়, অবশ্যই দিব।"

আগন্তুক।—"সামর্থ্যে কুলাইবে না, এমন সামগ্রী চাহিতে আসি নাই!"

ধনাধ্যক্ষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত টাকা চাই, খোলসা ক'রেই বল না!"

আবার সেই বিকট হাসি!—"সে ভয় নাই!—সে ভয় নাই! টাকার লোভে দরবারে আসি নাই।"

মহারাজ।—"তবে কি চাও?"

আগন্তুক।—"দেবে—মহারাজ!"

মহারাজ।—"বলিয়াছি তো, সামর্থ্যে কুলাইলে অবশ্যই দিব।"

আগন্তুক।—"তবে শুন, মহারাজ! আমি চাই—ত্রিলোচন বসুর প্রাণভিক্ষা। প্রতীক্ষায় ছিলাম—কতদিনে তুমি কল্পতরু হবে। আজ তোমাকে কল্পপাদপরূপে পাইয়াছি। তাই প্রার্থনা জানাইলাম—ত্রিলোচন বসুর প্রাণভিক্ষা দেও!"

আগন্তুক আর দাঁড়াইল না। যেমন ত্বরিতপদে দরবারে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই ত্বরিত-পদে দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই অবাক হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিবৎ চাহিয়া রহিল। কেহই তাহার অনুসরণ করিবার অবসর পাইল না। প্রস্থান করিবার সময় আগন্তুক পুনরায় বলিয়া গেল,—"মহারাজ! দেখিও; আমার প্রার্থনা যেন অপূর্ণ থাকে না;—ত্রিলোচন বসুকে মুক্তি দিও।"

দিনমণি পশ্চিম-গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। অভিনব চিন্তা-তরঙ্গে মহারাজের হৃদয়-মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,—"কে এ আগন্তুক! ইনিই কি সেই মহাপুরুষ!" ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আগন্তুকেরও আর কোনই সন্ধান হইল না।

প্রভাতে ত্রিলোচন বসুর মুক্তির আদেশ প্রচারিত হইল।

* * *

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ-প্রত্যাগমনে।

ত্রিলোচন বসু মুক্তিলাভ করিলেন। কিরূপে মুক্তি পাইলেন, মহারাজ কেন তাঁহাকে মুক্তি দিলেন, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রভাতে জনৈক রাজপ্রতিনিধি আসিয়া কারাধ্যক্ষকে মহারাজের আদেশ দেখাইলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ত্রিলোচন মুক্তিলাভ করিলেন।

বন্দিগণ মুক্তিলাভ করিলে, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের নিয়ম ছিল, কোনও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী বন্দীর দেশাভিগমনের ব্যবস্থা

করিয়া দিতেন। রাজসরকার হইতে তাহার পাথেয়াদি প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু ত্রিলোচন বসু মুক্তি পাইয়া সেই রাজকর্ম্মচারীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না।

মুক্তিলাভের পর নবদ্বীপে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্রিলোচনের সঙ্কোচ বোধ হইল। মুক্তি পাইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি আপনার বাসস্থান নূতনগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপমানের কথা মনে করিয়া কাহাকেও মুখ দেখাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

গৃহ-প্রত্যাগমনকালে কত কথাই তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল; কত দুর্ভাবনা—কত দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিল! কিন্তু সকল চিন্তার উপর অর্থের চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে ভাবিলেন—বাড়ীর-ঘরের সে শ্রীছাঁদ আর আছে কি? তার পর মনে হইল,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন! পরিশেষে মনে হইল,—বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়! শুনিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থসম্পৎ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহা যদি হইয়া থাকে, তবে আর তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায় আছে? অন্তরে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমি বিপুল ধনের অধীশ্বর ছিলাম। কেন আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম।"

যিনি যানবাহন ভিন্ন একপদ অগ্রসর হইতেন না; আজ পদব্রজেই তিনি নবদ্বীপ হইতে নূতনগ্রামে যাত্রা করিলেন. নদীর ধারে ধারে পথ চলিয়া, লোকালয় হইতে মুখ লুকাইয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতদিন পরে

বাড়ী যাইতেছেন; অন্য সময় হইলে, মনে কত আশার কত আনন্দের সঞ্চার হইত; কিন্তু আজ মন বিষম বিষণ্ণ—দারুণ চিন্তা-ভারাক্রান্ত। কোথায় যাইবেন, যাইয়া কি দেখিবেন,—এই চিন্তায়ই তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পথে লোকজন কেহ চলিতেছে দেখিলে, নিজের সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তায় বাধা পড়ে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা হয়। সুতরাং লোকের গতিবিধি দেখিলে পাশ কাটাইবার চেষ্টা পান। মন আন্দোলিত হইয়া উঠে। মনে হয়, পথিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বুঝি কি কাণাঘুষা করিতেছে। নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলে বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে নূতন গ্রামে পৌঁছান যাইত। কিন্তু পথে মুখ লুকাইয়া চলিতে হওয়ায় গ্রামে পৌঁছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি। শান্তস্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীর বক্ষে জলঙ্গীর নীলজলে সে রশ্মিজালে বৈচিত্র্যের অবধি নাই। কোথাও নদীতীরস্থিত বৃক্ষপত্রান্তরালাগত রশ্মিকণা নদীর জলে পড়িয়া নীলাম্বরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ হীরক-খণ্ডের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে; কোথাও নীলাম্বরে ও নীলজলে অভিন্নত্ব অনুভূত হইতেছে। প্রান্তরে বৃক্ষপল্লবের শিরে সে রশ্মি একভাবে প্রতিভাত; আবার শস্যপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্রে তাহা অন্যরূপে প্রকটিত। প্রকৃতির এ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য তখন ত্রিলোচনের ছিল না! ত্রিলোচন কেবল 'কি দেখিব—কি শুনিব' এই ভাবে বিভোর হইয়া, চোরের ন্যায় সন্তর্পণে গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। মনে সদাই

আশঙ্কা—'ঐ বুঝি কেহ দেখিতে পাইল,—ঐ বুঝি কেহ কি জিজ্ঞাসা করিল।'

নদীর অনতিদূরে ত্রিলোচনের বসতবাটী। নদীর দিকেই বাটীর সম্মুখের দ্বার। প্রথমেই সে দ্বার দিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে ত্রিলোচনের সাহসে কুলাইল না। পশ্চাদ্দিকে একটী আম্রকানন ছিল। আঁধারে মুখ লুকাইয়া ত্রিলোচন সেই আম্রকাননের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে একটী বৃক্ষের নিম্নে কিছুক্ষণ উপবেশন করিলেন। কর্ণে 'ঝন—ঝন—ঝনাৎ' শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। বুঝিলেন, তাঁহারই লোহার সিন্দুকে কে যেন মুদ্রা ঢালিতেছে। কর্ণে দুই তিন বার সেইরূপ শব্দ প্রবেশ করিল।

তবে কি আমার টাকাগুলা সেই ভাবেই আছে? তবে কি আমার আমদানি এখনও সমভাবেই রহিয়াছে?"।

মনেবড় আহ্লাদ হইল। মনে হইল,—তাঁহার গৃহিণী তাঁহার অর্থসম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বাড়ী শ্রী-হীন হইবে ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, বাড়ীর শ্রী যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মনে নানা আশার সঞ্চার হইল। উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ত্রিলোচন উঠিয়া দাঁড়াইলেন আর বৃথা বাগানে বসিয়া থাকায় ফল কি? অবসন্নতা দূরে গেল। ত্রিলোচন বহির্ব্বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

এ কি? বহির্ব্বাটীর কেন সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন! দ্বারে দৌবারিক প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। বৈঠকখানা আলোকে উদ্ভাসিত। দূর হইতে দেখিলেন,—কতকগুলি লোক সেখানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে।

মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। যে সাহসে নির্ভর করিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সে সাহস এখন অনেকটা কমিয়া গেল। মন হতাশে অবসন্ন হইল। কিন্তু কৌতূহল দূর হইল না। তিনি ধীরে ধীরে দ্বারদেশ অভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়াই ত্রিলোচন বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। দ্বারবান তাঁহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? কোথায় যাইতেছ? কি প্রয়োজন?"

ত্রিলোচন কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বাড়ী—কার বাড়ী?"

দ্বারবান উত্তর দিল,—"মহারাজ-চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের কাছারী বাড়ী। তুমি কাহার খোঁজ করিতেছ?"

ত্রিলোচন।—"আমি ত্রিলোচন বসুর বাড়ী খুঁজিতেছি। এ বাড়ী কি ত্রিলোচন বসুর বাড়ী নয়?"

বলিতে বলিতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

দ্বারবান উত্তর দিল,—"কে ত্রিলোচন বসু, আমি জানি না। এ গ্রামে কৈ ও নামের তো কোনও লোক নাই।"

ত্রিলোচন—"এ বাড়ীতে তুমি কত দিন দরোয়ানী করিতেছ?"

দ্বারবান।—"যে দিন হইতে এ বাড়ী সরকারের অধিকারে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই আমি এখানে বাহাল আছি।"

ত্রিলোচন।—"বাড়ী আগে কার ছিল, তুমি কিছু জান কি?"

দ্বারবান।—"হাঁ—হাঁ, মনে পড়েছে বটে। রাজার তহশিলদার ত্রিলোচন বসুর এই বাড়ী ছিল বটে। সে অতি

বদমায়েস লোক। নেমকহারাম, তহবিল তছরূপ করেছিল ; তাই তার ফাঁসি হয়েছে।”

ত্রিলোচন।—“তুমি ঠিক জান—তার ফাঁসি হ'য়েছে ?”

দ্বারবান।—“হাঁ—হাঁ ; আমি জানি,—সব জানি ; গ্রামশুদ্ধ লোক সকলেই জানে।”

ত্রিলোচন।—“তার এক স্ত্রী ছিল না ?”

দ্বারবান।—“হাঁ—হাঁ ; ছিল বটে।”

ত্রিলোচন !—“সে কোথায় গেল, কিছু জান কি ?”

দ্বারবান।—“সে কোথায় গেল, সে খবর আমরা কি ক'রে জান্‌ব ! আমরা যে দিন এ বাড়ী দখল করি, সে দিন এ বাড়ীতে কেহই ছিল না।”

ত্রিলোচন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আর অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক মনে করিয়া সম্মুখের দিকে নদীর পথে অগ্রসর হইলেন। দ্বারবান আর কোনও কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

* * *

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কি স্বপ্ন !

কিছু দূর আসিয়া পদদ্বয় আর চলিতে চাহিল না। ত্রিলোচন অবসন্ন-দেহে নদীর তীরে, বটবৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন।

সম্মুখে চিন্তার অকূল সমুদ্র। কোথায় যাইবেন ? কাহার

আশ্রয় লইবেন? কি করিবেন?—কিছুই স্থির হইল না। কখনও অনুশোচনা আসিল; কখনও রোষে ক্ষোভে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

ভাবিতে লাগিলেন,—'কেন তাঁহার এরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিল?' মনে হইল,—'তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থার মূল—মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন; লক্ষ্মণ-সেনের জন্যই তিনি আজি এইরূপ অপমানিত মর্ম্মাহত—পথের ভিখারী।' তখন যত রোষ যত ক্ষোভ মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের উপর ন্যস্ত হইল। প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ বিষম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিতে লাগিল।

অবসন্ন দেহে, কিছুক্ষণ পরে, তন্দ্রা আসিল। ত্রিলোচন তন্দ্রাঘোরে নদীর তীরে বালুর শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিদ্রাতেও মনের অশান্তি দূর হইল না। তিনি স্বপ্নে নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন,—লক্ষ্মণ-সেনের অনুচরবর্গ তাঁহার বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিতেছে, তাঁহার গৃহিণীর উপর নৃশংস-ভাবে অত্যাচার করিতেছে। ত্রিলোচন কাতর-কণ্ঠে রাজপুরুষগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ফলে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তাঁহার প্রতি—তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি নির্য্যাতনের অবধি রহিল না।

অনুনয়-বিনয়ে কাতর-ক্রন্দনে কোনই ফল ফলিল না। হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। ত্রিলোচন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—'যদি কখনও দিন পাই, লক্ষ্মণ-সেন! দেখিব—তোমারই একদিন কি আমারই একদিন; তোমার সর্ব্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমাত্র ব্রত হইল।' প্রতিজ্ঞার

সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আলোকে নদীবক্ষ উদ্ভাসিত হইল। রাজ-অত্যাচার-প্রপীড়িত দেবতারা যেন স্বর্গ হইতে তাঁহাকে অভয় দিতে আসিলেন। তাঁহারা ত্রিলোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'বৎস! আমাদের সঙ্গে এস। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে—তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন উচ্চ-চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আমার সঙ্কল্প লক্ষ্মণ-সেনের সর্ব্বনাশ-সাধন! আপনারা আমার সহায় হইবেন কি!" নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর হইল,—'পাপের উচ্ছেদ-সাধনে অবশ্যই সহায়তা পাইবে।'

ত্রিলোচনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিতেই ত্রিলোচন দেখিতে পাইলেন,—সম্মুখে কে যেন দণ্ডায়মান। তিনি অভয় দিয়া ত্রিলোচনকে কহিতেছেন,—"আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে! আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

ত্রিলোচনের যেন চমক ভাঙ্গিল; বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে মহাশয়? কোথা হইতে আসিলেন? আমার মনের ভাবই বা কি করিয়া জানিলেন?"

আগন্তুক গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"সে পরিচয় পরে হইবে। আসুন, এখন আমার সঙ্গে আসুন; ঐ বজরায় আসুন।"

ত্রিলোচন চাহিয়া দেখিলেন,—তিনি যেখানে অবসন্ন-দেহে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহারই অনতিদূরে নদীবক্ষে একখানি সুবৃহৎ বজরা অবস্থিতি করিতেছে।"

বজরাখানি কতক্ষণ হইতে সেই ঘাটে অবস্থান করিতেছিল, ত্রিলোচন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাহার বজরা, কোথা হইতে আসিল, বজরার আরোহীরা তাঁহাকেই বা

সঙ্গে লইতে চায় কেন,—এ সকল প্রশ্ন মনে উদয় হইলেও, তখন আর জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হইল না। তিনি নিরাশ্রয়; আশ্রয়-প্রাপ্ত হইতেছেন,—এই মনে করিয়াই তিনি আগন্তুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বজরায় আরোহণ করিলেন।

তীরদেশ হইতে বজরা ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। এখন বজরার নিকটে গিয়া, বজরার উপর আরোহণ করিয়া, দেখিলেন,—বজরা-খানি সুন্দর—অতি সুন্দর!

বজরার মধ্যে তিনটী প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলি নানারূপ কারুকার্য্যে সুসজ্জিত। বজরায় উঠিয়া প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন, সে প্রকোষ্ঠে সুদৃশ্য বহুমূল্য একখানি গালিচা পাতা ছিল। তাহার উপরে, কতকগুলি কাষ্ঠাসন—সারি সারি সজ্জিত। সে কাষ্ঠাসনগুলি বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত। সেই সকল বস্ত্রে নানারূপ জড়ির কাজ। মধ্যস্থলের একখানি আসন রাজ-সিংহাসনের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। সে আসনে মণিমুক্তা-বিখচিত ঝালর দোদুল্যমান। কক্ষে একটী বেলোয়ারী ঝাড় ঝুলিতেছিল। তাহারই আলোকে কক্ষটীকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। কক্ষের ছাদ ও প্রাচীর রং-বেঙ্গের চিত্রাবলীতে বিভুষিত ছিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ত্রিলোচনকে একখানি আসনে বসিতে বলিয়া, ভদ্রলোকটী একবার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; এবং মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—"রামদাস! আহারের ব্যবস্থা কর।"

রামদাস কহিল,—"সকলই প্রস্তুত আছে। আপনারা হাত-মুখ ধুইয়া আসুন। আমি ঠাকুর মহাশয়কে বলিতেছি।"

ত্রিলোচন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কাহার বজরা, কে তাঁহাকে খাইতে বলিতেছে, কেনই বা তিনি তাহাদের খাদ্য গ্রহণ করিবেন?

ত্রিলোচনের মনে সঙ্কোচের ভাব বুঝিতে পারিয়া, ভদ্র-লোকটী কহিলেন,—"আপনার বোধ হয় সঙ্কোচ হইতেছে? আমি আপনার পর নই। আমিও কায়স্থ। আমার পিতার সহিত আপনার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমায় আপনি বোধ হয় কখনও দেখেন নাই; অথবা দেখিলেও আপনি আমার পরিচয় পান নাই। কিন্তু আমি আপনাকে বরাবরই চিনি। বোধ হয়, ৺রামধন রায় মহাশয়ের নাম আপনার স্মরণ আছে। আমি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার নাম—বিশ্বেশ্বর রায়।"

অনেক পুরাতন-কাহিনী ত্রিলোচনের মনে পড়িল। ত্রিলো-চন কহিলেন,—"হাঁ—হাঁ; তোমাকে খুব চিনিয়াছি। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তোমারও নাম আমি শুনিয়াছি। তুমি না পশ্চিমে কোথায় সৈনিক-বিভাগে কাজ করিতে? তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই। তাই চিনিতে পারিতেছিলাম না। বোধ হয়, পনের ষোল বৎসর বয়সের সময় তুমি সৈনিকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। তার পর আর দেশে আস নাই—নয়?"

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—"অনেক দিনই আসি নাই বটে; তবে কয়েক মাস হইল মধ্যে একবার নবদ্বীপে আসিতে হইয়া-ছিল। তখন নবদ্বীপে সারস্বত উৎসবের মহা ধুম। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। দূর হইতে আপনাকে দেখিয়াছিলামও বটে। কিন্তু আপনি তখন—"

ত্রিলোচনের চক্ষে জল আসিল। ত্রিলোচন বাধা দিয়া কহিলেন,—"আমার সে দুর্দ্দিনের কথা তুমি তা হ'লে সকলই জান্‌তে পেরেছিলে?"

বিশ্বেশ্বর।—"জান্‌তে পেরেছি বৈ কি? সেই থেকেই আমি আপনার অনুসরণে নানা স্থানে ঘুরিতেছি। আজ ভগবানের কৃপায় আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমাদের বহুদিনের আশা পূর্ণ হ'ল।"

এই সময় ভৃত্য আহ্বান করিল,—"আপনারা আসুন: আহার প্রস্তুত।"

বিশ্বেশ্বর গাত্রোত্থান করিলেন। ত্রিলোচনে সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ পাইল। বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—"আসুন—উঠুন; আমার নিকট আপনার সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই। আপনি আমার পিতৃবন্ধু—পিতৃস্থানীয়।" এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর ত্রিলোচনের হাত ধরিলেন। ত্রিলোচন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থিত পথ দিয়া তাঁহারা বজরার পশ্চাৎস্থিত রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। সেইখানেই হাতমুখ ধুইবার ব্যবস্থা ছিল। মুখ হাত ধুইয়া দুইজনে দুইখানি আসনে উপবেশন করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ দুইজনের সম্মুখে দুইখানি প্রকাণ্ড রৌপ্যপাত্রে বিবিধ আহার্য্য-দ্রব্য প্রদান করিল।

বজরার সাজসজ্জা দেখিয়া ত্রিলোচন বসু যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, আহারের প্রাচুর্য্য ও পারিপাট্য দেখিয়াও তিনি ততোহধিক বিস্মিত হইলেন। ত্রিলোচন রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—"এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

———০———

বজরায়।

আহারে বসিয়া ত্রিলোচন দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু আহারান্তে সকল কথার আলোচনা হইবে,—এই ভাব প্রকাশ করিয়া, বিশ্বেশ্বর তখন আর সে সকল কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

বজরা ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ মাঝি-মাল্লারা কোথায় ছিল, কি করিতেছিল, ত্রিলোচন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। বজরা ছাড়িয়া দিতে শরীর আন্দোলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মাঝি-মাল্লাদের কলকল্লোল কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বজরার সঙ্গে যে লোকজন অনেক আছে, তখন আর তাঁহার বুঝিবার বাকি রহিল না।

বজরা পালভরে চলিতে লাগিল। জলঙ্গীর বক্ষ ভেদ করিয়া, অনুকূল বায়ুভরে, বজরা পূর্ব্বোত্তর পথে চালিত হইল। আহারান্তে বজরার গবাক্ষ-পথে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতে গিয়া ত্রিলোচন দেখিলেন,—বজরাখানিকে বেষ্টন করিয়া কয়েকখানি 'ছিপ' প্রহরিরূপে বজরার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

ত্রিলোচন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাহার বজরা? কোথা হইতে আসিল? বিশ্বেশ্বরই বা কে? বিশ্বেশ্বর কি এখন রাজা লক্ষ্মণ-সেনেরই কোনও কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে? অথবা, বজরায় উঠাইয়া এ আমায় কোথায় কোন্ দেশে লইয়া চলিল! আমি কি কোনও দস্যু-হস্তে পতিত হইলাম! পর-

ক্ষণেই মনে হইল,—'আমার আর সে চিন্তায় কি প্রয়োজন? যদি আমার পূর্ব্বের অবস্থা থাকিত, আমার সে ভাবনা—সে আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এখন আর আমার কিসের আশঙ্কা—কিসের ভয়! এখন আমি দস্যু-হস্তেই পতিত হই, আর লক্ষ্মণ-সেনের কারাগারেই পুনরাবদ্ধ হই, আমার পক্ষে সকলই সমান।'

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন বসু পুনরায় পূর্ব্বতন প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। এবার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সিংহাসন-সদৃশ সেই আসনে এক দিব্য-কান্তি পুরুষ বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। তাম্রকূটের সদ্গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত হইয়াছে।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-মাত্র বিশ্বেশ্বর সেই সুকান্ত পুরুষের সহিত ত্রিলোচনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের পরস্পর হিন্দী-ভাষায় কথাবার্ত্তা হইল। তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ত্রিলোচন বসুকে আপ্যায়ন করিলেন; কহিলেন,—"আপনাকে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আজ আহারাদির বড়ই কষ্ট হইল। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

ত্রিলোচন যদিও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু প্রহেলিকার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইলেন।

বিশ্বেশ্বর পরিচয়-প্রসঙ্গে ত্রিলোচন বসুকে কহিলেন,—"আপনি বোধ হয়, আমাদের মহারাজ সাহেবকে কখনও দেখেন নাই? ইনিই—মহারাজ বলবন্ত সিংহ। ইঁহারই বাহুবলে এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত। অযোধ্যার মহারাজ বলিয়া

প্রসিদ্ধ হইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনভার ইহাঁর হস্তে ন্যস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!"

এও এক প্রহেলিকা! ত্রিলোচন বসু এ নাম কখনও শুনেন নাই। নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এরূপ স্পর্দ্ধার কথা কেহ যে কখনও বলিতে পারে, ইহাও তিনি আশা করেন নাই। যাহা হউক, ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বঙ্গদেশে মহারাজের আগমনের উদ্দেশ্য আমায় জানাইতে আপত্তি আছে কি?"

বিশ্বেশ্বর।—"আপনাকে জানাইতে আপত্তি! আপত্তি থাকিলে আপনাকে আমরা এ বজরায় আনিতে যাইব কেন?"

ত্রিলোচন।—"যদি আপত্তি না থাকে, বলিতে পারেন।"

বিশ্বেশ্বর।—"বলিব বলিয়াই তো আপনাকে এ বজরায় আনিয়াছি। শুভক্ষণে আপনার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। রাজা লক্ষ্মণ-সেন কিরূপ অত্যাচারী হইয়াছেন, আপনার বোধ হয়, এখন আর অবিদিত নাই। এখানে প্রজামাত্রেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই। পারিপার্শ্বিক শত্রুরও অসদ্ভাব নাই। অন্যায় সমরে মিথিলা অধিকার করিয়া, তিনি মিথিলার অধিবাসিগণকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাশী-রাজ্যও রাজা লক্ষ্মণ-সেনের প্রতিকূলাচরণে বদ্ধপরিকর। আপনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন; এ সকল সংবাদ অনেকই অবগত নহেন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন!—লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্য আর রক্ষা হয় না। আপনার ন্যায় হিতৈষীর প্রতি তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার!—ইহাতেই বুঝুন না কেন, রাজা লক্ষ্মণ-সেনের কিরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে।"

নীরবে নতমুখে ত্রিলোচন সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমাদের ধমনীতে কি মনুষ্যের রক্ত প্রবাহিত হয় না! যে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী করিল, তাহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটুও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না! যে মানুষ এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, সে মানুষ মানুষই নয়। আপনার যথাসর্ব্বস্ব রাজা লক্ষ্মণ-সেন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন; আপনাকে পথের ভিখারী করিয়াছেন; আপনার সহধর্ম্মিণী সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী—তাঁহার প্রতিও ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন। ইহাতেও কি আপনার হৃদয়ে একটুও উদ্দীপনার অনল প্রজ্বলিত হয় না!"

ত্রিলোচন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজা লক্ষ্মণ-সেনের সম্বন্ধে আপনি কি করিবেন, কিছু স্থির করিয়াছেন কি? প্রতিজ্ঞার বিষয় মনে আছে কি?"

ত্রিলোচন বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিশ্বেশ্বর উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা-পালনের কি করিলেন?"

ত্রিলোচন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! "এঁ্যা—এঁ্যা!—প্রতিজ্ঞা!" তন্দ্রাঘোরে ত্রিলোচন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে সে প্রতিজ্ঞার বিষয় একবার যেন বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর পুনরপি উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"আপনার সেই অর্থসম্পৎ, আপনার সেই পদমর্য্যাদা—সম্মান-সম্ভ্রমের বিষয় স্মরণ করুন! আর স্মরণ করুন,—সতী-লক্ষ্মীর অশ্রুপাত! কি অবস্থায় রাজা লক্ষ্মণ-সেন তাঁহাকে গৃহত্যাগিনী করিয়াছেন, তাহাও স্মরণ করুন। সেই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে প্রস্তুত হউন।"

ত্রিলোচন।—"যাহা কিছু বলিতেছ, সকলই স্মৃতিপটে জাগরুক আছে। কিন্তু আমার আর কি সামর্থ্য আছে? আমি আর কি করিতে পারি?"

বলবন্ত সিংহ উত্তর দিলেন,—"মনে করুন, আপনার এখন আর কিছুরই অভাব নাই। স্মরণ রাখিবেন,—আমাদের সকল সম্পত্তিতেই আপনার পূর্ণ অধিকার। যত টাকা চাই, আমরা দিব; আপনি কি চান বলুন।"

টাকার কথায় ত্রিলোচনের মনটা প্রফুল্ল হইল। আবার যেন কাণের কাছে, 'ঝন ঝন্ ঝনাৎ' শব্দ বাজিয়া উঠিল। ত্রিলোচন উত্তর দিলেন,—"আপনাদের দয়ায় সকলই হইতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা আপানাদের কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে!"

"হা—হা—হা!"—হাস্য করিয়া বলবন্ত সিংহ উত্তর দিলেন,—"আপনি সঙ্গে থাকিলেই আমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আপনার অর্থসম্পৎ আপনি যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হন, আপনার সহধর্ম্মিণীর যাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়,—ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

ত্রিলোচন পুনরায় কহিলেন—"কিন্তু আমি আপনার কি উপকারে আসিব?

বলবন্ত সিংহ।—"আপনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত! আজ বিশ্রাম করুন; কাল প্রভাতে বজরা যেখানে উপনীত হইবে, কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।"

এই বলিয়া বলবন্ত সিংহ গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। ত্রিলোচন ও বিশ্বেশ্বর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলেন।

দুই জনে দুই পার্শ্বে দুই খট্টাঙ্গে শয়ন করিলেন। ত্রিলোচনকে হস্তগত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া বিশ্বেশ্বরের আনন্দের অবধি রহিল না। কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের নানা সুখময় চিত্র দর্শন করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যেই বিশ্বেশ্বর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চিন্তার তরঙ্গে ত্রিলোচন উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোচন কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"মহতের আশ্রয় পাইয়াছি; ভালই হইয়াছে। ইহাঁদের কৃপায় হয় তো আমার দুঃখনিশার অবসান হইতে পারে।" তবে একবার মনে হইল,—"কিন্তু কেন ইহাঁরা আমাকে আদর-যত্ন করিতেছেন? আমার দ্বারা ইহাঁদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে? মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের প্রতিই বা ইহাঁদের এত বিরাগ-ভাব কেন?"

পরিশেষে স্থির করিলেন,—'ভাবিয়া আর ফল কি? অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। দেখা যাউক, প্রভাতেই বা কোন্ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই।'

* * *

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্রে।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাত হইলে, জলঙ্গীর কূলে, রাজধানী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে, এক আরণ্য-প্রদেশে বজরা বাঁধিবার আদেশ ছিল। বজরা বাঁধিলে মাঝিরা বজরা হইতে নামিয়া আপনাদের আহারাদির উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বজরার ছাদে ফরাসের বিছানা পাতা হইয়াছিল। সেখানে তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বলবন্ত সিংহ উপবেশন করিলেন। তাম্রকূট-ধূমে দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর রায় ত্রিলোচন বসুকে সেই বজরার ছাদে লইয়া আসিলেন। বিশ্বেশ্বর ইতিপূর্ব্বে আত্মীয়তা জানাইয়া ত্রিলোচনের বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। ত্রিলোচন ফরাসের এক পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরস্পর যথারীতি অভিবাদন হইল।

প্রভাতে যে কথা শুনিবার জন্য ত্রিলোচন কৌতূহলাক্রান্ত ছিলেন, এইবার প্রসঙ্গতঃ সেই কথার আলোচনা উপস্থিত হইল। বলবন্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কর্ত্তব্যাবধারণ কিছু করিয়াছেন কি?"

ত্রিলোচন বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—"কি কর্ত্তব্য,—কিসের কর্ত্তব্য?"

বলবন্ত সিংহ।—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সম্বন্ধে!"

ত্রিলোচন।—"তিনি রাজচক্রবর্ত্তী ; আমি সামান্য প্রজা-মাত্র। উৎপীড়িত হইয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তাঁহার কি করিতে পারি ?"

বলবন্ত সিংহ।—"আপনি যদি আমাদের সহায়তা করেন, আমরা দুষ্টকে উপযুক্তরূপ দণ্ড দিতে পারি।"

ত্রিলোচন।—"আপনি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছেন ? আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমি কি করিতে পারি ?"

এইবার বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—"আপনার সামর্থ্যাসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই ; মহারাজ বলবন্ত সিংহ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। সেইমত কার্য্য করিলেই অত্যাচারীর সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।"

বলবন্ত সিংহকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ? আমার কি সাহায্য প্রয়োজন ? আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, আমি সে সাহায্য অবশ্যই করিব।"

বলবন্ত সিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আপনি আমা-দের সহায়তা করিতে সম্মত আছেন, ইহাতে বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের উচ্ছেদ-সাধনে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব।"

ত্রিলোচনের হৃদয়ের মধ্যে কি যেন কিসের আঘাত পড়িল। ত্রিলোচন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আপনা-দের কি সাহায্য করিতে পারিব ? ক্রোধে ক্ষোভে অনেক কথা মনে আসে বটে ; কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন আমাদের দেশের

সম্রাট ;—তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের বিষয় চিন্তা করিতেও প্রাণের ভিতর কেমন একটা বাধা উপস্থিত হয়।”

বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—“সে কি! আপনি সে কি বলেন! যে অত্যাচারী, সে আবার রাজা কিসে? প্রজাপালন—রাজধর্ম্ম। আপনাদের ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজা লক্ষ্মণ-সেন রাজধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে আবার সঙ্কোচের বিষয় কি আছে?”

ত্রিলোচন পুনরায় কহিলেন,—“মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনকে দণ্ডদান সম্বন্ধে আপনারা কিরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আমার নিকট প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?”

বলবন্ত সিংহ উত্তর দিলেন,—“আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আপত্তি! আপনাকে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিব বলিয়াই তো আপনাকে আমাদের সঙ্গে এই নিভৃত স্থানে আনিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরকে আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় বিবৃত করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিলেন,—“মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের আধিপত্যের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই নবদ্বীপ-রাজ্য অন্যের অধিকার-ভুক্ত হইবে। আমরা সাহায্য করি বা না করি, সে গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। যদি আমরা সে পক্ষে—নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যচ্যুতি বিষয়ে—সহায়তা করি, আমাদের অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইতে পারে। আপনার আর কি ধনসম্পত্তি ছিল! আসুন—মহারাজ বলবন্ত সিংহের সহায়তা করুন। রাজ্য অধিকার-ভুক্ত হইলে আপনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা

হইবেন। মহারাজ সে বিষয়ে পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত আছেন। এমন সুযোগ আপনি কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। আসুন—আমরা উভয়েই মহারাজের দক্ষিণ-হস্তরূপে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই।”

ত্রিলোচন।—“তুমি সৈনিকের কার্য্যে পটু। তোমার সাহায্য পাইলে মহারাজের অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা কি উপকার সম্ভবপর?”

বিশ্বেশ্বর।—“আপনার দ্বারা কি উপকার সম্ভবপর? তবে স্পষ্ট করিয়া বলি, শুনুন। আপনি এ দেশের পথ-ঘাট সমস্তই অবগত আছেন। কোন্ ঘাটি কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, আপনার কিছুই অবিদিত নাই। কোনও কোনও স্থলে আপনার অনুগত ব্যক্তিও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আমরা যখন সৈন্য-পরিচালন করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে অগ্রসর হইব, আপনি যদি পথঘাট প্রদর্শন করেন, ঘাটিদারদিগকে হস্তগত করিতে পারেন, কত উপকার হয়! মনে করুন দেখি—ইহার অপেক্ষা সাহায্য আর কি হইতে পারে?”

ত্রিলোচনের অন্তরে আবার যেন এক গুরু-স্পন্দন অনুভূত হইল। ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—“হা ভগবান! এই কার্য্য করিবার জন্যই কি আমার প্রাণদণ্ড স্থগিত হইয়াছিল?”

ত্রিলোচনকে নিরুত্তর দেখিয়া বলবন্ত সিংহ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—“আপনি নিরুত্তর রহিলেন যে!”

ত্রিলোচন।—“কি উত্তর দিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। তবে উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে। যদি অনুমতি করেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করি।”

বলবন্ত সিংহ।—"অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

ত্রিলোচন বিশ্বেশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"বিশ্বেশ্বর! রাজা লক্ষ্মণ-সেনের দুর্ব্যবহারে আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইতে পারে সত্য। আমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য মহারাজ বলবন্ত সিংহের সাহায্য-প্রার্থী হইতে পারি, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি কেন স্বদেশের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের সম্বন্ধে তোমার তো কোনই অনুযোগের কারণ নাই! তুমি এখন প্রবাসী হইলেও তোমার পৈতৃক সম্পত্তির আয় নিয়মিতরূপে পাইয়া থাক। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের অনুগ্রহই তাহার একমাত্র কারণ। তথাপি তুমি কেন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছ?"

বিশ্বেশ্বর স্থির-ধীরভাবে কহিলেন,—"আমি নিমকের চাকর। যাঁহার নিমক খাই, তাঁহারই আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমাকে যাঁহারা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, আমি এখন যাঁহাদের বৃত্তিভুক্ হইয়া দিনযাপন করিতেছি, তাঁহাদের ইষ্ট-সাধন ভিন্ন আমার কর্ম্মান্তর নাই।"

ত্রিলোচনের মনে মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না।

বলবন্ত সিংহ কহিলেন,—"কেমন! আপনি আমাদের সহায়তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন তো?"

ত্রিলোচন যেন একটু পাশ কাটাইবার চেষ্টা পাইলেন; কহিলেন,—"নবদ্বীপাধিপতির রাজত্ব যেরূপ সুরক্ষিত, তাহাতে এ রাজ্যে অপরের প্রবেশ-লাভ কখনই সম্ভবপর নহে।"

বিশ্বেশ্বর।—"সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না। স্বর্গের দেবতারা এখন আমাদের সহায় হইয়াছেন। কতকগুলি দেবযোদ্ধা স্বর্গ হইতে আমাদিগের সহায়তা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাহুবলে সসাগরা ধরিত্রী প্রকম্পিত হইবে। এখন ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই আমাদের সাফল্যের বিষয়ে আপনার আর সংশয় থাকিবে না।"

বিশ্বেশ্বর আরও বলিলেন,—"এ যাত্রায় আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই; এ যাত্রায় আমরা কেবল পথঘাটের সন্ধান লইয়া যাইতেছি। রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সেই দেবযোদ্ধাদিগের সহিত অভিযানে অগ্রসর হইব, তখনই আপনি আমাদের কৃতকার্য্যতার বিষয় বুঝিতে পারিবেন।"

প্রাণটা আবার চমকিয়া উঠিল। "দেবযোদ্ধগণ! কে তাঁহারা!" ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন আমায় যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন বটে; তাঁহা কর্তৃক আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পনায় হৃদয় যেন পুনঃ-পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে। এ জীবনে অনেক পাপকার্য্য করিয়াছি; কিন্তু কোনও পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠানেই বিবেক তো এতটা বাধা প্রদান করে নাই?"

ত্রিলোচন বিষম ভাবনায় পড়িলেন। "বিশ্বেশ্বর দেবযোদ্ধগণের কথাই বা এ কি বলে! ইহারা কি কাহারও চর-রূপে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে? লক্ষ্মণ-সেন আমার প্রতি যতই অত্যাচার করুন, তিনি স্বদেশের সম্রাট। আমার প্রতি যদিও তিনি দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার

স্বদেশের সম্রাট। ইহারা কি আমার স্বদেশের অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অপরের হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিতে চায়! না—আমি এমন কাজে কখনই সহায়তা করিতে পারিব না।"

ত্রিলোচনের একবার মনে হইল,—"না—আমি পারিব না! স্পষ্ট করিয়াই এ কথা বলিয়া দিই।" কিন্তু আপনার অবস্থার বিষয় মনে পড়ায় সে কথা কহিতে সঙ্কোচ আসিল।

ত্রিলোচনকে চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া, বলবন্ত সিংহ উৎসাহ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনি বিপুল অর্থের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই জলঙ্গীর বক্ষে বসিয়া, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,—আমি আপনাকে কুবেরের ভাণ্ডার প্রদান করিব। আপনি কত টাকা চান,—কি চান, আমায় খোলসা করিয়া বলুন।"

আবার টাকা! কাণের কাছে আবার যেন টাকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মন আনন্দে বিভোর হইল। ত্রিলোচন সম্মতি-জ্ঞাপনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এ কি! ত্রিলোচন আবার এ কি শুনিলেন! কে যেন কাণের কাছে বলিয়া গেল,—'টাকাও যা, ধূলাও তা।'

নবদ্বীপে মাঘী-পূর্ণিমার দিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মানসপটে প্রতিভাত হইল। দেখিলেন,—তাঁহার সর্ব্বস্ব গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে কহিতেছেন,—"টাকাও যা, ধূলাও তা!"

ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—"টাকা তুচ্ছ! টাকার লোভে স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে কখনই পারিব না।"

কিন্তু ত্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না।

'মৌনে সম্মতি' বুঝিয়া বলবন্ত সিংহ কহিলেন,—"আপনাকে পাইয়া, আপনার সহায়তা পাইব বুঝিয়া, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। রাজধানীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই আপনার মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার পক্ষে চেষ্টা করিব। আপনি প্রমাণ পাইবেন,—আমাদের কথাও যা, কাজও তাই।"

কতকটা কৌতূহল বশে, কতকটা উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া ত্রিলোচন নতমুখে নীরবে সম্মতি জানাইলেন।

সারাদিন সেই আরণ্য-প্রদেশে বজরা বাঁধা রহিল। সন্ধ্যার পর বজরা ছাড়িয়া তাঁহারা গন্তব্য-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, স্থির ছিল। নৈশ-অন্ধকার প্রহরীর চক্ষে ধূলিপ্রদানের পক্ষে উপযোগী মনে করিয়া অনেক সময়েই রাত্রিকালে বজরা চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দিবসে যখন বজরা কাহারও নেত্রপথে পতিত হইত, অথবা কেহ বজরার আরোহীদিগের সন্ধান লইতে আসিত, তীর্থ-যাত্রীদিগের বজরা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যে তীর্থযাত্রিগণের অবারিত দ্বার। তীর্থযাত্রীর নাম শুনিলে কাহারও প্রতি কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিত না।

কিন্তু তস্করের চিত্ত সদাই সন্দেহযুক্ত। তাই এই বজরার আরোহিগণ অনেক সময় গোপনভাবে বজরা চালাইবার চেষ্টা পাইতেন। বিশেষতঃ, এখন বজরা দেশে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত : সুতরাং এখন তাঁহাদের মনে সঙ্কোচের ভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * *

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কমলমণি।

ত্রিলোচন বসুর মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহই আর তাঁহার কোনও সন্ধান পাই-লেন না। ত্রিলোচন নিজে তো কাহারও কোনও সন্ধান লইলেনই না; তাঁহার সন্ধান লইবারও অবসর কেহ পাইল না;—এমনই চকিতের ন্যায় তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটিল।

ত্রিলোচনের সহধর্ম্মিণী কমলমণি পতির মুক্তির জন্য যথাসামর্থ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। নূতন গ্রামের বাস উচ্ছেদ হইলে তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। কিন্তু অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। কমলমণির পিত্রালয়ে উপস্থিত হইবার অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন; জননী পতিসহ সহমৃতা হন। সংসারে অপগণ্ড কনিষ্ঠ মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহাকেই উপলক্ষ করিয়া কমলমণি নবদ্বীপে আগমন করেন। সেখানে গঙ্গাতীরে এক গৃহস্থের কুটিরে আশ্রয় লন। গৃহস্থ—দূর-সম্পর্কে তাঁহার মাতুল হইতেন। কমলমণির সেই দূর-সম্পর্কিত মাতুলের নাম—হলধর রায়। রায় মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না। সংসারে একমাত্র পত্নী ভিন্ন তাঁহার আর অপর কোনও বন্ধন ছিল না! পূর্ব্বে রাজসরকারে তিনি সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় চাকরীতে জবাব হইয়াছে। কিন্তু রাজসরকার হইতে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সেই বৃত্তি-হেতু তিনি রাজ-সংসার হইতে আপনাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য চাউল ডাউল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। সেই বৃত্তিতেই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। আকাঙ্ক্ষাও অধিক ছিল না; সুতরাং যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই আনন্দে দিন কাটিয়া যাইত। গঙ্গাবাসে ইষ্টচিন্তা ভিন্ন তাঁহাদের মন অন্য চিন্তায় কখনও উদ্বেলিত হইত না।

আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া কমলমণি যেদিন রায় মহাশয়ের কুটিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেদিন আর আনন্দের অবধি রহিল না। রাজ-সংসার হইতে তাঁহারা যে সামান্য বৃত্তি পান, সে বৃত্তিতে দুই জনের অধিক লোকের যে কুলান হইতে পারে না, সে চিন্তা তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পাইল না। আপনাদের উদরপূর্ত্তি হউক বা না হউক, অভ্যাগত আত্মীয়ের কোনরূপ কষ্ট না হয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সদাই তৎপক্ষে যত্নশীল রহিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল; ত্রিলোচন বসুর মুক্তির জন্য রায় মহাশয়ও সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ত্রিলোচনের মুক্তি-লাভের কোনই উপায় করিতে পারিলেন না। ত্রিলোচনের প্রাণদণ্ড হইবে, ইহাই সাব্যস্ত ছিল। কিন্তু মিথিলার যুদ্ধ উপলক্ষে সকলেরই মন চঞ্চল থাকায় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন প্রাণদণ্ডের আদেশ কিছুদিন স্থগিত রাখিয়াছিলেন। এখন ঘটনাচক্রে যদিও ত্রিলোচন মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু কমলমণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। রাজকর্ম্মচারিগণের কেহ কেহ রায় মহাশয়ের গৃহে ত্রিলোচন

বসুর স্ত্রীর অবস্থানের বিষয় অবগত ছিলেন। মুক্তির পর তাঁহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা ত্রিলোচনকে রায় মহাশয়ের গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। আর তাহা হইলে, মহারাজের নিকট আবেদন করিলে, হয় তো ত্রিলোচনের ও তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধেও মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কোনও-না-কোনও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু ত্রিলোচন নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে সুবিধা কিছুই ঘটিল না।

ত্রিলোচন মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু একবার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এ দুশ্চিন্তা পত্নীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। মুক্তির কথাটি একবার বিশ্বাস হইল, একবার বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কমলমণির মনে হইল,—বুঝি বা তিনি নাই;—বুঝি বা লোকে স্তোক-বাক্যে তাঁহাকে ভুলাইতেছে।

চিন্তা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ক্লিষ্ট হইয়া আসিল। যে দিন ত্রিলোচনের মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল, সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না; কমলমণি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রে বিষম জ্বরে তাঁহার দেহ আক্রান্ত হইল! বৃদ্ধ রায় মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সারারাত্রি কমলমণির পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একদিনের জ্বরেই শরীর এত শীর্ণ হয়, এত অবসন্নতা আসে,—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এত বয়সেও পূর্ব্বে কখনও তাহা দেখেন নাই।

রাত্রিতে দুইবার মূর্চ্ছা হইল। দুইবারই প্রাণ-সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় সেই রাত্রেই রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়া

আনিলেন। রাত্রি বলিয়াও, দরিদ্রের কুটীরে আসিতে হইতেছে বলিয়াও, রাজ-বৈদ্য দ্বিধা করিতে পারিলেন না। নবদ্বীপাধিপতির আদেশ—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, যাঁহাদেরই যখন প্রয়োজন হইবে; সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র রাজ-বৈদ্যকে তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য যাইতে হইবে। সহরের বিভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজবৈদ্য নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রতিই ঐ একইরূপ আদেশ প্রচারিত ছিল। সুতরাং দরিদ্র রায় মহাশয়ের গৃহে আসিতেও রাজ-বৈদ্য বিলম্ব করিতে পারিলেন না।

রাজবৈদ্য আসিয়া বিশেষভাবে রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। অনেকক্ষণ নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া রহিলেন। স্পন্দন অনুভূত হইল না। কবিরাজ মহাশয় কমলমণিকে তীরস্থ করিবার পরামর্শ দিলেন।

গঙ্গার তীরেই রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র কুটীর! জীবনের শেষ কয়টা দিন গঙ্গাবাস করিবার জন্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া গঙ্গার তীরে, নগরের প্রান্তভাগে, বৃদ্ধ রায় মহাশয় এই কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। কুটির হইতে তীরস্থ করা আয়াসসাধ্য নহে। সুতরাং বৃদ্ধবৃদ্ধা দুইজনে ধরাধরি করিয়া কমলমণিকে তীরস্থ করিলেন। কমলমণির কনিষ্ঠ—বালক রামদাস—'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিল!

দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ রায় মহাশয় গঙ্গাতীরে কমলমণির পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রতিবেশী দুই এক-জনকে ডাকিতে গেলেন। রামদাস ব্যাকুল অন্তরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

রোগিণী এরূপভাবে বালু-শয্যায় অবস্থিত যে, সহসা তৎপ্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে, মনে হয়— অনেকক্ষণ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এক এক বার তাহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটী করুণ-ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। আর তাহাতেই বুঝা যাইতেছে,—তখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। সে ধ্বনি—"একবার দেখা হবে না!" পীড়ার সূচনা হইতে সারারাত্রি ঐ একমাত্র বুলি। রোগিণী সকল সময়ই নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া আছে; মধ্যে মধ্যে এক এক বার কেবল ঐ ধ্বনি তাহার প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে।

এই অবস্থায় মুমূর্ষু কমলমণিকে স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয় গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন,— শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন! সহসা, রোগীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে,—'একবার দেখা হবে না!'— এই হতাশ-প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে,—তটভূমি প্রকম্পিত করিয়া, গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর আসিল,—"দেখা হবে! অবশ্যই দেখা হবে। সতী-লক্ষ্মীর কামনা কখনই অপূর্ণ থাকে না।" সেই অপরিচিত কণ্ঠের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। ভয়-বিস্ময়-বিমিশ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি!"

"আমি যেই হই, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। যাঁহাকে মুমূর্ষু মনে করিয়া তীরস্থ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তিনি সতী-লক্ষ্মী; তাঁহার সাধ অপূর্ণ থাকিতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। উহাঁর যখনই মৃত্যু হইবে, পতির চরণে মস্তক রাখিয়া দিব্যধামে গমন করিবেন। এখনও সে দিনের বিলম্ব আছে। আপনি আর অনর্থক তীরে বসিয়া কষ্ট পাইবেন না। অনুমতি করুন, আমি মা-জননীকে ক্রোড়ে লইয়া আপনার কুটিরে রাখিয়া আসি।"

রায় মহাশয় কহিলেন,—"আপনি কে? আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্রতার কোনই আবশ্যক নাই। পরিচয় দিবার মত আমার কিছুই নাই। নবদ্বীপের ঘাটে মধ্যে মধ্যে একটা পাগলা সন্ন্যাসী আসিতেন, শুনিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই শিষ্য। তাঁহারই আদেশে আমি আপনাদের এখানে আসিয়াছি। আপনাদের সকল অবস্থাই তিনি অবগত আছেন।"

"পাগলা সন্ন্যাসী!" রায় মহাশয় কহিলেন,—"সেই পাগলা সন্ন্যাসী! ত্রিলোচন বসুর সর্ব্বনাশের মূলীভূত—সেই পাগলা সন্ন্যাসী!"

আগন্তুক উত্তেজিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"হাঁ—হাঁ! ত্রিলোচনের প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা সেই মহাপুরুষ! তিনি না অনুগ্রহ করিলে ত্রিলোচনের প্রাণদণ্ড কেহই স্থগিত করিতে পারিত না।"

এই বলিয়া আগন্তুক আপন হস্তস্থিত একটী শিকড়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"মহাপুরুষ এই ঔষধ প্রদান করিয়াছেন; এই ঔষধের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেই রোগিণী সুস্থ হইবেন।"

পাগ্‌লা সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া, রায় মহাশয়ের চিত্ত নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যে পাগ্‌লা সন্ন্যাসী ত্রিলোচনের সর্ব্বনাশের মূলীভূত, সেই পাগ্‌লা সন্ন্যাসীই তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!—এ সংবাদ সহরময় রাষ্ট হইয়াছিল। রায় মহাশয়ও এ সংবাদ শুনিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রতি রোষের সঞ্চার হইলেও আপনা-আপনিই সে রোষ অপনীত হইয়াছিল। আগন্তুকের বাক্যে তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন।

আগন্তুক কমলমণির নাসাগ্রে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত শিকড়টী ধারণ করিলেন। সেই শিকড়ের ঘ্রাণ-গ্রহণে মুহূর্ত্ত-মধ্যেই কমলমণির অবস্থা একটু পরিবর্ত্তিত হইল;—তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রায় মহাশয় নাড়ী দেখিয়াও কমলমণির স্বচ্ছন্দতার বিষয় বুঝিতে পারিলেন।

আগন্তুক কহিলেন,—"এই দেখুন, অবস্থা কত পরিবর্ত্তিত। চলুন, আমি উঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কুটিরে রাখিয়া আসি।"

আপত্তি জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও রায় মহাশয় কোনরূপ আপত্তি জানাইতে পারিলেন না। রায় মহাশয় সমভিব্যাহারে কমলমণিকে লইয়া, আগন্তুক কুটিরে পৌঁছিয়া দিলেন। কমলমণি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আগন্তুক প্রস্থান করিলেন।

রায়-গৃহিণী ও রামদাস যখন দুই চারি-জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কমলমণি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পাগ্‌লা সন্ন্যাসী আসিয়া মৃতের জীবন-দান করিয়া গিয়াছে, প্রভাতে সহরময় সেই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

* * *

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার ঘাটে।

শ্মশান হইতে মরা-মানুষ বাঁচিয়া আসিয়াছে; আর পাগ্‌লা সন্ন্যাসী তাহাকে বাঁচাইয়াছে;—বায়ু-বিচালিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের

ন্যায় প্রভাতে এই সংবাদ সহরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পাগ্‌লা-সন্ন্যাসীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথাও বিঘোষিত হইতে লাগিল।

সদরে সেই কথার আলোচনা, অন্দরে সেই কথার আলোচনা, বৈঠকে সেই কথার আলোচনা, মজলিসে সেই কথার আলোচনা—হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বত্রই সেই কথার আলোচনা।

গঙ্গার ঘাটে স্ত্রী-মহলে আজ কেবল সেই আলোচনাই চলিয়াছে। কেহ কহিতেছেন,—'মহাপুরুষের কি অপার মহিমা!' কেহ কহিতেছেন,—'পাগ্‌লা-সন্ন্যাসী সত্যই মহাপুরুষ!' কেহ কহিতেছেন,—'পাগ্‌লা-সন্ন্যাসীর যে এতটা ক্ষমতা, তা যদি আগে জান্‌তে পার্‌তাম!'

এক বর্ষীয়সী আপনার প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—"আশ্চর্য্য!—দিদি, আশ্চর্য্য! মরা মানুষ বাঁচিয়ে দিয়েছে।" প্রতিবেশিনী বলিতেছে,—"মহাপুরুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তিনি বালিমুঠা ধরিলে টাকা-মুঠা হয়! তিনি ফাঁসিকাঠ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসেন!"

বর্ষীয়সী।—"এ সব প্রত্যক্ষ ব্যাপার! অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

প্রতিবেশিনী।—"এমন মহাপুরুষকে চ'খের সাম্‌নে পেয়ে চিন্‌তে পারি-নি!"

বর্ষীয়সী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"হায়! আগে যদি চিন্‌তে পার্‌তাম!"

গোবর্দ্ধনের জননী এই সকল কথা শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। সম্মুখে আসিয়া, মুখ-চোখ বাঁকাইয়া, হাতনাড়া দিয়া, কহিতে লাগিল,—"আরে আমার মহাপুরুষ রে! ত্রিলোচনের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দিল!—তিনি আবার মহাপুরুষ! ধূলা-মুঠা নিয়ে যদি টাকা-মুঠা ক'রবারই ক্ষমতা থাক্‌তো, তাহ'লে আর ত্রিলোচনকে জেলে পচে মর্‌তে হ'ত না! আমি যদি সেই পাগলাটাকে কখনও একবার সাম্‌নে পেতাম্‌, তাহ'লে তার ভণ্ডামি-গিরি ছুটিয়ে দিতাম!"

ঐ কথা শুনিয়া, রামের পিসী জিব্‌ কাটিয়া, বাধা দিয়া কহিলেন,—"ছি—ছি! দিদি, অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই! ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে হয়; কার মুন্নিতে কি হয়, কে ব'লতে পারে। অমন অধর্ম্মের কথা মুখে এন না।"

গোবর্দ্ধন-জননীর রোষ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। মুন্নির ভয় দেখান হইয়াছে, অধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? গোবর্দ্ধন-জননী ক্রোধ-কম্পান্বিত কলেবরে, গালি দিতে দিতে কহিল,—"তবে রে শতেক-খোয়ারি! আমায় ধর্ম্ম দেখাতে আসিস্‌! ঘেটার মাথা খা!—উচ্ছন্ন যা।"

কোন্দল মুখে মুখে আরম্ভ হইয়া শেষ হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ঘাটের অন্যান্য মহিলারা উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—দুই জনকে দুই দিকে সরাইয়া দিলেন। মুখে দুই জনেই আস্ফালন করিতে লাগিল। গোবর্দ্ধন-জননীর গঙ্গাস্নান মাথায় রহিল। সে গালি দিতে দিতে তীরে উঠিয়া পুত্র গোবর্দ্ধনের সহায়তার জন্য প্রস্থান করিল।

প্রায় প্রতি ঘাটেই পাগ্‌লা-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক।

শিবতলার ঘাটে রৌদ্র-রস অপেক্ষা করুণ-রসের উচ্ছ্বাসই প্রবল মাত্রায় প্রবাহিত হইল। কোনও মহিলা বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"মহাপুরুষ যখন এত দয়াবান, আমার মণির সন্ধান তিনি কি ক'রে দিতে পারেন না! দিদি, জান তো বল—মহাপুরুষ কোথায় আছেন! আমি গিয়া তাঁর শরণাপন্ন হই।"

সঙ্গিনী সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিল,—"দিদি! উতলা হ'ও না। বাবা ব'লেছেন, মাঘী-পূর্ণিমার দিন, মহাপুরুষ প্রতি বৎসরই নবদ্বীপের ঘাটে স্নান করতে আসেন।"

মহিলা।—"অভাগিনী যেখানে ধায়, সাগর শুখায়ে যায়। এবার কি আর মহাপুরুষ এ ঘাটে আসিবেন! তিনি তো কখনই আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিবেন না। এবার তাঁহার মাহাত্ম্য-কথা যেরূপভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সকলেই যে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবে! সে অবস্থায় তাঁহার এখানে আসা সম্ভব কি?"

সঙ্গিনী।—"বাবা বলিয়াছেন, তিনি নিস্পৃহ। পরিচয়-অপরিচয়ে তাঁহার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই! তিনি যেমন আসেন, তেমনই আসিবেন। দিদি! তুমি আর দিন কয়েক মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখ; মহাপুরুষের কৃপায় তোমার মণিকে নিশ্চয়ই তুমি ফিরিয়া পাইবে।"

মহিলা।—"কত দিন, কত বৎসর কাটিয়া গেল। কত দেশে কত রকমে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কেহই তো কৈ মণির সন্ধান বলিতে পারিল না!"

সঙ্গিনী।—"মহারাজ কি বলেন?"

মহিলা।—"তিনি কেবলই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।

বলিয়াছেন,—'মা! তোর মণিকে আগামী মাঘী-পূর্ণিমার মধ্যেই ফিরিয়া পাইবি। তাহার সন্ধানে দেশে দেশে লোক প্রেরিত হইয়াছে।' কিন্তু বোন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না।"

সঙ্গিনী।—"মণির পিতা যখন রাজ-কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে গিয়াছেন, তখন অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি হইবে না। তুমি কেন এত উতলা হইতেছ!"

মহিলা।—"উতলা কেন হই, কি বলিব? নয়নমণি অপহৃত হইলে, অন্ধের অবলম্বন যিনি ছিলেন, এখন তিনিও নিকটে নাই! আমি কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে জীবনধারণ করি? বোন্!—তুমি যদি ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে না থাকিতে, গঙ্গাস্নানে আসিয়া এত দিন কোন্ কালে আমি মার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতাম!—জননীর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শরীরের জ্বালা কোন্ কালে জুড়াইতে পারিতাম! বোন্!—জনি-না, আর জন্মে তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা ছিল।"

সঙ্গিনী।—"দিদি! তোমার সকলই বাড়াবাড়ি।"

এই সময় কাত্যায়নী সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। কাত্যায়নীকে দেখিয়াই সঙ্গিনী কহিল,—"দিদি! তুমি যেমন পুত্রহারা, উনি তেমনই কন্যাহারা। উঁহারও একমাত্র কন্যা। সে কন্যাকে উনি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দেখ দেখি, উনি কেমন মনকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন!"

কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মন দৃঢ় না রেখে আর ক'রছি কি? উপায় তো আর নাই!"

এই বলিয়া কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এঁরই পুত্রের

কথা সেদিন ব'লছিলে নয় ? এঁদেরই নিবাস কেঁদুলীতে ? ইনিই কি বামাদেবী ?"

সঙ্গিনী উত্তর দিল,—"হঁ্যা দিদি, এঁর কথাই সেদিন তোমাকে ব'লছিলাম। ইহাঁরই পুত্রের সন্ধানের জন্য মহারাজ পুরুষোত্তমে লোক পাঠিয়েছেন। পুরুষোত্তম যাওয়ার সময় পথে যে তুমি এক ব্রহ্মচারী বালককে দেখার কথা বলেছিলে, সেই বালকই ইহাঁর পুত্র হওয়া সম্ভব।"

বামাদেবী আগ্রহান্বিত হইয়া কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ—মা! তুমি সত্য-সত্যই আমার মণিকে দেখেছিলে কি ? গৌর-বরণ, বিস্ফারিত-লোচন, নবনীত-কোমল দেহ—সে রূপ যদি একবার দেখে থাক, কখনই ভুলতে পারবে না। হাঁ—মা! তুমি দেখেছ কি তাকে ?"

কাত্যায়নী কহিলেন,—"সত্যই সে রূপ ভুলবার নহে। আমার পদ্মাবতী যেমন রূপবতী, সে ব্রহ্মচারী বালকও সেইরূপ রূপসম্পন্ন। কিন্তু সে ব্রহ্মচারী বালক তোমার পুত্র কি না, তাহা বলিতে পারি না। সেরূপ কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হই নাই। তবে দেখেছি বটে তাকে। দেখেছি আর মনে মনে বলেছি,—'পদ্মাবতীর যদি এমন একটী বর মিলিত, বড়ই সুন্দর সাজিত।' বলেছি, আর অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হ'য়েছি। জগবন্ধুর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি,—'জগবন্ধু! আমার পদ্মাবতীকে তোমার চরণে সমর্পণ করিতে চলিয়াছি। কেন আমার প্রাণে অন্য চিন্তার উদয় করিয়া দিয়া আমায় পাতকগ্রস্ত করিতেছ ?' পরিশেষে, যতবারই ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, ততবারই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি ;—তাহাকে আর যেন দেখিতে না হয়,

এমনই ভাবে চক্ষু মুদিয়া পথ চলিয়াছি। মা! সে রূপের সত্যই তুলনা হয় না। পদ্মাবতীর সহিত যদি তাহার পরিণয় হইত, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মিলন ঘটিত।"

বালক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বামাদেবী কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু আর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাইলেন না। কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মা! আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পুরাণ স্মৃতি যতই মনে পড়িবে, ততই মন আকুল হইয়া উঠিবে। ইষ্ট-চিন্তা ভুলিয়া যাইব। যে সঙ্কল্প করিয়া পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে অর্পণ করিয়া আসিয়াছি, সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে। পদ্মাবতীর ভাবনা আর যেন ভাবিতে না হয়!—জগবন্ধু!—আমায় সেই সামর্থ্য দেও।"

এই বলিতে বলিতে কাত্যায়নী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার গর্ভে স্নানার্থ অগ্রসর হইলেন।

বামাদেবী আক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীকে কহিলেন,—"কাত্যায়নী মনকে প্রবোধ দিতে পারেন। উনি আপনার কন্যাকে জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি বোন্, কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই? আমি যে আমার প্রাণের মণিকে—অঞ্চলের নিধিকে এক দিনও অঞ্চল-ছাড়া করিতে পারি নাই! দিবারাত্রি বাছাকে নয়নে নয়নে রাখিতাম,—পলকহীন-নেত্রে সর্ব্বদাই তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম! কুক্ষণে উপনয়ন দিলাম, কুক্ষণে পৃথক শয্যা রচনা করিলাম, কুক্ষণে কালনিদ্রা আসিল; কুক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে চক্ষু চাহিলাম!—"

সঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল,—"আবার সেই পুরাতন কাহিনী! গঙ্গাস্নানে আসিয়াছ, গঙ্গাস্নান কর। মা জাহ্নবীকে ডাক। সূর্য্যদেবের আরাধনা কর। দেবতা প্রসন্ন হইলে, সকল সন্তাপ দূর হইবে।"

বামাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন,—"নিশিদিন তাই তো ডাকিতেছি। কৈ—দেবতা সদয় হ'লেন কৈ? আমার মণি ফিরে এল কৈ? মা জাহ্নবী!—মা গো! হয় আমায় তোর ক্রোড়ে স্থান দে;—নয়, আমার মণিকে এনে দে।"

সঙ্গিনী সান্ত্বনা-দানে কহিলেন,—"মা জাহ্নবী নিশ্চয়ই তোমার মণিকে এনে দেবেন। মাঘী-পূর্ণিমার স্নানে মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিলে, এবার সে সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। এখন এস, বেলা হ'ল, নাইবে এস!"

এই বলিয়া সঙ্গিনী হাত ধরিয়া বামাদেবীকে স্নান করাইতে লইয়া গেল।

স্নানান্তে উভয়ে সেই ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া শিবপূজা সমাপন করিলেন। প্রণামান্তে বামাদেবী প্রার্থনা জানাইলেন,—"হে বিশ্বনাথ! আমার মণিকে যেন ফিরে পাই।"

* * *

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

———o———

প্রত্যক্ষ-দর্শনে।

সন্তানকে পাইবার জন্য পিতামাতার প্রাণে যেরূপ আকুলি-ব্যাকুলি, সন্তানের প্রাণও পিতামাতাকে দেখিবার জন্য—

পিতামাতার সেবার জন্য—সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। যেদিন আনন্দদেব উপদেশ দিয়াছিলেন,—'পিতামাতার চরণ-সেবাই ব্রহ্মচর্য্য—পিতামাতার সেবাই সন্ন্যাস;' সেই দিন হৃদয়ে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, এখন সেই তরঙ্গে জয়দেবের দেহ-প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

জয়দেব ইষ্ট-সাধনায় বসেন, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন, অমনি যেন শ্রীভগবান সম্মুখে আসিয়া উপদেশ দেন,—'পিতামাতার সেবাই এখন তোমার একমাত্র ইষ্টসাধন।' তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, শ্রীহরির শ্রীচরণ চিন্তা করিতেছেন; দেখিতেছেন,—মা-জননী সম্মুখে আবির্ভূতা। তিনি ভগবৎ-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন; কিন্তু দেখিতেছেন,—সে পুষ্পাঞ্জলি মাতৃ-চরণে নিপতিত হইতেছে। মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা—সে আকাঙ্ক্ষা সকলই ব্যর্থ হয়।

জয়দেব রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গভীর নিশীথে নিভৃতে বসিয়া যুগল-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতেছেন; ডাকিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ! হে করুণাময়! পাপীর উপায়-বিধান করুন। একবার দেখা দেন;—জীবন সার্থক করি।"

ডাকিতেছেন, আর প্রেমাশ্রু-প্রবাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল পরিপ্লাবিত হইতেছে।

পুনঃপুনঃ করুণ-প্রার্থনায় করুণাময় যেন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সহসা দিব্যালোকে গৃহ আলোকিত হইল। জয়দেব চাহিয়া দেখিলেন,—এখন আর সে মৃণ্ময় মূর্ত্তি নাই! ভগবান এখন প্রত্যক্ষীভূত দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি দেখিয়াছিলেন—নবীন মেঘের ঢলঢল শ্যামল-মূর্ত্তি; কিন্তু দেখিলেন,—এ যেন 'নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং।' জলদ-কোলে সুবঙ্কিম ইন্দ্রধনু দেখিয়া সৌন্দর্য্য-সুষমায় কত সময় তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন; কিন্তু এ সুচিক্কণ ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগ দেখিয়া মনে মনে কহিলেন,—'মরি মরি! এ ভ্রূযুগে—'শঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং।'' তিনি কতবার দেখিয়াছেন,—শরতের স্নিগ্ধ শশধর; কতবার মনে করিয়াছেন,—সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর; কিন্তু এখন মনে হইল,—এ মুখ-চন্দ্রের বুঝি বা তুলনা নাই! দেখিলেন,—'মুখচন্দ্রবিনিন্দিত কোটী বিধুং।' তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন,—

"শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ড-শিখং
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতলং।
শ্রুতি দোলিত-মাকর-কুণ্ডলং,
কটিবেষ্টিত-পীতপটং সুধটং॥"

দেখিলেন,—কি সুন্দর তাঁর,—

"ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং,
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত ভানু-তনুং।"

কিবা তাঁর,—

"কল-নূপুর-রাজিত চারুপদং,
মণিরঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গ-মদং;
ধ্বজ-বজ্র-কুশাঙ্কিত পাদযুগং।"

দেখিলেন,—প্রতি পদনখরে কোটীচন্দ্রপ্রভা; দেখিলেন,—অলক্তক-রঞ্জিত চরণ-শোভা; দেখিলেন,—পীতধড়া মোহন-চূড়া! সুন্দর—কি সুন্দর! তেমন সৌন্দর্য্য তিনি তো কখনও

দেখেন নাই! তাঁহার নিত্যধ্যেয় বিগ্রহ-মূর্ত্তিতেও তো সে সৌন্দর্য্য ছিল না!

জয়দেব গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"করুণাময়! এত করুণা না হইলে লোকে তোমায় করুণাময় বলিবে কেন?"

একবার দেখা হইলে—একবার সাক্ষাৎ পাইলে, কত কথা কহিবেন, কত আব্দার জানাইবেন! বুকভরা আশা—প্রাণভরা কল্পনা! কিন্তু জয়দেব কোনও কথাই কহিতে পারিলেন না; তাঁহার আর কোনও প্রার্থনাই জানাইবার কামনা হইল না। তিনি নির্নিমেষ নয়নে কেবল চাহিয়া রহিলেন;—কেবল দেখিতে লাগিলেন—কি অপরূপ রূপ!

ভাব-বিভোর জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া স্নেহ-সম্ভাষে শ্রীভগবান কহিলেন,—"সখা! তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়া আছি। যে জন তোমার ন্যায় একান্তমনে আমার অনুসরণ করে, আমি তাহারই জন্য পাগল হই।"

জয়দেব বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভু! সেবকের প্রতি যদি এত দয়া—এত মমতাবান্, তবে ডেকে তোমার সাড়া পাই না কেন?"

শ্রীভগবান মধুর-কণ্ঠে কহিলেন,—"সখা! আমি তোমারই। যখনই তুমি ডাক, আমি তখনই তোমার নিকটে উপস্থিত হই।"

জয়দেব।—"কৈ—তবে তোমায় দেখ্‌তে পাই না কেন? যদি কাছেই থাক, তবে সাড়া পাই না কেন?"

শ্রীভগবান কহিলেন,—"ভাই! সংসারে যে তোমার একটী কর্ত্তব্য এখনও অবশিষ্ট আছে! রাজা আনন্দ-দেব তোমাকে সে

কথা অনেক দিন পূর্ব্বে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সে কর্ত্তব্য কেন তুমি বিস্মৃত হইয়া আছ? এ সংসারে পিতামাতার অপেক্ষা পূজার সামগ্রী শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। তাঁহারা নররূপী দেবতা। সেই প্রত্যক্ষ দেবতার সেবা-পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যখন কেবল আমার আরাধনায় একাগ্রচিত্ত হও, আমি মনে বড়ই ব্যথা পাই! তুমি আমার পরম আদরের—পরম স্নেহের। তোমাতে আমাতে অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমায় কেন প্রমাদে আচ্ছন্ন করে? আজ সেই কথা বলিবার জন্যই—সেই প্রমাদ দূর করিবার জন্যই তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছি। আর বিলম্ব করিও না। যত সত্বর সম্ভব, পতি-পত্নীতে স্বদেশে ফিরিয়া যাও। স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পিতামাতার পূজায় ব্রতী হও। ইহাই এখন তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইলে ইহসংসারে তোমার কার্য্য শেষ হইবে। তখনই তোমাতে আমাতে এক হইয়া যাইব।"

জয়দেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"ঠাকুর! এ পুরুষোত্তম পরিত্যাগ করিয়া গেলে তোমার দেখা পাইব কোথায়?"

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন,—"সখা! তুমি যেখানে থাকিবে, সেই তোমার পুরুষোত্তম। কেন্দুবিল্বে গমন করিয়া আমার যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিও। আমি তোমার গৃহে কমলার সঙ্গে চির-বিদ্যমান থাকিব।"

বিদ্যুতের জ্যোতিঃ সহসা যেন মেঘের কোলে মিশিয়া গেল। জয়দেব ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সে আলোক আর দেখিতে পাইলেন না।

প্রভাতে জয়দেব রাজা আনন্দদেবের নিকট আপনার

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন,—"রাজন্! পিতামাতার জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের স্বদেশ-গমনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দেন।"

রাজা আনন্দদেব আনন্দ-প্রকাশে কহিলেন,—"তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। মিথিলার যুদ্ধ-বিগ্রহ মিটিয়া গিয়াছে। দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। পথে আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। আমি আজিই তোমাদিগকে নবদ্বীপ-ধামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

* * *

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলনে।

গঙ্গাস্নানে আসিয়া, শিবপূজায় বসিয়া, বামাদেবী যখন প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—'হে বিশ্বনাথ! আমার প্রাণের মণিকে ফিরে এনে দেও;' সেই দিন সেই সময়ে সেই ঘাটে পত্নী পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া জয়দেব নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—কতক্ষণে জনক-জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিবেন। সারা পথ মনে মনে জনক-জননীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে আসিয়াছেন। বিধির কি অপূর্ব্ব বিধান! সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিলেন না। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জয়দেব সম্মুখেই আপন জননীকে দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়াই জয়দেব ছুটিয়া গিয়া চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"মা! আমি এসেছি।"

"মণি!—বাবা!—এলি!"—বলিয়া জননী সন্তানকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দরদরধারে আনন্দাশ্রু পতিত হইয়া উভয়েরই বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। পদ্মাবতী শ্বশ্রূদেবীকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পদ্মাবতীর পরিচয় প্রদান করিতে হইল না। বামাদেবী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কাত্যায়নীর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। বুঝিলেন,—ভগবানের কৃপায় কাত্যায়নীর কামনা পূর্ণ হইয়াছে;—লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন ঘটিয়াছে।

পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া বামাদেবী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মনে আনন্দ ধরে না। হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল।

... ...

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের নিকট যথাসময়ে সংবাদ পৌঁছিল। যথাসময়ে রাজকর্ম্মচারিগণ-সমভিব্যাহারে ভোজদেব প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পদ্মাবতীর পিতামাতার কর্ণেও যথাসময়ে জয়দেব ও পদ্মাবতীর মিলন-সংবাদ উপস্থিত হইল। আনন্দে তাঁহারা জগবন্ধুর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হেতু, তাঁহারা আর কন্যাজামাতাকে দেখিতে আসিতে পারিলেন না। তবে হৃষীকেশ কাত্যায়নীকে বলিলেন,—"কেমন? বুঝিলে এখন—জগবন্ধু কেমন করুণাময়?"

কয়েক দিন নবদ্বীপে অবস্থানের পর, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন জয়দেবের পিতামাতাকে কেন্দুবিল্বে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী তাঁহাদের অনুগমন করিবেন, স্থির হইল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

যে কয়দিন জয়দেব নবদ্বীপে ছিলেন, প্রতিদিনই সভাস্থলে 'গীতগোবিন্দ' গান করিতেন। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সে গান শুনিয়া ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। যে দিন গীতগোবিন্দ সমাপন হইল, সেই দিন মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—

"যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্,
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ
সাধ্বীমাধ্বীকচিন্তা নভবতিভবতঃশর্করেকর্করাসি,
দ্রাক্ষেদ্রক্ষন্তিকেত্বামমৃতমৃতমসিক্ষীরনীরংরসস্তে
মাকন্দ ক্রন্দকান্তাধরধরণিতলং গচ্ছযচ্ছন্তি যাব-
ত্তাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহজয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥
শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য,
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকৃতিত্বমস্তু।"

"হে বুধমণ্ডলি! হে ভক্তবৃন্দ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিতে চান, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেব গোস্বামী রচিত এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দিন হইতে জয়দেব

কবি বিরচিত এই গীতগোবিন্দ এই ধরাধামে শৃঙ্গারসারস্বত রস বিতরণ করিতেছে, সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার চিন্তায় আর মাধুর্য্য নাই; হে শর্করা! তুমি কঙ্কর-রূপে প্রতীয়মান হইতেছ; হে অমৃত! তুমি মৃতবৎ হইয়াছ; হে ক্ষীর! তোমার আস্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; হে দ্রাক্ষা! তোমার প্রতি আর কে চাহিয়া দেখিবে? হে আম্রবৃক্ষ! তুমি কাঁদ; হে কান্তাধর! তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর। ভোজদেবের ঔরসে এবং বামাদেবীর গর্ভে যাঁহার জন্ম, সেই জয়দেব কবি বিরচিত এই গীতগোবিন্দ-কাব্য পরাশর প্রভৃতি পূর্ব্বতম আচার্য্য-বান্ধব-বৃন্দের কণ্ঠ ভূষিত করুক।"

পরবর্ত্তিকালে এই উক্তি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে সংগ্রথিত হইয়া আছে। বুধমণ্ডলী আজিও সংশয়ান্বিত,—এ রচনা মহাকবি জয়দেবের; না—রাজাধিরাজ লক্ষ্মণ-সেনের!

* * *

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

জয়দেব কেন্দুবিল্বে গমন করিলেন। কিন্তু জয়দেবের স্মৃতি নবদ্বীপে উজ্জ্বল হইয়া রহিল। তিনি নবদ্বীপে কৃষ্ণপ্রেমের যে মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়া গেলেন, ক্রমশঃ তাহা সহস্র-মুখী লইয়া সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিল।

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের প্রাণে—সে প্রেমের এক নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইল। রাজকার্য্যে সময় অতিবাহিত করা

অপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বালোচনায় কালাতিপাত করাই এখন তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, বৎসরের পর যতই বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, কৃষ্ণ-প্রেমের পীযুষ-পানে ততই তাঁহার প্রাণ বিভোর হইয়া পড়িল। শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল, মহারাজের আর রাজ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান ভাল লাগে না;—রাজনীতির কথা কেহ উত্থাপন করিলে মহারাজ বিরক্ত হন।

সেনাপতি সংগ্রাম-সিংহ একদিন মহারাজকে সেই বিষয় স্মরণ করাইতে আসিলেন; কহিলেন,—"রাজন্! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আজ আপনার সহিত আমি কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। একটু অবসর প্রার্থনা করি।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন স্নেহ-সম্ভাষে কহিলেন,—"কেন সংগ্রাম-সিংহ!—আমার নিকট কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে আজ এত সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার যাহা বলিবার আছে, অকপটে বলিতে পার।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"মন্ত্রী মহাশয় আপনার নিকট সকল কথা বলিবার অবসর পান না। তাই কয়েকটী কথা আপনাকে জানাইবার ভার আমায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"কি বিষয়? যাহা জানাইবার আছে, নিঃসঙ্কোচে জানাইতে পার।"

সংগ্রাম-সিংহ তখন বলিতে গেলেন,—"রাজন্! এক একবার রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান কি প্রয়োজন নয়? এক এক বার আপনি যদি রাজকার্য্যের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন!—"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বাধা দিয়া কহিলেন,—"সংগ্রাম-সিংহ তুমিও আমায় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ! কিন্তু তোমা-কেই জিজ্ঞাসা করি,—বল দেখি, রাজকার্য্য-পরিদর্শনের এখন আর আমার কি প্রয়োজন? যাহার অভাব আছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে। কিন্তু মনে কর দেখি, এখন আমার কিসের অভাব? আমার বীরত্বের বিজয়-পতাকা আজি নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া উড্ডীন হইতেছে! ভারতবর্ষের কোন্ নৃপতি না আজি আমার প্রাধান্য মান্য করে! ইহার উপরও কি আর কিছু প্রয়োজন মনে কর যে, আমায় রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে!"

সংগ্রাম-সিংহ।—'মহারাজ! সকলই সত্য। আপনাকে বুঝাইবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে জানেনই তো—আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে। নিজের কাজ নিজে যদি একবারও দেখেন, কোনও দিকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে না।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"আমি মনে করি, আমি নিজেই সকল কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। সংগ্রাম-সিংহ! তোমরা কি আমা হইতে অভিন্ন! তোমাদের দ্বারা তত্ত্বাবধান, আর নিজের তত্ত্বাবধান,—আমি অভিন্ন বলিয়াই মনে করি। যাহার সংগ্রাম-সিংহের ন্যায় সেনাপতি আছে, রঘুদেবের ন্যায় অমাত্য আছেন, তাহার আবার নিজের দেখিবার কি আছে? তোমরা কি আমা হইতে ভিন্ন? আমি মনে করি, তোমরাই আমার এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমার এক অঙ্গ আমি ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি; কিন্তু আমার অপরাপর অঙ্গ তো আমি রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছি!"

সংগ্রাম-সিংহ।—"বলিয়াছি তো আপনাকে বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হয়, রাজকার্য্যে আপনার অভিনিবেশ যেন আবশ্যক হইয়াছে।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"আমিও তো বলিয়াছি,—অভাব যাহার, তাহারই আবশ্যক। আমার অভাবও অনুভূত হইতেছে না; তাই আবশ্যকতাও আমি বুঝিতেছি না। আমার কিসের অভাব! সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে। সুতরাং সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আর উদয় হয় না। আমি এখন অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর; ধনৈশ্বর্য্যের কামনাও আমার আর নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি সুলক্ষণযুক্ত কুমার লাভ করিয়াছি। তোমাদের ন্যায় অমাত্যের পরামর্শক্রমে পরিচালিত হইলে, কুমার লাক্ষ্মণেয় পিতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন,—এ ভরসাও আমার আছে। তবে আমার কিসের অভাব? এ বয়সে কেন আর আমি চিত্তকে তত্ত্ব-চিন্তা হইতে বিরত করিব? সৌভাগ্যের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছি; কর্ম্মের প্রভাব পূর্ণ-মাত্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে। আর কেন? এ বয়সে এ অবস্থায় কর্ম্মঘোরে পুনরাবদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"সকলই বুঝি—সকলই সত্য। কিন্তু বিষয়-বিশেষে আপনার উপদেশ বড়ই প্রয়োজন। সকল বিষয় আপনি দেখিতে না ইচ্ছা করেন, নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ে এক একবার পরামর্শ দিলেও চলিতে পারে।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য,—জীবনের এক এক সময়ের এক একটা কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি

সকল অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছি। শেষ অবস্থার শেষ কার্য্যে আমাকে কি তোমরা বিমুখ করিতে চাও?”

সংগ্রাম-সিংহ।—“সে কথা আমরা কদাচ বলি না। কিন্তু—”

বাধা দিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কহিলেন,—“মনে কর, আমি আর ইহ-সংসারে নাই। মনে কর, কুমার লাক্ষ্মণেয় এক্ষণে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছে;—আর তোমরা তাহার দক্ষিণ-বাহুরূপে বিদ্যমান আছ। সে অবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য তাহারই ব্যবস্থা করিতে পার।”

সংগ্রাম-সিংহ।—“যদি তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন, সে উপদেশও তো আমাদের পাওয়া প্রয়োজন। আপনি উপস্থিত থাকিয়া কুমারের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিলেই ভাল হয় না কি!”

লক্ষ্মণ-সেন।—“আমি মনে করিয়াছি, আগামী সারস্বত উৎসবের সময় কুমারের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব। কুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া, সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে, আমি পুরুষোত্তমে গমন করিয়া, জগবন্ধুর সেবায় জীবনাতিপাত করিব।”

সংগ্রাম-সিংহ।—“আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই ভাল হইত। কুমার রাজকার্য্যে একটু পরিপক্ক হইলে আপনার পুরুষোত্তম-গমন শ্রেয়ঃ ছিল। আপনার পুরুষোত্তম-যাত্রার সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসিয়াছি যে বলিয়াছি, এ প্রসঙ্গও তাহার অন্যতম।”

লক্ষ্মণ-সেন।—"ভাল, বুঝিলাম—আমার পুরুষোত্তম-গমনে বিরত করা, তোমার বক্তব্যের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, আর কি বিষয় বলিবার আছে ?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি কি জন্য সাক্ষাৎ-প্রার্থী, কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করায় আমায় কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন,—'বীরসিংহের বিষয়ে তিনি আপনাকে কিছু বলিবেন।' এ কথা তিনি অপরের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

লক্ষ্মণ-সেন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বীরসিংহের বিষয়! তবে কি বীরসিংহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে! যে আমায় বীরসিংহের সন্ধান দিতে পারিবে, আমি তাহাকে আশাতীত পুরস্কার দিব।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"সন্ন্যাসী বীরসিংহের সংবাদ দিবার জন্যই রাজসকাশে আসিয়াছেন।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"সন্ন্যাসী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ? তাঁহাকে সংবাদ দিয়া এখনই এখানে আনিতে পার। বীর-সিংহের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, আমি বীরসিংহের হস্তে মিথিলার ভার অর্পণ করিব।"

জনৈক প্রতিহারীকে আহ্বান করিয়া সংগ্রাম-সিংহ সেবা-নন্দ স্বামীকে রাজ-সকাশে আনয়ন জন্য উপদেশ দিলেন।

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ-সেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার আর কি বক্তব্য আছে ?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"যদি অনুমতি করেন, বলিতে পারি।

সে সংবাদ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ভারত-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বহু দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য-জাতির বসতি আছে। তাহারা মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এবার নাকি তাহারা মহারাজাধিরাজের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন গর্ব্বোন্নত মস্তকে কহিলেন,—"লক্ষ্মণ-সেন জীবিত থাকিতে নহে। সংগ্রাম-সিংহের ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতি বিদ্যমানেও নহে। রঘুদেবের ন্যায় বিচক্ষণ অমাত্যের প্রাধান্য সময়েও নহে।"

সংগ্রাম-সিংহ সঙ্কুচিত-ভাবে কহিলেন,—"সংবাদ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছি। নবদ্বীপ-রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য তাহারা যে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ নাই।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"একজন সন্ন্যাসী নিভৃতে আমায় এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"কে তিনি? আমার নিকট একবার তাঁহাকে আনিতে পারিবে না?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"কে সে সন্ন্যাসী, আমি কিছুই বলিতে পারি না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, গঙ্গার তীরে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। নানা চিন্তায় মন উদ্বেলিত ছিল। সন্ন্যাসী কোন্ দিক হইতে আসিলেন, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর আমাকে ঐ সকল কথা কহিলেন

বলিলেন,—'হুশিয়ার থাকিও; তাহারা বড় মায়াবী। কদাচ তাহাদিগের মোহে মুগ্ধ হইও না। লক্ষ্য রাখিও—নবদ্বীপের সীমানায় কদাচ যেন তাহারা পদার্পণ করিতে না পারে। তাহারা দেশে পদার্পণ করিলে, দেশ আচার-ভ্রষ্ট—ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইবে,—দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

লক্ষ্মণ-সেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"সন্ন্যাসী অবশেষে কহিলেন,—'আবশুক মত আমরাও তোমাদের সহায়তা করিব।' এই বলিয়া সেই সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হইলেন, আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"সে সন্ন্যাসীকে পূর্ব্বে আর কখনও কি তুমি দেখিয়াছিলে?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"মনে হয়, কোথাও যেন দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলাম, কিছুই স্মরণ করিতে পারি না।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির সংবাদে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ, নবদ্বীপ-সাম্রাজ্য সর্ব্বথা সুরক্ষিত।"

এই সময় সেবানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া প্রতিহারী দ্বারে উপস্থিত হইল। মহারাজ যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা সহ তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। মহারাজ সেবানন্দ স্বামীকে তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন জন্য অনুরোধ করিলে, সেবানন্দ স্বামী কহিলেন,— "মহারাজ! বীরসিংহের ও শোভার সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। সে ঘোষণা কি আপনার অনুমতি অনুসারে প্রচারিত?"

লক্ষ্মণ-সেন।—"আমার নাম-সংযোগে যখন প্রচারিত হইয়াছে, ঘোষণা আমারই প্রচারিত জানিবেন। আপনি কি পুরস্কারের প্রার্থী?"

সেবানন্দ।—"মহারাজ! আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার কোনও পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। তবে যাহাদের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু প্রার্থনা আছে।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"কি প্রার্থনা?"

সেবানন্দ।—"প্রার্থনা নূতন কিছুই নয়। মহারাজ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন।"

লক্ষ্মণ-সেন।—"তাহাদিগকে দণ্ড দিব বলিয়া আমি তো ঘোষণা প্রচার করি নাই! আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন, ঘোষণা-প্রচারে প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদের সন্ধান লইয়া, তাহাদিগকে দণ্ডদান করিব, তাহা হইলে ভ্রম বুঝিয়াছেন। বীরসিংহকে আমি মিথিলা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি। বীরসিংহের সম্বন্ধে আপনার অধিক কিছু অনুরোধ বাহুল্য-মাত্র। বীরসিংহকে ও শোভাকে রাজধানীতে আনয়নের জন্য আপনার যে কিছু সহায়তার আবশ্যক, আপনি রাজসরকার হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন।"

সংগ্রাম-সিংহকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ কহিলেন,—"সংগ্রাম-সিংহ! ভগবান্ আমার সকল সাধই পূর্ণ করিলেন। আমি যদি বীরসিংহের সন্ধান না পাইতাম, তৎপূর্ব্বেই আমাকে যদি পুরুষোত্তম-ধামে জগবন্ধুর সন্নিধানে আশ্রয় লইতে হইত, তাহা হইলে জীবনে বড়ই একটা ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। কিন্তু দেখ, দয়াল হরি আমার কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না।

তিনি করুণার সাগর; কাহারও প্রতি করুণা-বিতরণে কৃপণ নহেন। সাধ কাহারও অপূর্ণ থাকে না।"

সন্ন্যাসী আনন্দ-গদগদ স্বরে কহিলেন,—"সত্যই শ্রীহরির করুণার অন্ত নাই! ইহজীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক, তিনি সাধ কাহারও অপূর্ণ রাখেন না। মহারাজ! আপনি বড় সৌভাগ্যবান, তাই ইহজীবনেই আপনার সকল সাধ পূর্ণ হইল।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন শোভার ও বীরসিংহের অবস্থিতির বিষয় সমস্তই অবগত হইলেন। কেন তাহারা অনুতপ্ত, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। বীরসিংহের অপরাধের বিষয় অবগত হইয়াও মহারাজের মনে অণুমাত্র বিরক্তি আসিল না। বরং মনে মনে তিনি বীরসিংহকে ও শোভাকে ধন্যবাদ দিলেন। শোভা পিতৃ-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আর বীরসিংহ প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রীত হইলেন। তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি-সঞ্চালিত হইল না।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। বীরসিংহকে ও শোভাকে রাজ-ধানীতে আনয়নের ব্যবস্থা হইল। শোভার জনক-জননীর আহ্লাদের অবধি রহিল না। বীরসিংহের পিতামাতাও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। শোভা ও বীরসিংহ পরস্পর পরস্পরের পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন, স্থির হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহাদের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, উভয়েরই পিতামাতার প্রাণে সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া রহিল।

* * *

একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

---o---

পরিণাম!

সেবানন্দ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দয়ানন্দের সহিত শোভার ও বীরসিংহের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

দয়ানন্দ কহিলেন,—"অনেক বুঝাইয়া বীরসিংহকে সম্মত করিয়াছি। কিন্তু বীরসিংহের দ্বারা আর যে সংসারের কোনও কার্য্য হইবে, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমাদের অনুরোধে বীরসিংহ নবদ্বীপে যাইতে পারেন; কিন্তু তিনি যে সংসারী হইবেন, সে আশা বড়ই অল্প।"

সেবানন্দ।—"আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করি। ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা লুক্কায়িত আছে, তাহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না।"

দয়ানন্দ।—"কিন্তু শোভার প্রাণভরা সাধ—বুকভরা আশা! শোভা বীরসিংহ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। কোমল কোরকে অকালে কালকীট প্রবেশ করিয়া ছিন্ন করিবে, মনে হইলেও কষ্ট হয়।"

সেবানন্দ।—"বিধাতার নির্ব্বন্ধ; আমরা কি করিতে পারি!"

দয়ানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"স্বাধীন-প্রণয়ের পরিণাম-ফল বড়ই বিষময় হয়। শোভার জন্য আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে।"

সেবানন্দ।—"শোভা ও বীরসিংহ উভয়েই আপন আপন পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন; পরিশেষে পরস্পরের পিতামাতার সম্মতি-ক্রমে উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে;—এইরূপ বন্দোবস্তের বিষয়ই আমি শুনিয়া আসিয়াছি।"

কুটিরের অনতিদূরে একটী বটবৃক্ষ-মূলে দাঁড়াইয়া উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; সহসা নদীর দিকে দয়ানন্দের দৃষ্টি-সঞ্চালিত হইল। দয়ানন্দ দেখিলেন,—শোভা ছলছল নেত্রে নদীর তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি ত্বরিতপদে শোভার নিকট অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—"মা! জলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিস্?"

দয়ানন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শোভা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দয়ানন্দ দেখিলেন,—শোভার আঁখি ছলছল। দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে। স্নেহ-সম্ভাষে দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুই কাঁদিতেছিস কেন?"

শোভা পূর্ব্ববৎ নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দয়ানন্দ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুই কাঁদিতেছিস্ কেন? বীরসিংহ কোথায়?"

শোভা নিরুত্তর। দয়ানন্দ বুঝিলেন,—'নিশ্চয়ই কোনও অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে।' কুটিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; বীরসিংহকে দেখিতে পাইলেন না। মনে বড়ই সংশয় উপস্থিত হইল। 'বীরসিংহ!—বীরসিংহ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। নদীবক্ষে প্রতিধ্বনি উঠিল—'বীরসিংহ!—বীরসিংহ!'

কিন্তু বীরসিংহের কোনই উত্তর পাইলেন না। শোভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা! বীরসিংহ কি তবে কুটিরে নাই! বীরসিংহ কোথায় গেলেন?"

বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে শোভা কহিলেন,—"বাবা! আমি কিছুই জানি না—কিছুই বলিতে পারিতেছি না। কয় দিন হইতে তিনি বড়ই উন্মনা ছিলেন। আপনি যখন তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাওয়ার কথা কহিতেন, তিনি আপত্তি করিতে পারিতেন না বটে; কিন্তু তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই যেন অনিচ্ছার তরঙ্গ উত্থিত হইত। আমি যখনই কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেখিয়াছি—তিনি অন্যমনস্ক। নবদ্বীপ-যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া আজ তাঁহার চাঞ্চল্য বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিলেন। আমরা আহারাদির উদ্যোগ করিতেছিলাম। পাত পাতিয়াছি, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিয়াছি। বৃন্দা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া আর খুঁজিয়া পাইল না! বৃন্দার চীৎকারে আমি বাহিরে আসিলাম। আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

দয়ানন্দ।—"কৈ,—বৃন্দাই বা কৈ? বৃন্দাই বা কোথায় গেল?"

"বৃন্দা!—বৃন্দা!" বলিয়া দয়ানন্দ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। বৃন্দারও আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শোভা কহিলেন,—"বৃন্দা এই পথে তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়াছে।"

দয়ানন্দ।—"মা! তুই তবে নদীর তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিলি?"

শোভা।—"আমি দেখিতেছিলাম—ঐ তরঙ্গ! আমার

মনে হইতেছিল—ঐ শ্বেত উর্ম্মিমালার মধ্যে যেন তিনি প্রবেশ করিলেন। এক একবার মনে করিতেছিলাম—যাই, আমিও ঝাঁপ দিই। এখনি তাঁহাকে ধরিতে পারিব। কিন্তু পরক্ষণেই চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিল। মনে হইতেছিল,—অনুসরণ করিয়া যদি সঙ্গ লইতে না পারি! কেন-না, কতক্ষণ পূর্ব্বে তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, কেহই তো তাহা বলিতে পারিল না! আমি বনের পাখীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই উত্তর দিল না! তীরস্থিত তরু-গুল্ম-লতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও তো কোনও উত্তর দিল না। তটিনী কলকল স্বরে কি বলিয়া গেল, পাখীরা কিচিমিচি করিয়া কি বিদ্রূপ করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

শোভা আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কহিলেন,—"ঐ—ঐ তিনি ডাকিতেছেন! যাই—যাই!" শোভা জল-মধ্যে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন। দয়ানন্দ স্বামী শোভার হাত চাপিয়া ধরিলেন। শোভা হাত ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা পাইলেন। শোভা চীৎকার করিয়া কহিলেন,—বীরসিংহ!—"বীরসিংহ! একটু অপেক্ষা কর! আমি যাইতেছি! তোমায় ছাড়িয়া আমি এক দণ্ড বাঁচিব না।"

চীৎকার শুনিয়া সেবানন্দ নিকটে আসিলেন। দয়ানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"সেবানন্দ! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল! এত করিয়া বীরসিংহের জীবন রক্ষা করিলাম; এত করিয়া শোভাকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিলাম; এত করিয়া বৃন্দাকে খুঁজিয়া আনিয়া উহাঁদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলাম;—সকলই পণ্ড হইল! বীরসিংহ যেরূপ আত্মগ্লানি-

অনলে অহর্নিশ দগ্ধ হইয়াছিলেন, শান্তিলাভ-আশায় নদীর জলে তাঁহার ঝম্প-প্রদান করাও অসম্ভব নহে। আবার বীরসিংহ যদি সত্যসত্যই জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, শোভার কি শোচনীয় পরিণাম হইবে, চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এখনি দেখ—শোভার কি অবস্থা-বিপর্য্যয়! বীরসিংহকে না পাইলে, শোভাকেও বাঁচাইতে পারিব না।”

সেবানন্দ।—“আমার মনে হয়, বীরসিংহ জীবিত আছেন। তিনি কখনই নদীর জলে ঝম্প-প্রদান করেন নাই। তাহা হইলে শোভার ও বৃন্দার শব্দ শুনার সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইলে, এই কালিন্দীর শুভ্র স্বচ্ছ জলে এখনি আমরা বীর-সিংহের দেহ দেখিতে পাইতাম। কালিন্দীর স্বচ্ছ সলিলে নদীগর্ভ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কৈ!—মনুষ্যের চিহ্ন তো কোথাও নাই!”

দয়ানন্দ।—“সেবানন্দ! ও তোমার ভ্রম-ধারণা! খর-স্রোতা তটিনীর গর্ভে কিছু পতিত হইবা-মাত্র তীরবেগে স্রোতোমুখে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। দেখ দেখি,—তটিনীর কি বিদ্যুদ্গতি!”

সেবানন্দ।—“আচ্ছা!—আমি বনপ্রদেশ ও নদীগর্ভ সন্ধান করিয়া দেখিতেছি। আপনি শোভাকে সুস্থ করুন।”

শোভা পুনরায় দয়ানন্দের হাত ছিনাইবার চেষ্টা পাইলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন,—“যাই—যাই, আমিও যাই!”

দয়ানন্দ সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—“মা! বীরসিংহ এখনই আসিবেন। তুমি একটু স্থির হও।”

এই বলিয়া হাত ধরিয়া, দয়ানন্দ শোভাকে কুটিরে লইয়া গেলেন। সম্মুখেই অন্ন-ব্যঞ্জন সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, একবার বলেন,—"মা! তুই আহার কর!" কিন্তু বুঝিলেন—বৃথা বাক্যব্যয়। বৃন্দা না ফিরিলে শোভাকে প্রকৃতিস্থ করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তিনি কেবল মিষ্টবাক্যে শোভাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

* * *

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

মরা হ'ল না!

বীরসিংহ যখন কুটির পরিত্যাগ করেন, কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তীরে উপনীত হইলেন, নদী-গর্ভে ঝম্প-প্রদানে বিবেক প্রতিনিবৃত্ত করিল।

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,—"এই জলে ঝম্প-প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? মৃত্যুই কি শেষ! মহাপুরুষগণের মুখে কখনও তো সে কথা শুনি নাই! মৃত্যুতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়,—এ বোধ হয় শাস্ত্রবাক্যও নয়! তবে কি করি—কোথায় যাই! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—কিরূপে হইতে পারে?"

বিবেক কহিল,—"বীরসিংহ! অস্থির হইতেছ কেন? চাঞ্চল্য পরিহার কর। যে প্রকার পাপ করিয়াছ, তাহার সেই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রবিহিত। তুমি আপনার পিতার বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণ করিয়া শত্রুর পলায়নের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলে! শত্রু দুর্ব্বল বলিয়াই তোমার পিতা প্রাণ পাইয়াছিলেন,—তাঁহার জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু শত্রু যদি প্রবল হইত, তোমার পিতার কি পরিণাম সম্ভাবনা ছিল,—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি মৃত্যুতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?"

বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

বিবেক উত্তর দিল,—"যেমন কঠোর পাপ, তার তেমনই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই। তুমি স্বদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলে; যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! কেবল তাহাই নহে; তুমি আপনার আরাধ্য দেবতা পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলে। তাঁহার সহিত ছলনা করিয়া, শত্রুর পলায়নের উপায় বিধান করিয়া দিয়াছিলে! এ গুরু-পাপের জন্য গুরুতর দণ্ড—গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।"

বীরসিংহ।—"সেই গুরুদণ্ড, গুরুপ্রায়শ্চিত্তই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তুষানলে দেহত্যাগ করি, সে প্রায়শ্চিত্ত কি সম্ভবপর নহে!"

বিবেক।—"তুমি কেবলই আত্মহত্যার কল্পনা করিতেছ! কিন্তু আত্মহত্যায় নূতন পাপের সঞ্চার হয়,—এ কথা তোমার মনে একবারও জাগিতেছে না কেন?"

বীরসিংহ।—"তবে কি প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমায় উপদেশ দেন। যেরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, আমি সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেই প্রস্তুত আছি।"

বিবেক।—"তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—স্বদেশের সম্রাটের পক্ষে অস্ত্রগ্রহণে স্বদেশের শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন! শত্রুর পলায়নের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত—স্বদেশে শত্রুর প্রবেশে বাধা-প্রদান। যদি কৃতকার্য্য হও, আর সেই কৃতকার্য্যতার জন্য যদি প্রাণদান করিতে হয়, তাহাই তোমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

বীরসিংহ।—"ভাল, সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্যই প্রস্তুত রহিলাম।"

বিবেক।—"তবে প্রত্যাবৃত্ত হও। দেশে ফিরিয়া যাও। আততায়ীর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হও।"

বীরসিংহ।—"দেশে ফিরিয়া গিয়া, কি করিয়া এ মুখ দেখাইব! লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে,—'তুমি কি সেই বীরসিংহ!—আততায়ীর পক্ষাবলম্বনে আপন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলে,—তুমি কি সেই বীরসিংহ!' তখন কি উত্তর দিব?—কোথায় মুখ লুকাইব? তার পর লোকে যখন জানিতে পারিবে,—একটী রমণীর মুখ দেখিয়া, বিহ্বল হইয়া, আমি এই গুরুতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা যে টিটকারী দিবে, কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব? না—না; আমি আর দেশে ফিরিতে পারিব না!—এ মুখ আর স্বদেশ-বাসীকে দেখাইব না!"

বিবেক।—"দেশে না ফিরিতে চাও, যদি একান্তই সঙ্কোচ-বোধ হয়, নিভৃতে লুক্কায়িত থাক;—শুভ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা কর। আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যায় মহাপাপ!"

বীরসিংহ উচ্চ-চীৎকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি প্রাণ-ত্যাগ করিব না?"

সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"না!" বিবেক উত্তর দিলেন,—"না!"

বীরসিংহের প্রাণত্যাগ করা হইল না। বীরসিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আশ্রমে তাঁহার আর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না। কেন-না, দয়ানন্দ স্বামী তাঁহাকে রাজ-ধানীতে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন।

* * *

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

—o—

সঙ্কল্প।

বীরসিংহ অন্যপথে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনুসরণ-কারী সেবানন্দ তাঁহার কোনই সন্ধান পাইলেন না।

বীরসিংহ বনের মধ্যে অনেক দূর চলিলেন। কিন্তু কোথায় চলিলেন, কাহার নিকট চলিলেন,—কিছুই স্থিরতা নাই। কালিন্দীর ধারে ধারে, আঁকাবাঁকা পথে, তিনি অনেক দূর চলিয়া যাইলেন। কতক্ষণ চলিলেন, বীরসিংহের কোনই অনুভূতি নাই। দিনদেব আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পশ্চিম-গগনে বিশ্রাম লইতে চলিলেন। তৎপ্রতিও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পাখিকুল কলরব করিতে করিতে সন্ধ্যাসমাগম জানাইয়া দিল; তৎপ্রতিও তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল আপন মনে চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে চলিতে চলিতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হইলেন;—নৈশ-অন্ধকারে যখন দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল;

কোন্ পথে কোথায় চলিতেছেন, আর যখন নির্ণয় করিতে পারিলেন না; একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন।

বীরসিংহ এখন এমনই স্থানে এমনই অবস্থায় উপনীত যে, আর অগ্রসর হইতেও পারেন না, পশ্চাতে ফিরিবারও সুবিধা নাই। অন্ধকার!—অন্ধকার!—ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নভোমণ্ডল নক্ষত্র-মালায় বিখচিত হইয়াছে; কিন্তু পত্রান্তরাল মধ্য দিয়া ক্বচিৎ সে রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দূরে—নিকটে—পার্শ্বে, কোথাও শিবাকুল চীৎকার করিতেছে, কোথাও ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র বন্যজন্তুর হুহুঙ্কার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

বীরসিংহ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু কর্ণে যখন সেই সকল হিংস্র-জন্তুগণের হুহুঙ্কার-ধ্বনি প্রবেশ করিতেছে, হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। এক একবার বীরসিংহ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চীৎকার করিবার সাহস হইতেছে না;—মনে হইতেছে, পাছে কণ্ঠস্বর শুনিলে মনুষ্য-সমাগম অনুভব করিয়া তাহারা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যখন বীরসিংহ মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এ সকল বিভীষিকা উপস্থিত হইলে কখনই তিনি আতঙ্ক অনুভব করিতেন না। কিন্তু এখন? বীরসিংহের বাঁচিবার সাধ হইয়াছে। প্রাণরক্ষা করিতে না পারিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; তাই প্রাণের প্রতি তাঁহার মমতা জন্মিয়াছে। প্রাণের মমতা; সুতরাং প্রতিপদেই প্রাণনাশের আশঙ্কা!

বৃক্ষতলে বসিয়া, বীরসিংহ, এখন কেবল ভগবানকে

ডাকিতেছেন,—"হে ভগবান! এ বিপদে আমায় রক্ষা কর।" কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে যিনি মরণের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার জন্য ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, এখন আবার তিনিই মরণের বিভীষিকায় ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতেছেন। ইহাই মানুষের প্রকৃতি।

যে আরণ্য-পথে যে বৃক্ষমূলে বসিয়া বীরসিংহ প্রাণ-সংশয়ে কাল কাটাইতেছিলেন; সেই পথ দিয়া দুইটী পথিক কোথায় কোন্ কার্য্যান্তরে চলিয়াছিলেন। পথিকদ্বয়ের একব্যক্তি একটী আলোক ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; অপর ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিলেন। যে আলোকে তাঁহারা পথ চলিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলে, তাহা মশালের আলোক বলিয়া প্রতীত হইত। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। একটী কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে একখণ্ড প্রস্তর ছিল। তাহা হইতেই মশালের ন্যায় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিকদ্বয় সে পথে গতিবিধি করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং পথ চলিতে তাঁহাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয় নাই।

পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা হঠাৎ বীরসিংহকে ঐরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সেই রাত্রে, সেই বিজন অরণ্য-মধ্যে একাকী একটী মানুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পথিকদ্বয় বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আলোক-বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যিনি আসিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কে তুমি—একাকী এই বৃক্ষমূলে বসিয়া আছ?"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বীরসিংহ উত্তর

দিলেন,—"আমি পথিক! আমি নিঃসম্বল। আমায় প্রাণে মারিবেন না।"

বীরসিংহ মনে করিয়াছিলেন, যাহারা মশালের আলো লইয়া আসিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই দস্যু। তাঁহার নিকট অর্থ-সম্পৎ আছে মনে করিয়া দস্যুরা তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়াছে। তাই তিনি কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমাকে প্রাণে মারিবেন না! আমার কিছুই নাই, আমি নিঃসম্বল।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে কিরূপে আসিলে!"

বীরসিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলেন,—"আমি পথ হারাইয়াছি।"

আগন্তুক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কহিলেন,—"পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ! তোমার পথভ্রষ্ট হইবার কারণ?"

বীরসিংহ উত্তর দিতে পারিলেন না।

আগন্তুক কহিলেন,—"এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র! সংসারে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফলভাগী হইবে। ইহার অন্যথা কখনও ঘটে নাই; কখনও ঘটিতে পারে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,—তুমি যে পথহারা হইয়াছ; তুমি কি কখনও কাহাকেও পথহারা করিয়াছিলে?"

বীরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"এঁ্যা,—এঁ্যা! আমি কেন পথহারা করিব?"

আগন্তুক।—"ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ দেখি। এ সংসারে কার্য্য-কারণের অভিন্ন সম্বন্ধ।"

বীরসিংহ সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না;

কেবল কহিলেন,—"আমি বিপন্ন; আমি পথভ্রষ্ট; আপনারা আমায় রক্ষা করুন।"

আগন্তুক অভয় দিয়া কহিলেন,—"তোমার কোনও ভয় নাই। আমাদের দৃষ্টিপথে যখন পতিত হইয়াছ, তোমার আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এস,—এখন আমাদের সঙ্গে এস। তোমার বক্তব্য পরে শুনিব। বক্তব্য শুনিয়া, তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিব।"

বীরসিংহ পথিকদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

কিন্তু পথ চলিতে চলিতে এক অভিনব চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি কেবল পথিকের প্রশ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

"পথিক—এ কি জিজ্ঞাসা করিলেন? আমি কি কাহাকেও পথহারা করিয়াছি?"

মনে পড়িল,—শোভার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখকান্তি! মনে পড়িল,—শোভার প্রতি তাঁহার অনুরাগ-আসক্তি! মনে পড়িল,—কিশোরী তাঁহার একান্ত অনুরাগিণী! মনে পড়িল,—তাঁহার মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া শোভার গৃহত্যাগ-কাহিনী!

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,—"পথিক সত্যই বলিয়াছেন! আমি সত্যই একজনকে পথভ্রষ্ট করিয়াছি! আমি যদি শোভার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিতাম, আমি যদি কারা-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শোভার সঙ্গে না যাইতাম, আমি যদি বর্ম্ম-পরিধানে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ না হইতাম, শোভার এ পরিণাম কখনই ঘটিত না। পথিক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য —ধ্রুব সত্য। শোভাকে আমিই পথভ্রষ্ট করিয়াছি—শোভাকে

আমিই পথহারা করিয়াছি। বোধ হয়, সেই জন্যই, আমার আজি এই অবস্থা!"

চলিতে চলিতে পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নিবাস! তোমায় কোথায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে?"

বীরসিংহ অন্যমনস্কতা-হেতু প্রথমে প্রশ্ন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পথিক পুনর্ব্বার অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও, বীরসিংহ কোনও উত্তর দিলেন না।

কোথায় নিবাস?—কোথায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে?—বীরসিংহ কি উত্তর দিবেন!

পথিক সেই মশালের আলোয় বীরসিংহের মুখের পানে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বুঝিলেন,—যুবা-পুরুষ উচ্চবংশ-সমুদ্ভূত; কিন্তু বিষম দুশ্চিন্তায় মুখ পরিম্লান। মনে মনে কহিলেন,—"এই ক্লান্ত শ্রান্ত যুবককে এখন আর অধিক উত্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। যুবক এখন বড়ই উদ্বিগ্ন। উহাঁর উদ্বেগ দূর হইলে, সকল সংবাদ জানা যাইবে।"

* * *

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

—o—

ভৈরবনাথ-সকাশে।

অরণ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে ভৈরব-পর্ব্বত। পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—ভৈরনাথ মহাদেব। ভৈরব পর্ব্বত—গঙ্গার ও কালিন্দীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কালিন্দী প্রবাহমানা। দক্ষিণে গঙ্গা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিতা।

পর্ব্বতে ভৈরবনাথের কোনও মন্দির নাই। পর্ব্বত-গাত্রে, গিরি-গুহাভ্যন্তরে, মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান।

নিকটে জনস্থলী নাই,—লোকের সমাগম নাই। নিভৃত সেই পর্ব্বত-কন্দরে গিরিগুহাভ্যন্তরে ভৈরবানন্দ স্বামী নামক জনৈক সাধু পুরুষ ভৈরবনাথের সেবায় ব্রতী আছেন। পর্ব্বত-গাত্রে আম্র-পনস-বিল্ব প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষে অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি-প্রদত্ত সেই ফল-মূলে ভৈরবেশ্বরের পূজা এবং ভৈরব-স্বামীর ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর পরিতৃপ্তি-সাধন হইয়া থাকে। অন্ন-সংস্থানের জন্য তাঁহাদিগকে প্রায়ই লোকালয়ে যাইতে হয় না। সেই পর্ব্বত-গাত্রোৎপন্ন ফল-মূলই তাঁহাদের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

ভৈরবনাথের গুহামন্দির-সন্নিধানে, পর্ব্বতের উপর অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। সেই অনল-শিখায় সমস্ত পর্ব্বত-গাত্র, এমন কি—গুহাভ্যন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। দিবসে সেই গুহার পার্শ্বে মৃগশিশুগণ নিঃশঙ্কে বিচরণ করিত;—কত ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নাচিয়া বেড়াইত। রাত্রিতে এখনও তাহারা দৃষ্টি-পথ-বহির্ভূত নহে। আলোক-রশ্মি দেখিয়া হিংস্রজন্তুগণ দূরে পলায়ন করিয়াছে বুঝিয়া, তাহারা এখন পর্ব্বত-গাত্রে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে।

বীরসিংহকে সঙ্গে লইয়া পথিকদ্বয় ভৈরব-পর্ব্বতের গুহা-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৈরবনাথের সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে ভৈরবস্বামী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। প্রথমে ভৈরবনাথকে পরে ভৈরবস্বামীকে প্রণাম করিয়া পথিক-দ্বয় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

ভৈরবস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আনন্দ! তোমাদের আজ এত বিলম্ব হইল কেন?"

যিনি মশাল-বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, ভৈরবস্বামী তাঁহাকে 'আনন্দ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আনন্দ উত্তর দিলেন,—"আজ অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম।"

ভৈরবস্বামী।—"সংবাদ মঙ্গল তো?"

আনন্দ।—"মিথিলার বহু যোদ্ধৃপুরুষ আমার বাক্যে উত্তেজিত হইয়াছেন। আমি যখনই যে পথে তাঁহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে বলিব, তাঁহারা তাহাতেই সম্মত আছেন। আমি বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। আপনি যে দিন অনুমতি করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই দিনই এইখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।"

ভৈরবস্বামী।—"অন্যান্য স্থানের সংবাদ?"

আনন্দ।—"এই অরণ্যের প্রায় সকল আশ্রমেই আমি গমন করিয়াছিলাম। সকলেই এক-মত আছেন। সকলেই আপন আপন শিষ্যবর্গকে উত্তেজিত করিতেছেন। যেরূপ দেশ-ব্যাপী উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দস্যুদল কখনই এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

ভৈরবস্বামী।—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুনিলে?"

আনন্দ।—"মহারাজের চিরন্তন প্রথা অব্যাহত আছে। প্রতি পথ সুরক্ষিত রহিয়াছে। এদিকে আবার রাজ-সৈন্যের সহায়তা না পাইলেও, প্রজা-সাধারণের ঐকান্তিকতার উপরও সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা যাইতে পারে।"

বীরসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সময় ভৈরবস্বামী কহিলেন,—"ইনি কে? ইহাঁকে কি উদ্দেশ্যে আনয়ন করিয়াছ?"

আনন্দ।—"ইনি পথভ্রষ্ট বিপন্ন। আরণ্য-পথে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির গ্রাসে পতিত হইতে বসিয়াছিলেন। তাই সঙ্গে আনিয়াছি। এই যুবা সুলক্ষণাক্রান্ত।"

ভৈরবস্বামী বীরসিংহের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বীরসিংহ প্রথমে পরিচয়-প্রদানে সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু ভৈরবস্বামীর প্রভাবে তাঁহাকে সকল পরিচয়ই প্রদান করিতে হইল। পরিচয় দিয়া বীরসিংহ পরিশেষে কহিলেন,—"ঠাকুর! চরণে স্থান দেন। কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহার উপায়-বিধান করুন।"

ভৈরবস্বামী ভৈরবনাথের চরণে প্রণতি জানাইলেন; কহিলেন,—"বাবা ভৈরবনাথই তোমার উপায়-বিধান করিবেন। তুমি যখন তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইতে পারিয়াছ, তোমার আর প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা কি আছে? কর্ম্ম দ্বারা পাপের সঞ্চার হইয়াছে; কর্ম্ম-কুঠারেই সে পাপের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।"

বীরসিংহ।—"আমার সম্বন্ধে আপনি কি কর্ম্মের বিধান করেন?"

ভৈরবস্বামী।—"তুমি যে সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ, সেই সঙ্কল্পই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প। তুমি আপন পিতার অজ্ঞাতে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আততায়ীর পলায়নের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলে। তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—পিতৃগণের অজ্ঞাতে তাঁহাদের পক্ষ-গ্রহণে আততায়ীর গতিরোধ করা।"

বীরসিংহ।—"সে অবসর কত দিনে কোথায় মিলিবে?"

ভৈরবস্বামী।—"ভৈরবনাথের চরণে প্রার্থনা জানাও। তিনিই তোমায় সে শুভ মুহূর্ত্ত প্রদর্শন করিবেন।"

ভৈরবস্বামী বীরসিংহের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বীরসিংহ বিশ্রামার্থ অন্তরালে গুহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ভৈরবস্বামী আনন্দ-প্রকাশে আনন্দকে কহিলেন,—"আনন্দ! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। এই বীরসিংহকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া যদি সৈন্যদল গঠন করা যায়, আততায়িগণ কখনই মিথিলার পথে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বাবা ভৈরবনাথ বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! আর ভয় নাই। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। যেখানে যেখানে আমাদের শিষ্যসেবক আছেন, এইবার তাঁহাদের প্রত্যেককে আহ্বান করার আবশ্যক হইয়াছে।"

আনন্দ।—"আমরাও কি তবে অস্ত্র-চালনা শিক্ষা করিব?"

"না—না! সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অস্ত্রধারণ নহে"—বজ্র-গম্ভীর স্বরে ভৈরবস্বামী উত্তর দিলেন।

আনন্দের মনে কি জানি কেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর! আপনি পুনঃপুনঃ কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন,—'কর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই।' কর্ম্মের মধ্যে স্বদেশ-রক্ষা স্বধর্ম্ম-রক্ষা—প্রধান কর্ম্ম নহে কি? তবে অস্ত্রধারণে বিরত হইতে বলিতেছেন কেন?"

ভৈরবস্বামী।—"আনন্দ! আবার সেই ভ্রান্তি! যুদ্ধ—কর্ম্ম বটে; কিন্তু কার কর্ম্ম? সে কর্ম্ম তোমার আমার নহে; সে কর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম!"

আনন্দ।—"তবে আমার কর্ম্ম কি আছে?"

ভৈরবস্বামী।—"সন্ন্যাসের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম্ম বিহিত আছে। সন্ন্যাসী যখন উপদেষ্টা, ভগবানের বাণী প্রচার করাই তখন তাঁহার কর্ম্ম। আবার সন্ন্যাসী যখন ভগবৎ-সেবাভিলাষী, পরসেবাই তখন তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম। সন্ন্যাসীর আর আর কর্ম্মের বিষয় পরে বুঝাইব। এক্ষণে আমাদের সম্মুখে যে দুই কর্ম্ম বিদ্যমান, তাহারই সাধন-পক্ষে প্রযত্ন-পর হও। প্রথমে দেশের আপামর-সাধারণ সকলের প্রাণে যাহাতে দস্যুদলের বিরুদ্ধে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, সেই উপদেশ প্রচার কর। ভবিষ্যতে, আবশ্যক হইলে, সেবা-ব্রতও গ্রহণ করিতে হইবে।"

সে রাত্রি পরামর্শে কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রত্যূষে আপন সহচরকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বীরসিংহ ভৈরবনাথের চরণে আশ্রয় পাইলেন।

* * *

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

———o———

পূর্ব্ব-কথা।

আরব-দেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের নবীন আলোক দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে সকল পার্ব্বত্য-জাতির বসতি ছিল, তাহাদের অনেকেই ক্রমশঃ ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় প্রতীত হয়, ঐ সকল জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রথমে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন,—আচার-

ভ্রষ্টতা হেতু তাঁহারা হিন্দুরাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। ভারতবর্ষ ধন্যধান্য-রত্ন-পরিপূর্ণ বলিয়াই হউক, অথবা বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকা বশতঃই হউক ;—ঐ সকল পার্ব্বত্য-জাতি প্রায়ই ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণ করিত। কিন্তু কখনও কখনও সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারিলেও, তাহারা তথায় বেশী দিন অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইত না। দস্যুর ন্যায় লুঠ-তরাজ করিয়াই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইত।

এক সময়ে পশ্চিম-ভারতের নৃপতিগণ পরস্পর গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য-জাতিগণ ভারতবর্ষের প্রদেশ-বিশেষে আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হন। গজনীর মামুদ, মহম্মদ ঘোরি প্রভৃতির নাম এতৎ-প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। গজনী নগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পশ্চিম-ভারতের অংশ-বিশেষ তাঁহারা আপনাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কুতব-উদ্দীন ভারতবর্ষে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মহম্মদ ঘোরির ক্রীতদাস ছিলেন। মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের একটা প্রান্ত-ভাগ অধিকার করিয়া লইয়া তিনি আপনাকে ভারতবর্ষের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক-গণের মতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-সহরে কুতব-উদ্দীনের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

চারি বৎসর মাত্র কুতব-উদ্দীন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজি নামক জনৈক সৈনিক-পুরুষ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন। ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে

তিনি বদায়ুনে ও পরিশেষে অযোধ্যা প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে একটী জায়গীর উপহার দিয়াছিলেন। জায়গীর-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি অযোধ্যা-প্রদেশ আপনার করতলগত করিয়া লন। অযোধ্যা-প্রদেশ করতলগত হইলে, বিহার-প্রদেশের ও বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। পশ্চিম-উত্তরের অপরাপর প্রদেশের ধন-সম্পৎ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণকারিগণ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বিহার-প্রদেশে ও বঙ্গ-দেশে তাঁহারা কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ঐ দুই প্রদেশের ধন-ভাণ্ডার তখনও পর্য্যন্ত অটুট ছিল। সুতরাং ঐ দুই প্রদেশ লুণ্ঠন জন্যই বক্তিয়ার অধিকতর প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের প্রভাবাতিশয্যে বঙ্গ-সাম্রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ-লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই একবার সৈন্যদল সহ বঙ্গ-সাম্রাজ্যের সীমানা মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইয়া বিফল-মনোরথ হওয়ায় বক্তিয়ার নানা কৌশল-জাল বিস্তার করেন।

ইতিপূর্ব্বে নূতন-গ্রামের ঘাটে পাঠক যে বজরাখানি দেখিয়াছেন, সে বজরা বক্তিয়ার খিলিজির ষড়যন্ত্র-জাল। বলবন্ত সিংহ অযোধ্যা-প্রদেশের সামান্য একজন তালুকদার ছিলেন। বিশ্বেশ্বর রায় অযোধ্যা-প্রদেশে সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। অর্থসম্পৎ-দানে লোভ-প্রদর্শনে বক্তিয়ার প্রথমে উহাঁদিগকে বশীভূত করেন। বিশ্বেশ্বরের পরিচয় পাইয়া বক্তিয়ার বুঝিয়াছিলেন,—উহাঁর সহায়তায় নবদ্বীপ-রাজ্যের পথ-ঘাটের সন্ধান

পাওয়া যাইবে। উহাঁর সঙ্গে বলবন্তসিংহ থাকিলে কি কৌশলে কোন্ পথে প্রবেশ করা যাইবে, তাহাও স্থির হইয়া আসিবে। সঙ্গে বক্তিয়ারের নিজেরও যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি বিধর্ম্মী; নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যে তাঁহার প্রবেশ-লাভে বহু বিঘ্ন বিদ্য-মান। সুতরাং প্রথম যাত্রায় তাঁহাকে সে সঙ্কল্প পরিহার করিতে হইয়াছিল। বলবন্ত সিংহ প্রভৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পরামর্শ অনুসারে অগ্রসর হইবেন, ইহাই স্থির ছিল।

তীর্থযাত্রীর বজরা পরিচয়ে অতিকষ্টে বজরা নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশলাভ করে। ত্রিলোচন বসুর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় বিশ্বেশ্বর অবগত ছিলেন। ত্রিলোচন তাঁহার পিতৃবন্ধু; ত্রিলো-চন অর্থলোলুপ; এ সকল বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। তিনি যখন নবদ্বীপে প্রথম আগমন করেন, ত্রিলোচন বসু রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সে যাত্রা তিনি একাকী আসিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, বক্তিয়ার অধিকতর বলসঞ্চয় করিলে, বলবন্তসিংহকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর পুনরায় নবদ্বীপ-রাজ্যে গমন করেন। ত্রিলোচন ভিন্ন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া, তিনি ত্রিলোচনের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে ত্রিলোচনের মুক্তিলাভের দিনই তিনি ত্রিলোচনকে প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ত্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়া বক্তিয়ার-সন্নিধানে প্রত্যাগমন করেন। ত্রিলোচনকে বজরায় উঠাইয়া লইয়া, জলঙ্গীর বক্ষ ভেদ করিয়া বজরাখানি প্রথমে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে, পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখে পরিচালিত হয়।

* * *

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বক্তিয়ার-সকাশে।

ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন পথে চর প্রেরিত হইয়াছিল। একে একে সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেহই আশার সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। প্রায় সকলেরই এক উত্তর—"সে রাজ্যে প্রবেশ-লাভ অসম্ভব!"

বক্তিয়ার হতাশ হইলেন। "তবে কি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না? তবে কি খোদা মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? তবে কি কাফেরের রাজ্যে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিব না? খোদা!—খোদা!—পথ প্রদর্শন কর। তোমার দাস, তোমার মহিমা-প্রচারে সমর্থ হউক।"

দুর্ভাবনার দিন সহজে অবসান হয় না। মনে হয়, দিন যেন বাড়িয়া গিয়াছে। রাত্রি আসে; রাত্রিও যেন ফুরায় না!

ইতিমধ্যে বজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবদ্বীপ হইতে বজরা ফিরিয়া আসিয়াছে, বক্তিয়ার সংবাদ পাইলেন। উৎসাহে উল্লাসে পুনরায় তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বজরা যখন নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সংবাদ নিশ্চয়ই শুভ বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। বক্তিয়ার আপনার মন্ত্রণা-গৃহে বলবন্ত-সিংহকে ও বিশেশ্বর রায়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পর নবদ্বীপ-সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হইল।

বলবন্তসিংহ কহিলেন,—"নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যের মধ্যে সৈন্য-পরিচালনা আপাততঃ সম্ভবপর নহে।"

বক্তিয়ার শিহরিয়া উঠিলেন!—"বলেন কি? আপনাদের ন্যায় যোদ্ধবর্গের সাহায্য পাইলেও আমরা নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না? এ বড় আশ্চর্য্যের কথা!"

বলবন্তসিংহ।—"রাজ্য সুরক্ষিত। কোনও পথ দিয়া প্রবেশের সুবিধা নাই। বিশেষতঃ, প্রজাবর্গ একান্ত রাজানুগত ও রাজভক্ত। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে শুনিলে, প্রজামাত্রেই উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। অঙ্কুশেও এ সংবাদ প্রচারিত হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।"

বক্তিয়ার চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে উপায়?"

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—"উপায় ত্রিলোচন বসু যদি কিছু করিতে পারেন।"

বলবন্তসিংহ।—"কিন্তু ত্রিলোচন বসুকে আজিও আমরা চিনিতে পারিলাম না। লোকটা ঘোর অর্থপিশাচ। কিন্তু কায়দা ছাড়িতে চাহে না।"

বক্তিয়ার।—"ত্রিলোচন কেমন লোক, আমার নিকট উপস্থিত করিলে, আমি সব বুঝিয়া লইব। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের প্রতি তাহার কিরূপ ধারণা, তাহাও বুঝিতে পারিব।"

বিশ্বেশ্বর।—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ত্রিলোচনকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য ত্রিলোচন মনে মনে প্রতিহিংসায় জ্বলিতেছে।"

বলবন্তসিংহ কহিলেন,—"কিন্তু—"

বক্তিয়ার বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি আর কিন্তু শুনিতে

চাহি না। একবার ত্রিলোচনকে আমার সমক্ষে আনয়ন করুন।” বক্তিয়ারের মুখমণ্ডলে একটু স্পর্দ্ধার ভাব প্রকাশ পাইল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ত্রিলোচনকে প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করা হইল। বক্তিয়ার, বলবন্ত সিংহ ও বিশ্বেশ্বর তিন জনেই ত্রিলোচনের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের মন যে সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল, এখন তাঁহার সে সংশয় দূরীভূত হইল।

ত্রিলোচন পরিচয় পাইয়াছিলেন,—স্বর্গ হইতে দেবসৈন্যগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সম্মুখে এ কি দেখিলেন! শাস্ত্রাদিতে দেবসেনাগণের যে বর্ণনার বিষয় তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন; বক্তিয়ারে তাহার কোনই সাদৃশ্য দেখিলেন না। বদনে কোমলতা নাই; পরিচ্ছদে পারিপাট্য নাই। মুখ শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত; মুণ্ডিত-মস্তকে শিরস্ত্রাণ শোভমান। পরিধানে পায়জামা; গাত্রে অঙ্গরাখা। কটিদেশে তরবারি দোদুল্যমান।

ত্রিলোচনের মনে হইল,—‘কি দেখিতে আসিয়াছিলাম; আর এ কি দেখিলাম! দেবমূর্ত্তি দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম! কিন্তু এই কি দেবমূর্ত্তি!’ ত্রিলোচনের মনে, কি জানি কেন, বক্তিয়ারকে দেখিয়া আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

ত্রিলোচনকে আপ্যায়ন করিয়া বক্তিয়ার কহিলেন,—“আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।”

ত্রিলোচন অর্দ্ধ-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—“আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমি আপনার দয়ার ভিখারী।”

বক্তিয়ার কহিলেন,—"আপনি সকল বিষয়ই অবগত আছেন। এখন বলুন দেখি, কি উপায়ে আমরা নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি?"

ত্রিলোচন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমি সামান্য ব্যক্তি। সে পরামর্শ আমি কি দিতে পারি? আমি মহারাজের সামান্য একজন প্রজা বৈ তো নয়!"

বক্তিয়ার।—"দেখুন, আপনার ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় সকলই আমি অবগত আছি। আমার নিকট কেন আপনি বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন!"

এই বলিয়া বক্তিয়ার একরাশি সুবর্ণ-মুদ্রা সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"দেখুন, এই সুবর্ণ-মুদ্রাগুলি আপনার সম্মানার্থ রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি সমস্তই আপনার। রাজা লক্ষ্মণ-সেনের ষড়যন্ত্রে আপনার অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সংবাদ পাইয়া, প্রথমেই আপনাকে এই উপঢৌকন প্রদান করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি বা না পারি, এ সুবর্ণ-মুদ্রায় আপনার পূর্ণ-অধিকার। নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, সে পুরস্কার,—কথায় আর কি বলিব,—মনে মনেই রহিল।"

ত্রিলোচন চমকিয়া উঠিলেন। এতাধিক সুবর্ণ-মুদ্রা এক সঙ্গে তিনি তো কখনও চক্ষে দেখেন নাই! তিনি অনেক সময় অনেক অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; তিনি নিজেও বিপুল অর্থের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এক সঙ্গে এত সুবর্ণ-মুদ্রা কখনও তো তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই! ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—"বক্তিয়ার কে? বক্তিয়ারের এত অর্থ!

বক্তিয়ারের কুবেরের ভাণ্ডার! এই সুবর্ণ-মুদ্রা পাইলে আমার আর কিসের অভাব।"

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—"দেখিলেন—যাহা বলিয়াছিলাম, সত্য কি না! সাহানসাহ বাদসাহের মেজাজ দেখুন! রাজা লক্ষ্মণ-সেনের দান-মাহাত্ম্যের কথা চারিদিকে বিঘোষিত। কিন্তু এমন দান কখনও দেখিয়াছেন কি? এখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যখন এই বিপুল অর্থের অধিকারী হইলেন, তখন মনে করুন দেখি—কোনও উপকার করিলে কি পুরস্কার পাইতে পারেন! উপকারই বা এমন কি বিশেষ উপকার! যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না; কেবলমাত্র কয়েকটী পরামর্শ!"

বক্তিয়ার কহিলেন,—"আপনাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছি। আপনার উপর কোনও জোর-জবরদস্তি নাই। আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহাই পরামর্শ দিবেন।"

ত্রিলোচন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিসের পরামর্শ দিবেন, কি পরামর্শ দিবেন,—ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

বলবন্তসিংহ কহিলেন,—"আপনার নিকট বাদসাহ অধিক কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। আপনি নবদ্বীপ-রাজ্যের পথ-ঘাট সকলই অবগত আছেন। সেই সকল বিষয় আমাদিগকে জানাইলেই পরম উপকৃত মনে করিব।"

ত্রিলোচন।—"আপনারা তো সকলই দেখিয়া-শুনিয়া আসিয়াছেন! তাহার অধিক আমি আর কি বলিব?"

বক্তিয়ার ঈষৎ হাসিয়া, আত্মভাব গোপন করিয়া, কহিলেন, —"সে কথা ঠিকই বলিয়াছেন! তবে সময়ে সময়ে উহাঁরা যদি

কোনও স্থানে ভুল-চুক করিয়া বসেন, আপনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।”

এই বলিয়া বক্তিয়ার সে দিনের মত ত্রিলোচন প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচনকে যে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করা হইল, বক্তিয়ার একজন বাহককে তৎসমুদায় ত্রিলোচনের বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার আদেশ দিলেন। শীঘ্রই ত্রিলোচনকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, বক্তিয়ার তাহাও জ্ঞাপন করিলেন।

সহসা ঐ সুবর্ণমুদ্রাগুলি প্রাপ্ত হওয়ায় ত্রিলোচন যে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে মনের একটা সন্দেহ দূর হইল না। চিত্তে একটা ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল। যিনি নিঃস্বার্থভাবে এককালে এতাধিক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন, তাঁহাকে কি পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে, এখন এক একবার ত্রিলোচনের চিত্তে সে চিন্তারও উদয় হইল।

***

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

উপায়-নির্দ্ধারণে।

পর দিন পুনরায় বক্তিয়ার ত্রিলোচনকে আপন মন্ত্রণা-গৃহে আনয়ন করিলেন। আবার সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল।

ত্রিলোচন উত্তর দিলেন,—“আপনি আমাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কি উপকার করিতে পারি, তাহাই চিন্তা করিতেছি।”

বক্তিয়ার।—"দেখুন, চিন্তার আর সময় নাই। আমি অবিলম্বে নবদ্বীপ-রাজ্য আক্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। ভারতবর্ষে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে, আমি মনে করি, আমার জীবনই বৃথা। খোদার আদেশ,—আমাকে এ রাজ্য অধিকার করিতেই হইবে। তাঁহার মহিমা কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না।"

ত্রিলোচন শিহরিয়া উঠিলেন! 'বক্তিয়ার এ কি বলেন? তিনি মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্য অধিকার করিবেন? আর আমি সেই কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিব! আমার ন্যায় রাজদ্রোহী স্বদেশদ্রোহী জগতে তো আর দ্বিতীয় নাই! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন!—তোমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইব বলিয়াই কি তুমি আমায় মুক্তিদান করিয়াছিলে।"

বক্তিয়ার।—"চুপ করিয়া রহিলেন যে! কি উত্তর দিতে চাহেন, স্পষ্ট করিয়া উত্তর দেন।"

ত্রিলোচনের মনে হইল,—"বলি, না—পারিব না;—এমন কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

বক্তিয়ার সা কথঞ্চিৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"উত্তর দিতেছেন না যে! সাহানসাহ বাদসাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নে অবহেলা প্রকাশ করিতেছেন! অন্য কেহ হইলে এখনই উচিত দণ্ড প্রদান করিতাম। কিন্তু আপনি আমার মিত্র! তবে মনে রাখিবেন, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে।"

এই বলিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে বক্তিয়ার আপনার তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া পরক্ষণেই তাহা কোষবদ্ধ করিলেন।

ত্রিলোচনের আতঙ্ক হইল। ত্রিলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"আপনার বাক্যে অবহেলা করি নাই। আমি ভাবিয়া দেখিতেছি,—কি উপায় নির্দ্ধারণ করা যায়!"

বক্তিয়ার।—"ভাবিয়া কিছু স্থির করিয়াছেন কি?"

ত্রিলোচন।—"যদি অভয় দেন বলিতে পারি।"

বক্তিয়ার সা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আপনি মিত্র—দোস্ত। আপনার যাহা পরামর্শ, তাহা অবশ্য শ্রবণ করিব। আপনি নিসঃঙ্কোচে বলিতে পারেন।"

ত্রিলোচন।—"নবদ্বীপ-রাজ্য অধিকার করা তো দূরের কথা। সে রাজ্যে প্রবেশ-লাভ করাও সম্ভব নহে। আমি মনে করি, আপনার পক্ষে সে কামনা অসাধ্য-সাধন কামনা।"

ব্যক্তিয়ার।—"তবে কি নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশ করিবার কোনই উপায় নাই!"

ত্রিলোচনের একবার মনে হইল,—'না, বলিব না।' আবার মনে হইল,—'না বলি।' তিনি শেষে মনে করিলেন—'না বলিয়াই বা উপায় কি?'

ত্রিলোচন কহিলেন,—"নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশের একটী মাত্র পথ আছে। সে পথ—মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের অনুগ্রহ-প্রার্থনা।"

পথ আছে শুনিয়া বক্তিয়ার একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে পথ মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"কি!—কাফের শরণাপন্ন হইব? এ কথা বলিতে আপনার সঙ্কোচ বোধ হইল না!"

ত্রিলোচন কহিলেন,—"রাগ করিবেন না,—উতলা হইবেন

না। যাহা বলিতেছি, প্রণিধান করিয়া দেখুন। রাজ্য যেরূপ সুরক্ষিত, প্রজাবর্গ যেরূপ রাজার একান্ত অনুগত, সে পরিচয় আপনি সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন। সে রাজ্য অধিকার করা যে আপনার বাহুবলের সামর্থ্যাতীত, তাহাও আপনি বুঝিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে যে একটী মাত্র পথ আছে, তাহাই আমি জানাইতেছি। সে পথ গ্রহণে যদি আপনার অনভিমত হয়, গ্রহণ করিবেন না। অভিমত হয়, ভালই।"

ত্রিলোচন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না,—ইহাই তাঁহার কল্পনা ছিল।

বক্তিয়ার।—"ভাল, আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন।"

ত্রিলোচন কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের ন্যায় অতিথিসৎকার-পরায়ণ নৃপতি এ জগতে দুর্লভ। অতিথি-সৎকারে তাঁহার দ্বার অবারিত। আপনি যদি তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণ জন্য উৎসুক হন, প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, মহারাজ নিশ্চয়ই আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। এ ভিন্ন আপনার নবদ্বীপ-রাজ্যে উপস্থিত হইবার আর কোনই উপায় নাই। আমার ইচ্ছা—যদি মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্যদর্শন আপনাদের অভিপ্রেত হয়, মহারাজের সমীপে আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। মহারাজ নিশ্চয়ই অনুমতি প্রদান করিবেন।"

ত্রিলোচনের বাক্য শুনিতে শুনিতে, বক্তিয়ার এক একবার রোষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এক একবার লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। এক একবার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মন সরিল না। ত্রিলোচনের প্রস্তাবে মন সরিল না।

বাহুবলে নবদ্বীপ-রাজ্য অধিকার করিবেন, বক্তিয়ার সেই স্পর্দ্ধার স্পর্দ্ধান্বিত হইলেন। কহিলেন,—"কাফেরের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা! প্রাণ থাকিতে এরূপ অপমান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।"

সে দিনের মত ত্রিলোচন অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহাকে কৌশলে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। আপন সৈন্যদল-সহ বক্তিয়ার নবদ্বীপ-রাজ্যাধিকারে অগ্রসর হইবেন, স্থির হইল।

***

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

অভিযান।

বক্তিয়ার অদম্য উৎসাহে নবদ্বীপ-রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। হিন্দু-মুসলমান—উভয়বিধ সৈন্যই তাঁহার সহায়তার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু নবদ্বীপ-রাজ্যের সীমানায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ত্রিলোচনের ভবিষ্য-বাণী সফল হইল। মিথিলার সীমান্তে, অরণ্য-প্রান্তে, ভৈরবনাথের গিরি-সঙ্কটে, তাঁহারা সঙ্কট বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেবের মন্দির হইতে, সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে, অগ্নি বর্ষণ হইবে,—বক্তিয়ার ভ্রমেও সে ভাবনা ভাবেন নাই! তাঁহার নৌ-বাহিনী যখন মিথিলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, ভৈরবানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তোমরা কে?—কোথায় যাইতেছ?" নৌবাহিনী হইতে উত্তর আসিয়া-

ছিল,—"আমরা যেই হই, যেখানেই যাই, তোমার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহি।" ভৈরবানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন,—"পরিচয় দিতে বাধা কি?" উত্তরে নৌবাহিনী হইতে বক্তিয়ার ভৈরবানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিলেন। ভৈরবানন্দ স্বামীর পরিবর্ত্তে, সে গুলিতে তাঁহার পার্শ্বস্থিত একজন অনুচর নিহত হইয়াছিল। অগত্যা ভৈরবনাথের পাহাড় হইতেও গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়। তীরন্দাজগণ নৌবাহিনী লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই কালিন্দীর কাল জল শোণিত-প্রবাহে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বক্তিয়ার প্রমাদ গণিলেন। পলায়ন ভিন্ন তখন আর উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া তিনি পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর পর্য্যন্ত তীর ছুটিল।

ভৈরবানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বক্তিয়ার যখন গুলি নিক্ষেপ করেন, এক দল হিন্দুসেনা সেই সময় তীরে অবতরণ করিয়াছিল। বীরসিংহের সহিত তাহাদের সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বীরসিংহের প্রাণে সেই সময় পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-কল্পনা জাগিয়া উঠে। বীরসিংহের মনে হয়,—'এই তো আমার উপযুক্ত অবসর! আততায়ীদিগকে বিনাশ করিয়া আমার যদি দেহপাত হয়, সেই আমার প্রায়শ্চিত্ত। মহাপুরুষগণও আমায় সেই উপদেশ দিয়াছেন। আমার অন্তর্দেবতাও আমায় সেই উপদেশ দিয়াছেন।' এই স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠায়, বীরসিংহ আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সঙ্কট-সমরে প্রবৃত্ত হন।

আততায়িগণের কেহ আহত, কেহ নিহত, কেহ বা বন্দী হয়। বক্তিয়ার পলায়ন করেন। এমন সময়ে, যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত্তে, বলবন্তসিংহের অস্ত্রাঘাতে বীরসিংহ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হন। বীরসিংহের পার্শ্বচরগণ বলবন্তসিংহকে বন্দী করেন। বীরসিংহ অজ্ঞানাবস্থায় ভৈরবনাথের গুহা-মন্দিরে আনীত হন।

***

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-শয্যায়।

সন্ন্যাসিগণ যথাসাধ্য বীরসিংহের শুশ্রূষা করেন। শুশ্রূষায় বীরসিংহের জ্ঞান সঞ্চার হয়। জ্ঞান-সঞ্চারে তাঁহার মনোমধ্যে অভিনব অনুতাপ আসিয়া পড়ে। ভৈরবানন্দ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বীরসিংহ মর্ম্মভেদী স্বরে বলেন,—"দেব! আমার এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে; কিন্তু আর এক পাপের প্রায়শ্চিত্তের কি বিধান করিলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, আততায়ীর গতি অবরোধ করিয়া মরিতে পারিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে,—আমি শান্তি পাইব। কিন্তু কৈ?—শান্তি পাইলাম কৈ? পাপ-স্মৃতি একেবারে উন্মূলিত হইল কৈ?"

ভৈরবানন্দ স্বামী বীরসিংহের মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—"বাবা! কেন তুমি অনুশোচনা করিতেছ? তোমার কর্ত্তব্য তুমি যে ভাবে পালন করিয়াছ, জগতে তাহার তুলনা নাই। তবে কেন তুমি আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছ?"

বীরসিংহ।—"ঠাকুর! জীবনে আমি আর এক গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। এখন মৃত্যুকালে সেই ভাবনায় আমার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সেই সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা কিশোরী—সংসারের কুটিলতা যাহার প্রাণে একটুও প্রবেশ করে নাই—আমি তাহার যে সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছি, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করিলাম? আমার সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে—জীবনে মরণে আমার সহিত এক হইয়া থাকিবে,—সে যে এই আশায় রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইয়াছিল! আমি তাহার কি করিলাম? অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুমারী আমারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী ভিখারিণী হইয়াছিল! তাহাকে কি অবস্থায় কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি, স্মরণ করিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। শোভা!—শোভা!—শোভা—তুমি কোথায়?"

বীরসিংহ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। ভৈরবানন্দ স্বামী জলসেক করিতে লাগিলেন। আনন্দ ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভৈরবানন্দ স্বামী কহিলেন,—"দেখ, আনন্দ! তুমি একবার সত্বর অনুসন্ধান করিয়া দেখ। এখনও এ আরণ্য-প্রদেশ হইতে শোভাকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই! যাও—দয়ানন্দ স্বামীর নিকট যাও। তাঁহাকে বীরসিংহের সংবাদ প্রদান কর। ত্বরায় শোভাকে ভৈরবনাথের আশ্রমে লইয়া আইস।"

বলিতে বলিতে ভৈরবানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"দয়ানন্দ! তোমার বড় সাধ ছিল,—অদ্যকার যুদ্ধ শেষ হইলে, মুসলমানগণকে মিথিলার প্রান্ত হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, বীরসিংহকে ও

শোভাকে লইয়া তুমি নবদ্বীপ যাত্রা করিবে! উহাঁদের পিতা-মাতার ন্যায় তোমারও মনে সাধ হইয়াছিল,—শোভাকে ও বীরসিংহকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাঁদিগের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে। বীরসিংহ মিথিলার সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, শোভা রাজরাণী হইবেন;—কেবল তোমার প্রাণে নহে, মহারাজ-চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের প্রাণেও এ আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। কিন্তু দেখ—কর্ম্মফল! কর্ম্মসূত্র কেহই ছিন্ন করিতে পারিল না! হা অদৃষ্ট!—হা দুর্ভাগ্য!"

অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের পুনরায় চৈতন্য হইল। বীরসিংহ আবার 'শোভা' 'শোভা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভৈরবানন্দ স্বামী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"বাবা! শান্ত হও।"

ইতিমধ্যে শোভাকে সঙ্গে লইয়া দয়ানন্দ স্বামী ভৈরব-নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহকে রক্তাক্ত-কলেবর দেখিয়া শোভা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমায় ফেলিয়া পলাইবেন? কৈ?—পলাইতে তো পারিলেন না!"

বীরসিংহ চক্ষু চাহিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল। অশ্রুধারায় উভয়েরই বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। বীরসিংহ কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"শোভা!—আমার প্রাণদাত্রী শোভা! আমার শুশ্রূষাকারিণী শোভা! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় বড় বেদনা দিয়াছি;—তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি রাজনন্দিনী; আমার জন্য বনবাসিনী হইয়াছ। কিন্তু আমি তোমায় কি কষ্ট না দিয়াছি! আমার একটী কথা শুনিলে তোমার কত আনন্দ হইত; সে কথার উত্তর পাইলে তুমি

স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে! কিন্তু আমি উত্তর দেই নাই। আমি সব বুঝিয়াছি; কিন্তু সব বুঝিয়াও তোমায় কষ্ট দিয়াছি। শোভা!—প্রাণের শোভা! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে! তুমি কত বার প্রতীক্ষা করিয়াছ; আমার একটী উত্তর,—'আমি তোমায় বিবাহ করিতে সম্মত আছি'—এই উত্তর, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছ; কিন্তু আমি একবারও মুখ ফুটিয়া সে উত্তর দিতে পারি নাই! প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। মনে করিয়াছি,—'বলি; বলি—তোমায় বিবাহ করিব!' কিন্তু অমনি কে যেন আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। মনে পড়িয়াছে—পিতামাতার কথা; মনে পড়িয়াছে,—তাঁহারা বিদ্যমান থাকিতে আমি কি উত্তর দিতে পারি! তাই শোভা!—তাই তোমায় কোনও উত্তর দিতে পারি নাই! কিন্তু আজ যখন শুনিলাম,—ভৈরবানন্দ স্বামী যখন বলিলেন,—তোমার ও আমার উভয়েরই পিতামাতার ইচ্ছা ছিল,—আমাদের উভয়কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবেন; শোভা!—তখন হইতে আমার বাঁচিবার বড় সাধ হইতেছে! সেবার রণাহত অবস্থায় বাঁচিবার একটুও ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তুমি শুশ্রূষায় বাঁচাইয়াছিলে! এবার বাঁচিবার বড় সাধ হইতেছে; কিন্তু বোধ হয় এবার আর তুমি আমায় বাঁচাইতে পারিবে না! না বাঁচি; কিন্তু শোভা!—নিশ্চয় জানিও—আমি তোমারই।"

আর কথা কহিতে বীরসিংহের কষ্ট বোধ হইল। বীরসিংহের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

শোভা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া বীরসিংহের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুশ্রূষায় কোনই ফল ফলিল না। পর

দিন দ্বিপ্রহরে গঙ্গার তীরে, ভৈরবনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে, শোভার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বীরসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন।

* * *

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

স্নানের ঘাটে।

বীরসিংহের ও শোভার সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল। সেই সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে সেবানন্দের সঙ্কোচ বোধ হইল। সুতরাং অনেক দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের কেহ সে সংবাদ পাইলেন না। কেহ সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস করিলেন; কেহ বা 'দূর পথ—আসিতে বিলম্ব হইতেছে' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

এদিকে সারস্বত উৎসবের দিন সমাগত হইল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন পুরুষোত্তম-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর সারস্বত উৎসবে অধিকতর সমারোহের আয়োজন হইল। দেশের সকল শ্রেণীর পণ্ডিত,—কবি, দার্শনিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৈদিক, স্মার্ত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পণ্ডিত—আমন্ত্রিত হইলেন। সকলকেই যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিবেন—সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কারাদি বিতরণ করিবেন,—মহারাজ মনস্থ করিলেন।

মাঘী-পূর্ণিমার দিন আবার গঙ্গাতীরে মেলা বসিয়া গেল। দূরদেশাগত যাত্রিগণ গঙ্গাস্নান করিতে আসিলেন; বহু সাধু-সন্ন্যাসী নবদ্বীপের ঘাটে গঙ্গাস্নানার্থ সমাগত হইলেন।

দ্বিপ্রহরান্তে শুভযোগ ঘটিয়াছে; তখন স্নানের শুভ মুহূর্ত্ত; সকলেই সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন। গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য। সহরের মধ্যঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-দক্ষিণ দুই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নদী-তীরের জনতার পরিমাণ করা যায় না! জনশ্রেণী নানারূপে নানা ভাবে শুভ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে।

কোথাও কোনও পণ্ডিত পুরাণ পাঠ করিতেছেন; ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে সে পাঠ শুনিতেছেন। কোথাও কেহ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন। কোথাও কেহ শ্রাদ্ধ-তর্পণ সারিতেছেন। এক স্থানে কতকগুলি সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন-তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিতর্ক চলিয়াছে। স্ত্রীলোক, বালক, যুবক, বৃদ্ধ,—যাহার প্রাণে যে ভাবের উন্মেষ, স্নানঘাটে তাহার প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া উঠিতেছে।

রাজবাড়ীর ঘাটে পুরাঙ্গণাগণের জন্য স্নানের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন একাকী একখানি বজরাতে আরোহণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে বসিয়া ইষ্টারাধনা করিতেছেন। যে ঘাটে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের বিতর্ক চলিতেছিল, মহারাজের বজরা তাহারই অনতিদূরে অবস্থিতি করিতেছিল।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে মুক্তি বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছিল। কেহ কহিতেছিলেন,—'কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি হয়।' কেহ কহিতে-ছিলেন,—'ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সোপান।' কেহ কহিতে-ছিলেন,—'জ্ঞানান্মুক্তি। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।' একজন কহিলেন,—"যিনি কর্ম্মী পুরুষ, তিনিই মুক্ত।" একজন

কহিলেন,—"ভক্তও যে, মুক্তও সে।" তৃতীয় জন উত্তর দিলেন,—"যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তিনিই মুক্ত মহাপুরুষ। যাঁহার জ্ঞান সেই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যিনি ধূলায় ও স্বর্ণমুদ্রায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁহার নিকট উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই,—তিনিই মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তি। ভ্রান্তি বা মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে,—সর্ব্বত্র অভিন্নভাব উপলব্ধি না হইলে—মুক্তি নাই।"

বজরার মধ্যে উপবিষ্ট মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের কর্ণে সন্ন্যাসী-দিগের কয়েকটী উক্তি প্রতিধ্বনিত হইল। 'ধূলায় ও কাঞ্চনে প্রভেদ নাই; ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তি; ভ্রান্তি বা মায়া পরিহার করিতে না পারিলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না;'—মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের হৃদয়-তন্ত্রীতে এই সুর বাজিয়া উঠিল। জনসঙ্ঘের কোলাহলের অথবা অন্য কোনও কথার প্রতি মহারাজের কর্ণ আকৃষ্ট হইল না। সন্ন্যাসীদিগের মুখনিঃসৃত ঐ ভাবতরঙ্গনিচয় তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,—"চিরদিনই এই সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু হৃদয়ে স্থান পাইল কৈ? কত কাল হইতে শুনিতেছি,—'টাকাও যা, ধূলাও তা।" কত কাল হইতে শুনিতেছি,—'কাঞ্চনে ও ধূলি-মুষ্টিতে পার্থক্য নাই।' কিন্তু এক কর্ণে শুনিতেছি, অন্য কর্ণ দিয়া সে ধ্বনি নিষ্কাসিত হইতেছে। হায়—ভ্রান্তি! সকলই তুমি বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া রাখিয়াছ! 'সর্ব্বত্র সম-দৃষ্টি!' কতবার মনে করিয়াছি,—সর্ব্বজীবে সর্ব্বজনে সমভাবে দর্শন করিব। কিন্তু কৈ, মনে হয় না তো—জীবনে এক দিনও সমদর্শিতার

পরিচয় দিতে পারিয়াছি ? মায়া !—মায়া, তুই আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিলি ! বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়,—তিন কাল অতীত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। মায়া ! —এখনও তুই আমায় পরিত্যাগ করিলি না ! ঐশ্বর্য্যের মায়া, সম্মান-সম্ভ্রমের মায়া, পুত্র-কলত্রের মায়া,—এ বয়সেও ছিন্ন করিতে পারিলাম না ! কি করি ?—উপায় কি ? মন !—একবার তুমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে পারিবে না ? পারিব !—অবশ্যই পারিব ! আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম,—মায়াপাশ ছিন্ন করিব ;—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইব।”

মহারাজ যতক্ষণ বজরায় রহিলেন, ততক্ষণ এই প্রতিজ্ঞার বিষয় পুনঃপুনঃ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শুভ-মুহূর্ত্ত আসিল। যোগের স্নান শেষ হইল। মহারাজ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখনও ঐ চিন্তা—ঐ ভাবনা মন অধিকার করিয়া রহিল।

* * *

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

অনুজ্ঞা-লাভে।

যথা-সময়ে অপরাহ্নে সারস্বত-উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। এবার আর পণ্ডিতগণের গুণপনার পরিচয় লইবার আকাঙ্ক্ষা হইল না। যাহাতে পণ্ডিতগণ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হন,—কবি, দার্শনিক,সাহিত্যিকগণের যাহাতে অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া যাইতে পারেন, এবার কেবল মহারাজ তৎপ্রতিই মনোযোগী হই-

লেন। নবদ্বীপ-রাজ্য মধ্যে যে কেহ সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক বা পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইল। যাঁহার যাহা অভাব-অভিযোগ ছিল, মহারাজ অমাত্য-গণের প্রতি সকলের সকল অভাব পূরণের আদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংগ্রাম-সিংহ মহারাজের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বে-শ্বরকে চিনিতেন। বিশ্বেশ্বর জনৈক হিন্দু-নৃপতির অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করিতেন,—মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন তাহাও অবগত ছিলেন। কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসানন্তর মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন বিশ্বেশ্বরের নবদ্বীপ-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ মনে করিয়াছিলেন,—'আমার পুরুষোত্তম-যাত্রার সংবাদ পাইয়া, বিশ্বেশ্বর বোধ হয় কোনও প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছেন!'

বিশ্বেশ্বর যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে নিবেদন করিলেন,—"অযোধ্যার অধিপতির দূতরূপে আমি আজি আপনার দরবারে আসিয়াছি।" এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর মহারাজের নিকট একখানি পত্র প্রদান করিলেন; বলিলেন—"বাদসাহ বক্তিয়ার সাহ অতি সজ্জন ব্যক্তি। যদিও তিনি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু হিন্দুর প্রতি তাঁহার অশেষ অনুরাগ। আপনার প্রতি তাঁহার সম্মানের অবধি নাই। দেশ-পর্য্যটনে তাঁহার বড়ই কৌতূহল। দেশ-পর্য্যটন-ব্যপদেশে এদেশে আসিয়া তিনি আপনার আতিথ্য গ্রহণে অভিলাষী। আপনার অতিথি-সৎকার সর্ব্বজনবিদিত; তাই তিনি এই প্রার্থনা-পত্র সহ আমাকে আপনার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। এ রাজ্যে তীর্থযাত্রীর অবারিত দ্বার।

দেশ-পর্য্যটকগণ সাধারণতঃ তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বাদসাহ মিথ্যা ভাণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। তিনি বলেন,—'আমি বিধর্ম্মী; নবদ্বীপ-রাজ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং মহারাজাধিরাজের অনুমতি ভিন্ন আমি সে রাজ্যে গমন করিতে পারি না।' তাই তিনি মহারাজের নিকট এই আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ করুণা-প্রকাশে তাঁহাকে এদেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে আমারও মুখ রক্ষা হয়, বাদসাহও কৃতকৃতার্থ হন।"

মন্ত্রী রঘুদেব সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মহারাজের কোনরূপ মন্তব্য-প্রকাশের পূর্ব্বেই তিনি নিবেদন করিলেন,—"রাজন্! এ রাজ্যে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশের বিধি নাই। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের পদার্পণ হইলে, রাজ্য কলুষিত হইবে।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন মনে মনে কহিলেন,—"অমাত্য রঘুদেব! তোমার কথার মর্ম্ম আমি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছি। বক্তিয়ারের উদ্দেশ্যও আমি যে না বুঝিয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু সে রাজনৈতিক কূট-চিন্তার দিন এখন আমার অতীত হইয়াছে।"

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—"বাদসাহ আতিথ্য-প্রার্থী। অতিথি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কি মহারাজের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবেন?"

রঘুদেব।—"এ রাজ্যের নিয়ম তাহাই। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের প্রবেশ একান্ত দোষাবহ।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কহিলেন,—"অতিথি সর্ব্বথা আদরণীয়।

হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, তাঁহারা যখন আতিথ্য-গ্রহণ-প্রার্থী, আমাদের আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে?"

সংগ্রামসিংহ আপত্তি জানাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু মহারাজ তদ্বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহারা যতই বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন,—'হিন্দু-মুসলমানে ঘোর পার্থক্য;' মহারাজের অন্তরে ততই প্রতিধ্বনি উঠিল,—'রাজন্! সমদর্শী হও।' মহারাজ মনে মনে কহিলেন,—"ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব সকলই সমান। হিন্দুও যা, মুসলমানও তা!"

মহারাজ কহিলেন,—"আমি আতিথ্য-সৎকারে বিমুখ হইতে পারিব না।"

সংগ্রামসিংহ ও রঘুদেব উভয়েই দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল,—'মহারাজ সর্ব্বনাশের বিষ-বীজ বপন করিলেন।'

মহারাজ কোনই বারণ শুনিলেন না। বিশ্বেশ্বরকে কহি-লেন,—"আমি আতিথ্য-সৎকারে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। তাঁহাদিগকে বলিও—আমি অভয় দিলাম।"

বিশ্বেশ্বর।—"মহারাজ! যদি এতই অনুগ্রহ করিলেন, তবে একখানি 'ছাড়পত্র' প্রদান করুন। নবদ্বীপ-সাম্রাজ্য যেরূপ সুরক্ষিত, আপনার 'ছাড়পত্র' প্রদর্শন ভিন্ন এ রাজ্যে প্রবেশের কোনই উপায় নাই।"

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন 'ছাড়পত্র' প্রদান করিলেন। রঘুদেব ও সংগ্রামসিংহ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন; মিনতি করিয়া অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। বিশ্বেশ্বর 'ছাড়পত্র' লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বেশ্বরের হৃদয় এখন আনন্দে উৎফুল্ল। মনে করিলেন,—'বাদসাহ বুঝি বা তাঁহাকে অর্দ্ধ-রাজত্ব জায়গীর প্রদান করিবেন।' তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—'তাঁহার কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তিনি কি কৌশলেই ত্রিলোচনকে বাদসাহ-সকাশে উপস্থিত করিয়াছিলেন!' কিন্তু ত্রিলোচনের বিষয় মনে হইতেই তাঁহার হৃদয়ে স্পন্দন অনুভূত হইল। মনে মনে কহিলেন,—"আমার তুচ্ছ বুদ্ধি! আমি তো কৈ আতিথ্য-গ্রহণে নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশের পরামর্শ দিতে পারি নাই! ত্রিলোচন যদি এ পরামর্শ না দিতেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্যতার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ত্রিলোচনের পরামর্শে বাদসাহ প্রথমে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতে হাতে তাঁহাকে সে উপেক্ষার ফল পাইতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহাকে ত্রিলোচনের উপদেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইয়াছে।"

যতই ত্রিলোচনের কৃতিত্বের কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই ঈর্ষায় তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল,—"বাদসাহ আমায় আর কি পুরস্কার দিবেন! সকল পুরস্কারই ত্রিলোচনের ভাগ্যে! ত্রিলোচন! তুমি নিরাশ্রয় ছিলে। আমি তোমার আশ্রয়দাতা! শেষে তুমি আমারই শত্রু হইয়া দাঁড়াইলে! আচ্ছা!—দেখিব ত্রিলোচন! তোমারই বা কত বুদ্ধি! তোমার সর্ব্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমাত্র সঙ্কল্প! যে অবস্থায় তোমায় আনিয়াছিলাম, যদি পুনরায় তোমায় সেই অবস্থায় আনিতে পারি, তবেই আমার সার্থক জীবন!"

* * *

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।
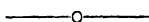
আতিথ্য।

সারস্বত উৎসব শেষ হইল। কুমার লাক্ষণের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। কুমারের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সমাপনান্তে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সস্ত্রীক পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

পুরুষোত্তম-যাত্রার সময় মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কেন্দুবিল্ব হইতে জয়দেবকে একবার নবদ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে জয়দেবের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল; জয়দেবকে নবদ্বীপে আনয়নের সেও এক উদ্দেশ্য বটে। আর এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য—কেন্দুবিল্বে জয়দেবের প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামের সেবার জন্য অর্থ-সম্পৎ প্রদান। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন জয়দেবকে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই অনেকে জানিতে পারেন নাই; কিন্তু দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল,—মহারাজ তাঁহাকে বিপুল ধন-রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

জয়দেব যদিও সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই! তবে এ অর্থ-সম্পৎ লইয়া তিনি কি করিবেন!

পিতামাতার স্বর্গলাভের পর পরসেবা তাঁহার সন্ন্যাস-ব্রতের অঙ্গীভূত হয়। জয়দেব ও পদ্মাবতী রাধাশ্যামের পূজা ও পর-সেবা লইয়াই বিব্রত ছিলেন। এ সংসারে সেবাব্রতে সংসারীর পক্ষে কিছু অর্থ-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন

পুরুষোত্তম-যাত্রাকালে তাই জয়দেবকে কিছু ধন-রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। রাজদত্ত উপহার অত্যধিক না হইলেও লোকমুখে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

অজস্র ধনরত্ন প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হইলেও জয়দেবের গৃহে তজ্জনিত কোনরূপ আড়ম্বর বৃদ্ধি পায় নাই। জয়দেবের গৃহে এখনও সকলেরই অবারিত দ্বার। সে গৃহ পূর্ব্বেও যেরূপ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, এখনও সেইরূপ অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। বিপুল ধনরত্ন পাইয়াও জয়দেব প্রহরীর ব্যবস্থা করেন নাই,—তাঁহার দ্বারদেশে দৌবারিক পদচারণা করে না।

নিত্য যেমন দ্বিপ্রহরে পতিপত্নী উভয়েই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীপুরুষ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেন,— "রাধাশ্যামের ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে; আপনারা প্রসাদ পাইবেন, আসুন।"—এখনও তাঁহারা সেইভাবেই গৃহে গৃহে গমন করিয়া প্রত্যেককে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছেন। নিত্য যেমন প্রতিদিন পথে পথে বাহির হইয়া পতিপত্নী উভয়েই অতিথি পথিক ভিখারী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন,—"তোমরা কে কোথায় অভুক্ত আছ; রাধাশ্যামের ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে. গ্রহণ করিবে—এস।"—এখনও তাঁহারা সেই ভাবে সেই স্বরে সেইরূপ আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিয়া রাধাশ্যামের প্রসাদ-গ্রহণে সকলকেই আহ্বান করিয়া থাকেন। নিত্য যেমন তাঁহারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া বলিতেন,—"আয়!—আয়! তোরা প্রসাদ খাবি, আয়!"—আর তাহারা যেমন আসিয়া তাঁহাদের হাত হইতে প্রসাদ খাইয়া যাইত;—এখনও তাঁহারা সেইভাবেই তাহাদিগকে

আহ্বান করেন ;—সেইভাবেই তাহারা আসিয়া তাঁহাদের হাত হইতে প্রসাদ খাইয়া যায়।

পুষ্পচয়ন, দেবসেবা, ভোগ-রন্ধন, প্রসাদ-বণ্টন, অতিথি-সৎকার—নিত্য যেমন সম্পন্ন হইত, আজিও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। কিবা জয়দেবের, কিবা পদ্মাবতীর উভয়েরই নিত্যকর্ম্মে অনুরাগের হ্রাস নাই।

আজিও জয়দেব প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, রাধাশ্যামের চরণে প্রণত হইলেন। পরিশেষে প্রভুর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিলেন। আজিও পদ্মাবতী যথারীতি পতি-দেবতার পাদবন্দনা করিলেন;—রাধাশ্যামের গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। আজিও যথাসময়ে জয়দেব রাধাশ্যামের পূজায় ব্রতী হইলেন; যথাসময়ে পদ্মাবতী দেবতার ভোগ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলেন। আজিও যথাসময়ে অতিথি-অভ্যাগতের আহারাদি সম্পন্ন হইল; যথাসময়ে পতিপত্নীতে পশু-পক্ষীর আহার্য্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহিঃপ্রাঙ্গণে জয়দেব দাঁড়াইয়া গবাদির আহার যোগাইতে লাগিলেন; পদ্মাবতী বাটীর পশ্চাৎস্থিত পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"আয়!—আয়!—প্রসাদ খাবি আয়।"

পদ্মাবতীর আহ্বান শুনিয়া কুক্কুরদল ছুটিয়া আসিল। বিড়ালগুলি 'মিউ মিউ' করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বনান্তরাল হইতে জিহ্বালেহন করিতে করিতে শিবাকুল ছুটিয়া আসিল। কাক, কোকিল, চিল, দোয়েল, ঘুঘু, টিয়া, ময়না,—কত রং-বেরঙের কত পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া পদ্মাবতীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। পুষ্করিণীর মৎস্যগুলি

রৌদ্রতাপে গভীর জলে আশ্রয় লইয়াছিল। পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা ঘাটের ধারে আসিয়া ধীর স্থির হইয়া রহিল। পদ্মাবতী একে একে সকলকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইলেন। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, পক্ষী—সকলেই সারিসারি দাঁড়াইয়া আহার করিয়া চলিয়া গেল। অন্য সময় হইলে ঐ সকল জীবজন্তুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতই হিংসা-দ্বেষ-আক্রোশ প্রকাশ পাইত! কিন্তু পদ্মাবতীর স্নেহের নিকট সকলেরই সকল কু-প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইল। এ অলৌকিক দৃশ্য যে দেখিল, সে বিস্মিত হইল; যে না দেখিল, সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সর্ব্বজীবের সকলের আহার শেষ হইলে অপরাহ্নে জয়দেব আহারে বসিতেন। তাঁহার আহার সমাপনান্তে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পদ্মাবতী গ্রহণ করিতেন। আজিও সকলের আহার শেষ করাইয়া জয়দেব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন;—পদ্মাবতী পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। এমন সময়, বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল,—'হর হর বম্ বম্।'

জয়দেবের আর আহারে বসা হইল না। জয়দেব কহিলেন, —"পদ্মাবতী! আহারে বসা হ'ল না। অতিথি এসেছেন। ঐ শুন—কণ্ঠস্বর!"

অতিথিগণ অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মনে একটুও বিরক্তির সঞ্চার হইল না। পরন্তু পতি-পত্নী উভয়েরই প্রাণে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। জয়দেব কহিলেন,— "পদ্মাবতী! জগবন্ধু কত দয়াময়! অতিথি এসেছেন! মনে

আছে তো—পুরুষোত্তমে কি ভাবে তিনি আতিথ্য-সৎকার করিতেছেন।"

পদ্মাবতী।—"চিত্তপটে সকলই অঙ্কিত আছে! দিন নাই, রাত্রি নাই,—যখনই অভুক্ত অতিথি জগবন্ধুর দ্বারে উপস্থিত হন, জগবন্ধু তাঁহাকে অন্ন-দানে তৃপ্ত করেন। সে পুণ্য-স্মৃতি সদা জাগরূক আছে। কিন্তু অসামর্থ্য-হেতু মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।"

জয়দেব।—"কেন পদ্মাবতী!—অনুশোচনা আসে কেন? কোনও দিন কখনও তো তুমি অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ হও নাই।"

পদ্মাবতী।—"অনুশোচনা আসিবে কেন? আজ আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। —অসময়ে এই অতিথিগুলি আসিয়াছেন। আর সৌভাগ্য— তাঁহাদের অন্নপান সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আপনি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করুন। আমি অবিলম্বে অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।"

জয়দেব আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন। মনে মনে কহিলেন,— "জগবন্ধু! তুমি যে বলিয়াছিলে—এই অধমের গৃহে মূর্ত্তিমান বিদ্যমান থাকিবে, আজ যেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখি। তোমার কৃপায় এই অসময়ে যেন এই অতিথিদিগের সন্তোষ-বিধানে সমর্থ হই;—অতিথি-সেবায় যেন কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে; প্রভু!—আজ আমাদের সেই সামর্থ্য দেও।"

আবার গগনভেদী উচ্চ-চীৎকার—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!"

আসন পরিত্যাগ করিয়া জয়দেব শশব্যস্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে

আগমন করিলেন। দেখিলেন,—বিংশত্যধিক অতিথি তাঁহার গৃহে আতিথ্য-সৎকারপ্রার্থী।

তাঁহারা কহিলেন,—"আমরা মিথিলার অধিবাসী। নবদ্বীপে রাজদরবারে যাইতেছি। নাম শুনিয়া আপনার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। অপরাহ্ন হইয়াছে। রাত্রিতে আর কোথায় যাইব? তাই আপনারই গৃহে আশ্রয়-প্রার্থী।"

জয়দেব স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র-ভাষে অতিথিগণের সম্মান-সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন,—"আমার পরম সৌভাগ্য! আপনাদের শুভাগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল।"

এই বলিয়া যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা-সহকারে জয়দেব অতিথি-গণকে আসনাদি প্রদান করিলেন।

অল্পক্ষণ-মধ্যেই অতিথি-সৎকারের আয়োজন হইল। যেন কোন্ যাদুমন্ত্র বলে পদ্মাবতী দুই দণ্ডের মধ্যে অতিথিগণের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অতিথিগণের আহারাদি সমাপন করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর জয়দেবের ও পদ্মাবতীর অন্নজল-গ্রহণের সুবিধা ঘটিল না। রাধাশ্যামের আরতি শেষ হইলে রাত্রিতে তাঁহারা জলযোগে বসিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন।

সন্ধ্যার পর রাধাশ্যামের আরতি হইল। পল্লীবাসিগণ আরতি দেখিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে যে জনকোলাহলে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন সে কোলাহল সম্পূর্ণরূপ নিবৃত্ত হইল। দাসদাসী যাহারা ছিল, তাহারাও আপন-আপন কর্ম্ম-সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। অতিথিগণ বহি-র্ব্বাটীতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী গভীর

নিশীথে যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিভৃতে বসিয়া রাধাশ্যামের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

* * *

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মহিমা।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা 'বম্ বম্ হর হর' ধ্বনি উত্থিত হইল। ভগবচ্চিন্তায় চিত্ত তন্ময় থাকায় পদ্মাবতী ও জয়দেব প্রথমে সে শব্দ শুনিতে পান নাই। যখন নিকট চীৎকার-ধ্বনি কর্ণপটহে প্রথম প্রতিধ্বনিত হইল, জয়দেব মনে করিলেন,—'অতিথিগণ হয় তো নাম-গান করিতেছেন।' কিন্তু স্বর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল;—বহিরঙ্গণ হইতে অন্দরে আসিল। অন্দরের প্রতি গৃহ সেই স্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে রাধাশ্যামের মন্দির-দ্বারেও সেই স্বর ধ্বনিত হইল।

ইষ্টারাধনায় বিঘ্ন ঘটিল। জয়দেব মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। অতিথিদিগের একজন জয়দেবের হস্তধারণ করিল। অপর একজন রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিল। তৃতীয় জন হুহুঙ্কার করিয়া কহিল,—"বেটা ভণ্ড! ধনদৌলত সব মাটির মধ্যে পুতে রেখেছিস্! বল—কোথায় কি আছে! প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও কিছু পাইলাম না! তবে বুঝি, এই মন্দিরেই সব লুকাইয়া রাখিয়াছি? আর

মন্দিরে বসিয়াই স্ত্রীপুরুষে তাহা পাহারা দিতেছিস!" অপর একজন কহিল,—"বাঁধ পদ্মাবতীকে! হুশিয়ার—বেটী যেন না পালাতে পারে!"

অতিথিগণ কেন বিরক্ত হইয়াছেন, কেন পীড়ন করিতে আসিয়াছেন,—জয়দেব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জয়দেব কাতর-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"জগবন্ধু! এ আবার তোমার কি খেলা! তোমার লীলা কিছুই যে বুঝিতে পারি না!"

অতিথিগণ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিল,—"বেটা ভণ্ডামি ছাড়। আমরা যা বলি, তাই শোন্! কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছিস, শীগ্‌গির বের ক'রে দে! যদি ভাল চাস্, কথা শোন্!—দেরি করিস-নে!"

জয়দেব বিনীত স্বরে কহিলেন,—"আপনারা কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার তো লুকোচুরি কিছুই নাই! আমার যা কিছু সম্বল, সম্মুখেই রহিয়াছেন। আপনারা অতিথি। অতিথি—দেবতা। দেবতাকে অদেয় কি আছে?—কি থাকিতে পারে? আমার যা কিছু আছে, সকলই লইতে পারেন। আপনাদের জন্যই তো আমি আমার গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছি! আমার গৃহে প্রহরী নাই। আপনাদের যাহা ইচ্ছা, গ্রহণ করুন।"

একজন কহিল,—"বেটার কি মুখমিষ্টি রে!" অপর একজন টিটকারি দিল,—"লক্ষ্মণ-সেনের দত্ত হীরা-জহরতগুলা কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌লে বাপধন?" এই বলিয়া সে সজোরে জয়দেবকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

জয়দেব উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন,—"জগবন্ধু! ইহাদের

অপরাধ লইও না। ইহারা নির্ব্বোধ!—না বুঝিয়া ইহারা আমায় পীড়ন করিতেছে।”

সকলে সমস্বরে কহিল,—“ও সব বুজরুকি খাট্‌ছে না! বল —সে সব ধনরত্ন কোথায় রাখ্‌লি! যদি না বলিস্‌, কেটে টুকরো টুকরো ক’রব।”

পদ্মাবতী, রাধাশ্যামের চরণতলে পড়িয়া থরথর কাঁপিতেছিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল! আর মনে মনে ডাকিতেছিলেন,—“জগবন্ধু! তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছি, এমন কি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি যে, এই গুরুদণ্ড প্রদান করিতেছ?”

দলপতি চীৎকার করিয়া কহিল,—“পদ্মাবতী! যদি এখনও না বলিস্‌, এখনও উত্তর না দিস, তোর সম্মুখে—তোর চক্ষের সমক্ষে—জয়দেবকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক’রে কেটে ফেল্‌ব।” এই বলিয়া দলপতি তরবারি প্রদর্শন করিলেন।

যেন বিদ্যুতের ন্যায় তরবারি পদ্মাবতীর চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতে যেমন প্রাণী ভূতলশায়ী হয়, তরবারি-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর বাক্য-বজ্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পদ্মাবতী রাধাশ্যামের চরণতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

দস্যুদলপতি আস্ফালন করিয়া জয়দেবকে কহিলেন,—“বল, সত্য বল! সে ধনরত্ন কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিস্‌!”

জয়দেব বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন,—“জয়দেব তো কখনও মিথ্যা বলিতে শিখে নাই!”

দলপতি।—“বল্‌ তবে কোথায়?”

জয়দেব রাধাশ্যামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কহিলেন,—"ঐ—ঐ দেখুন—আমার সকল ধনরত্ন! আপনারা কি দৃষ্টি-শক্তিহীন হইলেন! ঐ দেখুন, আপনাদের চক্ষের সমক্ষে, আমার রাধাশ্যামের বক্ষে, কণ্ঠে, হস্তে, করকমলে, চরণতলে বিদ্যুজ্জ্যোতিঃ বিকাশ পাইতেছে। ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের ধনরত্ন রক্ষা করিবার স্থান আর অন্যত্র কোথায় আছে? ঐ রাধাশ্যামের শ্রীচরণ ভিন্ন সে মণি-মাণিক্য কোথায় শোভা পাইবে!—অন্য কোথায়ই বা রাখিবার স্থান আছে?"

এই বলিয়া ছদ্মবেশী অতিথি দস্যুদলকে সম্বোধন করিয়া জয়দেব কহিলেন,—"দেখ—দেখ!—শ্রীচরণে সোণার নূপুর কেমন শোভা পাইয়াছে! দেখ—দেখ!—শ্রীঅঙ্গে মণি-মরকত কেমন অপূর্ব্ব বিভা বিকাশ করিতেছে! দেখ—দেখ!—শ্রীকণ্ঠে কেমন কৌস্তুভমণি কোটী-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান রহিয়াছে! তোমরা কি রত্নের অনুসন্ধান করিতেছ? ঐ দেখ—চরণতলে মণিমুক্তা-মরকতের কোটি কোটি খনি! তোমরা কি তুচ্ছ ধনরত্নের প্রয়াসী? ক্ষুদ্র জয়দেব—কীটাণুকীট জয়দেব—তোমাদিগকে কি ধনরত্ন দিয়া পরিতুষ্ট করিতে পারে? সম্মুখে স্বয়ং জগবন্ধু বিদ্যমান। কি চাও—কিসের আকাঙ্ক্ষা রাখ? করুণাময় তিনি;—তিনি কাহারও কোনও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। লক্ষ্মণ-সেন যাহা কিছু দিয়াছিলেন, তুলনায় সে অতি সামান্য! বল—বল; তোমরা কি চাও—বল। সম্মুখে রত্নের আকর। যাহার যাহা ইচ্ছা—প্রার্থনা কর। প্রার্থনা এখনই পূর্ণ হইবে। চাও হীরা, চাও মণিমুক্তা, চাও মরকত! বল—বল, কি চাও—কত চাও!"

দস্যুদল রাধাশ্যামের প্রতি চাহিয়া দেখিল। মন্দিরে দীপালোক প্রজ্বলিত ছিল না। কিন্তু জগবন্ধুর রূপেই মন্দির আলোকিত হইয়াছিল। সে আলোকে জগবন্ধুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ন্যস্ত হইল। তাহারা চাহিয়া দেখিল,—রাধাশ্যামের মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। দেখিল—ঐশ্বর্য্য!—জয়দেবের কি ঐশ্বর্য্য! মন্দির ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ!

দেখিল—প্রকাণ্ড মন্দির। একদিক হইতে অন্য দিকে দৃষ্টি চলে না—এত বড় মন্দির! সে মন্দিরের কোথাও হীরকের স্তূপ; কোথাও সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণির স্তূপ; কোথাও সুবর্ণের স্তূপ; কোথাও রাশি রাশি অলঙ্কার; কোথাও রাশি রাশি মুদ্রা। মন্দিরে তাহারা প্রথমে যাহা দেখিয়াছিল, সে দৃশ্য আর দেখিতে পাইল না। দেখিল—মন্দির এখন শুধুই ধনরত্নে পরিপূর্ণ!

জয়দেব পুনঃপুনঃ কহিলেন,—"আপনারা অতিথি। আমার গৃহ আপনাদের জন্য অবারিত। আমার সকল সম্পদের সার সম্পৎ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। লউন—এই সম্পৎ লউন; সকল অভাব দূর হইবে।"

এতক্ষণ দস্যুদল যেরূপ গর্ব্বভরে আস্ফালন করিতেছিল, যেরূপ তেজোব্যঞ্জক স্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহাদের সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইল,—সে তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তাহারা কি লইবে, কি করিবে,—স্থির করিতে পারিল না। তাহারা সকলেই হতভম্ব হইল। দস্যু-দলপতি বুঝিলেন—জয়দেবের কি মহিমা! দস্যুদল বুঝিল—জয়দেবের প্রতি জগবন্ধুর কি অপার করুণা!

দলপতি জয়দেবের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার

সহকারিগণ জয়দেবের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। সকলেই কাতর-কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

জয়দেব কহিলেন,—"আপনারা অতিথি ; আপনারা দেবতা। আপনারা অমন কথা কহিবেন না। আপনারা পরিতুষ্ট হইলে, আমার জগবন্ধু পরিতুষ্ট হইবেন। কি করিলে আপনাদের তুষ্টি-সম্পাদন হয়, কি করিলে আমাদের আতিথ্য-ধর্ম্ম-পালনে ত্রুটি না থাকে ;—আপনারা সেই উপদেশ প্রদান করুন। পদ্মাবতী ও আমি—আমরা পতিপত্নী উভয়েই—প্রাণদানেও আপনাদের পরিচর্য্যায় প্রস্তুত আছি।"

দলপতি।—"আপনি মহাপুরুষ। আপনাকে পীড়ন করিয়া আমরা ঘোর অপরাধী হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন।"

জয়দেব দস্যু-দলপতির হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। জয়দেবের হস্তস্পর্শে দলপতির দেহে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালন হইল। হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিয়া জয়দেব কহিলেন, —"অযথা সাধুবাদে কেন আমায় পাপপঙ্কে লিপ্ত করেন? কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন ভিন্ন অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বোধ হয়, আমার কর্ত্তব্য-পালনে কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিবে। তাই জগবন্ধু আমায় পীড়ন করিলেন। অতিথি-সৎকার গৃহস্থের প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই দেখুন না, অতিথি-সৎকার ধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কি করিয়া গেলেন?"

দলপতি।—"তিনি সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন ;—স্বরাজ্যে বৈদেশিক রাজার আগমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।"

জয়দেব।—"কর্ত্তব্য-পালনে তাঁহার কোনও ত্রুটি নাই!"

দলপতি।—“মহারাজের সে কার্য্য কি সমীচীন হইয়াছে? ইহার ভাবী ফল কি ভয়ানক!”

জয়দেব।—“ফলাফল কি হইবে, জগবন্ধুই বলিতে পারেন। নিয়ন্তা তিনি; আমরা নিমিত্ত মাত্র। তবে গৃহীর যাহা কর্ত্তব্য—সংসারীর যাহা কর্ত্তব্য—মহারাজ সেই কর্ত্তব্যই পালন করিয়া গিয়াছেন। আর, দেশের রাজা—দেশের সম্রাট হইয়া, তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই আদেশ মান্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা রাজার অতিথি, তাঁহারা প্রজারও অতিথি। অতিথি-সৎকারের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই।”

দস্যুদলপতি অস্ফুট-কণ্ঠে কহিলেন,—“তবে কি আমরা ভ্রম বুঝিয়াছি!”

জয়দেব জিজ্ঞাসিলেন,—“কি বলিতেছেন?”

দলপতি।—“বলিতেছি, শান্তি কোথায়?”

জয়দেব।—“জগবন্ধুর চরণে! জগবন্ধুর চরণ শান্তি-নিকেতন। সেখানে ভিন্ন আর শান্তি কোথায় পাইবেন?”

দলপতি।—“দেশব্যাপী অশান্তি-উত্তেজনা দেখিয়া আমরা মনে করিতেছিলাম, এদেশে মুসলমানদিগকে প্রবেশ করিতে দিব না। তাই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলাম;—দল-সংগঠনে চেষ্টা পাইতেছিলাম। দল-সংগঠন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের প্রয়োজন-বশতঃ আমরা আপনার বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলাম।”

জয়দেব ডাকিলেন,—“জগবন্ধু! মানুষের মনে কেন দুষ্প্রবৃত্তি আসে।” দস্যুদলপতিকে কহিলেন,—“কেন আপনারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলেন? অসদুপায়ে শুভকার্য্য সম্পন্ন

করিবার চেষ্টা পাইলে সে কার্য্য যে পণ্ড হয়, ইহা কি আপনারা অবগত নহেন ? ঘৃণ্য দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করা যায়,—এ দুর্ম্মতি আপনাদিগকে কে দিল ?"

দলপতি।—"দেব ! সৌভাগ্যক্রমে আপনার গৃহে দস্যুবৃত্তি করিতে আসিয়াছিলাম ! আমাদের সৌভাগ্য, আপনার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলাম ! আপনি মহাপুরুষ ; আপনার চরণতলে আশ্রয় লইলাম। কোথায় শান্তি পাইব, কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইবে, উপদেশ দেন।"

দস্যুদলপতি ব্যাকুল অন্তরে উপদেশপ্রার্থী হইলেন।

জয়দেব।—"আমি কি জানি !—আমি কি উপদেশ দিব ? উপদেষ্টা—জগবন্ধু ; শান্তিদাতা—জগবন্ধু ; তাঁহার চরণে আশ্রয় লউন।"

দলপতি।—"কি করিলে তাঁহার চরণে আশ্রয় পাই ?"

জয়দেব।—"সকলকে আপনার বলিয়া মনে করুন—ভেদবুদ্ধি পরিহার করুন। সর্ব্বকালে সর্ব্বকার্য্যে জগবন্ধুর শরণাপন্ন হউন। মনে রাখুন,—অস্ত্রগ্রহণে শান্তি-স্থাপন হয় না। মনে রাখুন,—ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে না পারিলে, প্রেমের প্রবাহে আপনি ভাসিয়া অপরকে না ভাসাইতে পারিলে, শান্তি নাই, সুখ নাই—কিছুই নাই।"

সকলে উৎকর্ণ হইয়া জয়দেবের অমৃত-বাণী শ্রবণ করিতেছিল। সকলেই মনে মনে কহিল,—'মহাপুরুষ সত্য বলিয়াছেন।' সকলেই সঙ্কল্প করিল,—'আর বিপথে যাইব না। প্রেমে মজিব—প্রেমে মজাইব। মহাপুরুষের উপদেশ শিরোধার্য্য।'

দস্যুদল ফিরিয়া দাঁড়াইল। জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিল। সকল ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল। কৃষ্ণপ্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিল।

* * *

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সমস্যা।

কুমার উপলক্ষ মাত্র। মন্ত্রী রঘুদেব্ ও সেনাপতি সংগ্রাম-সিংহ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

রাজকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইতে লাগিল বটে; কিন্তু সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়েই ভবিষ্যতের ভাবনায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

রঘুদেব কহিলেন,—"সেনাপতি মহাশয়! আমি বিদায় গ্রহণ করিব মনে করিয়াছিলাম। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যখন আমার পরামর্শে উপেক্ষা করিয়া আততায়িগণকে নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, আমার মনে হইল,—আমি বিদায় গ্রহণ করি।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"আমারও হৃদয় মহারাজের ব্যবহারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমি সান্ত্বনা অনুভব করি। মহারাজ যখন বলেন,—'আমি গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি, বক্তিয়ার সাহের এই

প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেই আমার অতিথি-সৎকার ব্রত উদ্যাপন হয়।' মহারাজের সে উক্তি শুনিয়া আমার ভাবান্তর ঘটে। আমি মনে করি,—'আসে আসুক আততায়িগণ; আমরা বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের সকল দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইবে।' তাই আমি মহারাজের প্রস্তাবে আর দ্বিতীয় বার আপত্তি করি নাই।"

রঘুদেব।—"আমিও সেই কথায় বিচলিত হইয়াছিলাম। আমরা বিদ্যমানে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের শেষ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিবে? সত্যই তো!—তাঁহার কিসের অভাব! অতিথি-সৎকারে তিনি কেন বিমুখ হইবেন! সত্যই তো!—শত্রুরই বা কি সামর্থ্য যে, আমরা বিদ্যমানে নবদ্বীপ-রাজ্যের নখাগ্র স্পর্শ করিতে পারে? সেনাপতি মহাশয়! আমি তো সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই পরিশেষে মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"কিন্তু এখন উপায় কি? দেশব্যাপী অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কি উপায়ে সে অশান্তির নিবৃত্তি করি! বড়ই দুর্লক্ষণ! যে দিন হইতে মহারাজের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে প্রত্যহই আমরা সংবাদ পাইতেছি, সাধু-সন্ন্যাসিগণ নবদ্বীপ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন।"

রঘুদেব।—"সেই সংবাদ অবগত হইয়াই তো আজি নিভৃতে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। মিথিলা রাজ্যের প্রান্তস্থিত ভৈরবনাথের মন্দির হইতে একজন সাধুপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট যে সংবাদ শ্রবণ করিলাম, সে সংবাদে মন বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"সন্ন্যাসী কি বলিলেন?"

রঘুদেব।—"তিনি এখনই এখানে আসিতেছেন।"

বলিতে বলিতে সেই মন্ত্রণা-কক্ষে একজন সন্ন্যাসীর শুভাগমন হইল। সেনাপতি ও মন্ত্রী মহাশয়কে নিভৃতে পরামর্শ করিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয়! সেনাপতি মহাশয়! এখনও কি পরামর্শের সময় আছে? গৃহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়াছে। গঙ্গোদক বা কূপোদক দ্বারা বা অন্য কি উপায়ে সে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করা যাইবে, সে বিতর্কের অবসর এখন আর নাই। এখন উঠুন; অগ্নি-নির্ব্বাণের আয়োজন করুন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আদেশ শীঘ্র প্রত্যাহৃত হউক্।"

সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়েই সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর অভিবাদন করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—"দেব! আপনাদের প্রাণ যেরূপ চঞ্চল হইয়াছে, আমাদেরও প্রাণ সেইরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ। কিন্তু কি করিব?—উপায় নাই! মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আদেশ—কেমন করিয়া অমান্য করি!"

সন্ন্যাসী আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"তবে কি উপায় হইবে না!"

সংগ্রাম-সিংহ উত্তর দিলেন,—"দেব! অন্তর্য্যামিন্! উদ্বিগ্ন হন কেন? নিশ্চয় জানিবেন, আমরা জীবিত থাকিতে শত্রুর দুরভিসন্ধি কখনই পূর্ণ হইবে না। আপনার সমক্ষে আমি স্পর্দ্ধা করিয়াই বলিতেছি,—বক্তিয়ার যে মুখে আসিবে, সেই মুখেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

সন্ন্যাসী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"সব

জানি, সব বুঝি! কিন্তু দুষ্ট বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে, যতই প্রতিকারের উপায়-বিধান করুন না কেন, শরীর হইতে তাহা একেবারে বহির্গত হয় না। এই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে তাহাদের স্পর্শে কোন্ ধূলিকণা অপবিত্র হইবে, আপনারা কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি? তাই বলি, এখনও আততায়ীর গতিরোধের আদেশ দেন।”

রঘুদেব।—“ঠাকুর! ক্ষমা করুন। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের আদেশ প্রত্যাহার করিবার উপায় নাই।”

সন্ন্যাসী শিরে করাঘাত করিতে করিতে কহিলেন,—“হায়!—হায়! আমি যেখানে যাই, সেখানেই এই কথা! মিথিলায় কত চেষ্টা পাইলাম! সকলেই একই উত্তর দিল! বঙ্গদ্বারে প্রবেশের পথে যাহারা রক্ষিসৈন্য আছে, তাহাদের নিকটও কত অনুনয়-বিনয় করিলাম! তাহারাও এই উত্তর দিল! অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপনাদের নিকট আসিলাম! আপনারাও সেই উত্তর দিলেন! হায়!—হায়! গেল!—গেল!—সব গেল!”

রঘুদেব বিনীত-স্বরে কহিলেন,—“ঠাকুর! একটু শান্ত হউন।”

সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া কহিলেন,—“আর শান্ত হইব! সে দিন যদি থাকিত, শান্ত হইতে পারিতাম! আপনাদের কাহারও সহায়তার আবশ্যক হইত না। ভৈরব-পর্ব্বতের গিরি-সঙ্কটে আমরাই তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ বিধ্বস্ত করিতাম। কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের ঘোষণা-মাহাত্ম্যে সকল উদ্যোগ

পণ্ড করিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ান্তর অবলম্বন করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার নাম, তাঁহার আদেশ, এতাদৃশ সমাদৃত হইতেছে! ধন্য মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন! —সার্থক তুমি নবদ্বীপের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলে! প্রজাপুঞ্জের প্রাণে তোমার প্রভাব এখনও এমনভাবে বিদ্যমান!"

সংগ্রাম-সিংহ।—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের প্রভাবের কথাই তো কহিতেছিলাম।"

সন্ন্যাসী।—"তিনি তো এখন এ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন! আপনারা যে কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় জড়ভাবে বিদ্যমান থাকিবেন, বোধ হয় এ দুর্ভাবনা কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ডুবাইলেন! —সোণার রাজ্য রসাতলে দিলেন! আপনাদের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়।"

দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিতে করিতে সন্ন্যাসী ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

রঘুদেব ও সংগ্রামসিংহ কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"এ রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে; এ রাজ্যে আর সাধু-সন্ন্যাসীর স্থান নাই।" আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,— আপনা-আপনিই কথাটা যেন মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, —"হায় বীরসিংহ! এই কাপুরুষ সংগ্রাম-সিংহই কি তোমার পিতা! বিধর্ম্মীর পদস্পর্শে দেশ পাছে কলুষিত হয়,—এই

আশঙ্কায় তুমি অবহেলায় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলে;—আর তোমার কাপুরুষ পিতা তাহাদের পদসেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল! হা ধিক!—হা ধিক!"

সংগ্রামসিংহ—স্তম্ভিত, বিস্মিত, হতবুদ্ধি! তিনি চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীর তিরস্কার-বাক্য সংগ্রাম-সিংহের হৃদয়ে বজ্র-সম বিদ্ধ হইল। বজ্রাহত তরু যেমন প্রাণহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকে, সংগ্রাম-সিংহ তদ্রূপ প্রাণহীন দেহে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী কেনই বা এমন তীব্র তিরস্কার করিলেন? বীর-সিংহের সম্বন্ধেই বা তিনি এ কি কথা কহিয়া গেলেন? তবে কি বীরসিংহ নাই! সেবানন্দ স্বামী তাই কি আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না!

সংগ্রাম-সিংহের মনে হইল,—"যাই, একবার সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনি। তিনি আমায় এ কি প্রহেলিকার মধ্যে ফেলিয়া গেলেন! বীরসিংহ!—বীরসিংহ!—কোথায় তুমি? —একবার দেখা দিবে না! তোমারই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি তোমায় মিথিলায় দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম! রাজা জয়সিংহ তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিবেন, ভ্রমেও সে ভাবনা আমার মনে উদয় হয় নাই। বিধাতার নির্ব্বন্ধে বিপরীত ঘটিয়াছে। আমার দোষ কি? আমার প্রতি তোমার অভিমান হইবার কারণ কি? এস—বাপ!—একবার দেখা দেও!"

সংগ্রাম-সিংহকে অধোবদনে অশ্রুভারাবনত নয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রঘুদেব কহিলেন,—"সাধু-সন্ন্যাসীর তিরস্কার

কর্ত্তব্য নহে। এ সকল তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ! বৃথা চিন্তায় আপনি উতলা হইবেন না।"

সংগ্রাম-সিংহ।—"সন্ন্যাসী কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আজ বীরসিংহের জন্য মনটা আমার বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। বীরসিংহ কি তবে জীবিত নাই?"

রঘুদেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"এ সময় এরূপ অমূলক চিন্তায় কেন উদ্বেলিত হইতেছেন? সেবানন্দ স্বামী রাজানুচর সহ বীরসিংহকে আনিতে গিয়াছেন। তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাসের কারণ কি আছে?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"তবে প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন?"

রঘুদেব।—"বীরসিংহ সাধারণতঃ দেশ-দর্শনাভিলাষী। দূর দেশ; পথে আসিতে আসিতে কোনও স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া হয় তো সেইখানেই কয়েক দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। আপনার চিন্তা নাই। আমি পুনরায় বীরসিংহের সন্ধানে দূত প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?"

এই বলিয়া মন্ত্রী রঘুদেব গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"দেশের অবস্থা দেখুন! কেবল সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া নহেন;—সকলেরই প্রাণে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসিগণ এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ব্রাহ্মণগণ এ রাজ্যে আর বাস করিতে চাহিতেছেন না! এখন উপায় কি!—কি করা যায়?"

সংগ্রাম-সিংহ।—"মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের আদেশ প্রতিপালন

করিতেই হইবে। তবে অধিক দিন তাঁহারা এদেশে যাহাতে অবস্থান করিতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিন দিনের অধিক রাজধানীতে তাঁহারা অবস্থিতি করিবেন না, তাঁহাদের আবেদনে এ কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। জন-সাধারণকে এখন বুঝাইয়া শান্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল,—"দ্বারে আর একজন সাধুপুরুষ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।"

রঘুদেব মনে মনে কহিলেন,—"আর কি শুনিব ? তাঁহাদের কোনও কথাই তো রক্ষা করিতে পারিব না।"

তাঁহাকে আনয়নের জন্য প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন,—"তোমরা কেমন মন্ত্রী—কেমন সেনাপতি! দেশব্যাপী অশান্তি! তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ!"

"আবার সেই কথা!" উভয়েই সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! উপায় কি ?—করি কি ?"

সন্ন্যাসী।—"কি আবার করিবে ? সত্য তত্ত্ব প্রচার কর। জনসাধারণের প্রাণ হইতে কুহেলিকার আবরণ দূর কর। কুহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইলে,—ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইলে,—কাহারও প্রাণে অশান্তির ভাব বিদ্যমান থাকিবে না!"

রঘুদেব।—"আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সাধু।—"সত্য তত্ত্ব প্রচার কর। ভেদাভেদের কুয়াসা-জাল ছিন্ন করিয়া দাও! হিন্দুও যা, মুসলমানও তা;—আমরা সকলেই সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের সৃষ্ট সামগ্রী! কেন আমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি আসে?"

রঘুদেব কহিলেন,—"সকলেই বলিতেছেন, মুসলমানের পদার্পণে হিন্দুর দেশ কলুষিত হইবে।"

সাধু পুরুষ 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"ভ্রান্ত! পৃথ্বীমাতা কি কখনও কলুষিতা হন! যাঁহার ক্রোড়ে ঋষি-মহর্ষির পুণ্যাশ্রম শান্তি-নিকেতন তপোবন শোভা পাইতেছে, তাঁহারই ক্রোড়ে ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদিপূর্ণ মহারণ্য বিরাজমান রহিয়াছে। নরহন্তা দস্যুও তাঁহার বক্ষে আশ্রয় লইয়া আছে; আবার পুণ্যাত্মা মহাপুরুষও তাঁহার বক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিষ ও অমৃত, বিষ্ঠা ও চন্দন,—সকলই যাঁহার সমান আদরের সামগ্রী; ভ্রান্ত!—মুসলমানের স্পর্শে তিনি কি কখনও কলুষিতা হন? তোমরা বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়াও—অশেষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত থাকিয়াও,—জনসাধারণের এ ভ্রম-সংস্কার দুর করিতে পারিলে না!"

রঘুদেব।—"আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য। কিন্তু আপনারা যদি এ সকল তত্ত্ব প্রচার করেন, আপনাদের মুখে এ সকল কথা শুনিতে পাইলে, দেশ শান্ত হইতে পারে।"

সংগ্রাম-সিংহ সাধুপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সাধু-সন্ন্যাসিগণই আবার বিপরীত বুঝাইতেছেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভৈরবনাথের আশ্রম হইতে আনন্দস্বামী আসিয়াছিলেন। তিনি ঠিক বিপরীত কথা বলিয়া গেলেন। আমাদের নিকট সাধু-

মাত্রেই নমস্য। আমরা কাহার কথায় অবহেলা করিব, আর কাহার আদেশই বা প্রতিপালন করিব?"

সাধুপুরুষ।—"সকলেই মোহে আচ্ছন্ন; সকলেই ভুল বুঝাইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে সামান্য একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহার জন্য এত বিতর্ক-বিতণ্ডার কি প্রয়োজন? আপনারা আর অণুমাত্র কালক্ষয় করিবেন না! যদি এ রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, এখনই সত্যতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হউন। সকলকে বুঝাইয়া দেন,—হিন্দুও যা, মুসলমানও তা। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের আগমনে কোনই দোষ নাই।"

সাধুপুরুষ যতক্ষণ বুঝাইতেছিলেন, রঘুদেব ততক্ষণ সন্ন্যাসীর উক্তির উপযোগিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। মনে মনে কহিতেছিলেন,—"উত্তেজিত অশান্ত জনসাধারণের মধ্যে এই বাণী ঘোষণা করিতে হইবে। এ ভিন্ন আর উপায় দেখি না।"

সাধুপুরুষ চলিয়া গেলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে অনেকক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল। এবম্বিধ মতের প্রচারে কিরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহারা আলোচনা করিলেন। আবার ঐ মতের প্রচারে কি ইষ্টসাধন সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ও আলোচিত হইল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না। ঘটনাস্রোত যে পথে প্রবাহিত হয়, তাঁহারা সেই পথেই পরিচালিত হইলেন।

* *

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

---o---

অনুতাপে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিবসে বক্তিয়ার নবদ্বীপ-রাজধানীতে আগমন করিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহাদের কুড়ি জনের মাত্র রাজ্য-মধ্যে প্রবেশের অনুমতি ছিল, আর তিন দিন মাত্র তাঁহারা রাজধানীতে অবস্থিতির অনুমতি পাইয়াছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গগণের মধ্যে বক্তিয়ার সপ্তদশ জন সৈনিক পুরুষকে আপনার পার্শ্বচর রূপে আনিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বর ও ত্রিলোচন তাঁহার সঙ্গে পথ-প্রদর্শক-রূপে আসিয়াছিলেন।

রাজধানীর উত্তর প্রান্তে বস্ত্রাবাস প্রস্তুত হইয়াছিল। সহচর-গণ সহ বক্তিয়ার খাঁ তথায় অভ্যর্থিত হন। রাজপুরুষগণ যখন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বস্ত্রাবাসে লইয়া যান, ত্রিলোচন তখন একখানি বজরার মধ্যে মুখ লুকাইয়া ছিলেন। নবদ্বীপে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা হইয়াছিল; বক্তিয়ারও সাধা-রণের সমক্ষে তাঁহাকে বাহির করা সমীচীন মনে করেন নাই। নগরের প্রান্তভাগে, নদীগর্ভে একখানি বজরার মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া অপরাপর সঙ্গিগণ সহ বক্তিয়ার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজবাটীর প্রাঙ্গণে তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মহারাজ লাক্ষ্মণেয়, রঘুদেব ও সংগ্রাম-সিংহ সমভিব্যাহারে, বক্তিয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার

তুষ্টি-সম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই। নবদ্বীপাধিপতির এবম্প্রকার আতিথ্য-সৎকারে বক্তিয়ার সা মনে মনে যে একান্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কদাচ সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই। অপমানের বিষয় মনে করিয়া এক একবার তাঁহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল বটে ; কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। মনে মনে বলিয়াছিলেন,—"লাক্ষ্মণেয় ! এ অপমানের প্রতিশোধ একদিন-না-একদিন গ্রহণ করিবই করিব।" কিন্তু মুখে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন ; আমন্ত্রণ-ছলে কহিয়াছিলেন,—"আমার রাজধানীতে মহারাজের যদি কখনও পদার্পণ হয়, আমি কিরূপে মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না!" লাক্ষ্মণেয় সেই উক্তিতেই গলিয়া গিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন,—"দেশ-দর্শনে আমার বড় সাধ। আপনার রাজধানী দর্শন করিবার আমার একান্তই ইচ্ছা রহিল।" বক্তিয়ার উত্তর দেন,—"আপনার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইলে, আমি কৃতার্থ হইব।"

এবম্বিধ মিষ্ট-বাক্যের ফলে বক্তিয়ার তিন দিনের পরিবর্ত্তে নবদ্বীপে সপ্তাহকাল অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন এবং একদিন নৌযানে আরোহণ করিয়া রাজবাড়ীর দুর্গ-পরিখা প্রভৃতি দেখিয়া লইয়াছিলেন।

সে কয় দিন ত্রিলোচনের সহিত বক্তিয়ারের আর সাক্ষাৎ হইল না। ত্রিলোচন একাকী বজরায় বসিয়া আপনার কৃতকার্য্যের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। এ পর্য্যন্ত ত্রিলোচন যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি বক্তিয়ারের কোনই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়

নাই। সুতরাং নৌকার মাঝিমাল্লাদিগের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত রাখিয়াই বক্তিয়ার নিশ্চিন্ত ছিলেন। বক্তিয়ারের বিশ্বাস ছিল,—তিনি ত্রিলোচনের হৃদয়ে যে আশার লহর তুলিয়া দিয়াছেন, ত্রিলোচন সেই লহরেই নাচিতে থাকিবেন।

তিন দিন পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের কোনরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন হয় নাই। চতুর্থ দিবসে ত্রিলোচনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ত্রিলোচন নৌকায় বসিয়া আছেন; শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে,—"অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে সদনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করে, কর্ম্ম পণ্ড হয়।" গবাক্ষ-পথ দিয়া ত্রিলোচন চাহিয়া দেখিলেন,—দুইটী ভদ্রলোক ঘাটে স্নান করিতে করিতে ঐ কথার আলোচনা করিতেছেন। বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের প্রবেশে বাধা দিবার জন্য একটী দল সংগঠিত হইয়াছিল। অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহারা জয়দেবের গৃহ লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। জয়দেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন,—"সদুদ্দেশ্য-সাধনসঙ্কল্পে অসদুপায় অবলম্বন করা কখনই শ্রেয়ঃ নহে।"

স্নানার্থী ভদ্রলোকদ্বয়ের কথার প্রসঙ্গে জয়দেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়।

ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—"আমি তবে এ কি করিতেছি? শান্তির জন্য অর্থের অন্বেষণ করিতেছি;—কিন্তু শান্তিপাইব না তো! মহাপুরুষের কথা কখনই মিথ্যা হয় না। অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থে সুখ-শান্তি তো কখনই মিলিবে না! আমি এ কি করিতেছি!—আমি এ কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি? রাজা দেবতা; আমি সেই রাজার বিরুদ্ধে, তুচ্ছ অর্থের

আকাঙ্ক্ষায়, ঘোর ষড়যন্ত্র-জালে লিপ্ত হইয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি?"

প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে উদয় হইবা মাত্র ত্রিলোচনের চিন্তার গতি একবার পরিবর্ত্তিত হইল। ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,—"আমি অত্যাচার-প্রপীড়িত। অত্যাচারের প্রতি-শোধ-গ্রহণ কি কর্ত্তব্য নহে!" কিন্তু ত্রিলোচনের অন্তরাত্মাই তাহার উত্তর দিল,—"তুমি অপরাধ করিয়াছিলে। দণ্ডধর নৃপতি তোমার অপরাধের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি অত্যাচারের আরোপ কর কি প্রকারে? যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনই ফল কি প্রত্যাশা কর না? মুক্তি পাওয়ার পর হইতে যে অপকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছ, তাহারও কি প্রতিফল পাইবে না!" ত্রিলোচন সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন,—"মুক্তির পর আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি! আমি নিরাশ্রয় ছিলাম, একজনের আশ্রয় লইয়াছিলাম মাত্র।" এই উত্তর দিবামাত্র ত্রিলোচনের মনে হইল,—"তাহা হইলেও কাজটা ভাল হয় নাই! অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির বজরায় আশ্রয় লওয়াই প্রথমে আমার ভুল হইয়াছিল। তার পর আমি যখন জানিতে পারিলাম,—বজরার আরোহীরা দেশের শত্রু, রাজার শত্রু; তখনই আমার সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আমি কেনই বা তাহাদের সঙ্গ লইলাম? তাহারা কখনই তো আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও আমি জলে ঝম্প-প্রদান করিতে পারিতাম! তাহাতে যদি প্রাণ যাইত, সেও শ্রেয়ঃ ছিল। তাহা হইলে বক্তিয়ার সাহকে নবদ্বীপ-রাজ্যের নিগূঢ় সন্ধান দিতে হইত না; আর

তাহাকে পথ দেখাইয়াও এ রাজ্যে আনিবার পাপ-প্রবৃত্তি থাকিত না। কৌতূহল-বশতঃ যদি বজরায়ই রহিলাম, বিধর্ম্মী বক্তিয়ার সাহের দরবারে কি জন্য উপস্থিত হইলাম! যদি উপস্থিতই হইলাম, মূক হইয়া থাকিতে পারিলাম না কেন? বক্তিয়ার অসি নিষ্কোষিত করিয়াছিল;—গর্দ্দান লইত! এ যন্ত্রণার অপেক্ষা সেও কি শ্রেয়ঃ ছিল না? আমি আজি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বদেশের নিকট মুখ লুকাইয়া আছি। এ যন্ত্রণার অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল ছিল না কি? আমি পাপের পথে এক এক পদ অগ্রসর হইয়াছি; আমার মন আমায় বাধা দিয়াছে। কিন্তু সে বাধা মানি নাই। কত বার বুঝিয়াছি,—বক্তিয়ার আমার সম্মুখে প্রতারণা-জাল বিস্তার করিয়াছে! কতবার বুঝিয়াছি,—তাহার অর্থ-সম্পৎ-দানের প্রলোভন—ছলনা মাত্র। কতবার বুঝিয়াছি,—সে আমায় প্রলুব্ধ করিয়া বঞ্চিত করিবে। কতবার বুঝিয়াছি,—সে আমায় কৌশলে নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। সকলই বুঝিয়াছি, অথচ সাবধান হই নাই। প্রলুব্ধ চিত্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বক্তিয়ার যে দিন স্বর্ণমুদ্রারাশি প্রদান করিল; বুঝিলাম—প্রলোভন। কিন্তু মনে করিলাম,—'যদি পাই।' এখনও আশা—বক্তিয়ারের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সে স্বর্ণমুদ্রারাশি পুনঃপ্রাপ্ত হইব। হায় ভ্রান্তি! এই ভ্রান্তিবশে এমন গুরুতর পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হইলাম! আমি এখনও মনে করিতেছি,—সুখ-শান্তি লাভ করিব। না,—আর না;—আর প্রলোভনে মজিব না! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন!—আপনি আমার প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছিলেন! তখন আমি মুক্তির জন্য ব্যাকুল ছিলাম।

কিন্তু এখন আমার প্রাণদণ্ড করুন ; আমি আর মুক্তি চাই না! আমি আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিব না! আমার আর এক দণ্ড বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

সারাদিন এইরূপ চিন্তায় মন আন্দোলিত হইল। রাত্রিতেও চিন্তার অবসান হইল না। নিভৃতে বিনা বাধায় চিন্তাস্রোত যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। ত্রিলোচনের মনে হইল—'ঐ বুঝি বক্তিয়ার সা নবদ্বীপ-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।' মনে হইল, নবদ্বীপ-রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ঐ যেন তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইতে চাহিতেছেন! ত্রিলোচন বলিয়া উঠিলেন, —"না, আমি আর যাইব না! যেখানে আছি, এইখানেই রহিলাম।"

"তবে রে নিমকহারাম!"—এই বলিয়া যেন তাঁহার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক বক্তিয়ার অসি নিষ্কোষিত করিলেন।

"তোর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু অপেক্ষা গঙ্গায় ডুবিয়া মরা শ্রেয়ঃ।" —এই বলিয়া ত্রিলোচন বজরা হইতে নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিলেন।

ভাগীরথীর বক্ষে গুরুভার পতনের শব্দ হইল। ভাগীরথী কাঁপিয়া উঠিলেন। ত্রিলোচনের পতনের শব্দে মাঝি-মাল্লাগণ জাগিয়া উঠিল। বজরায় তাহারা আর ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইল না। ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে ত্রিলোচন কোথায় ভাসিয়া গেলেন, নির্ণয় হইল না। কেহ কহিল,—'ত্রিলোচন মরিয়াছেন।' কেহ কহিল,—'ত্রিলোচন পলাইয়াছেন।'

পরদিন বক্তিয়ার-সন্নিধানে ত্রিলোচনের আত্মহত্যার কথা প্রচারিত হইল। তিনি বিশেষ কোনরূপ সন্ধান লইতেও

পারিলেন না; মুখ ফুটিয়া সে কথা প্রকাশ করিতেও সাহস করিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তনের দিন সে একজনকে পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল।

বিশ্বেশ্বরের মনে আনন্দ হইল,—তাঁহার পুরস্কারের অংশ-ভাগী আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়াছে।

* * *

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

বিষাদে।

সানুচর বক্তিয়ার সা নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিলেন; রাজকর্ম্মচারিগণের উদ্বেগ দূর হইল। মন্ত্রীর ও সেনাপতির পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পথঘাট পূর্ব্ববৎ সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা হইল।

বক্তিয়ার প্রস্থান করিলে, অল্পদিন পরে, রাজানুচর সহ সেবানন্দ স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহের ও শোভার সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের আনয়নের জন্য সেবানন্দ স্বামীর সমভিব্যাহারে রাজকর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। বড়ই আশা ছিল,—মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের পুরুষোত্তম-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শোভাকে ও বীরসিংহকে লইয়া তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যাগমনে যে এত দীর্ঘকাল অতি-বাহিত হইবে, পূর্ব্বে কেহই তাহা অনুমান করেন নাই। যাহা

হউক, এত দিন পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন জানিয়াও মন্ত্রী ও সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন।

"বুঝি বা বীরসিংহকে ফিরিয়া পাইলাম",—এই মনে করিয়া সংগ্রাম-সিংহের আনন্দের অবধি রহিল না। বক্তিয়ার সাহের নবদ্বীপ আগমন উপলক্ষে রাজা জয়সিংহকে তীর্থস্থান হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। শোভা আসিতেছে শুনিয়া তিনিও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

কিন্তু সেবানন্দ স্বামী আসিয়া যখন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন সকলেরই হরিষে বিষাদ ঘটিল। সেবানন্দ স্বামী গভীর শোক-প্রকাশে কহিতে লাগিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয়! সেনাপতি মহাশয়! আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! বীরসিংহকে ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই! শোভাকেও যে অবস্থায় আনিয়াছি, তাহাতে শোভার আর সে শোভা নাই!"

সকলে এক দৃষ্টে উদ্বিগ্ন চিত্তে সেবানন্দ স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সেবানন্দ স্বামীর মুখ দিয়া যেন ঝড় বহিতে লাগিল। সেবানন্দ স্বামী আনুপূর্ব্বিক সকল ইতিহাস বিবৃত করিলেন। কহিলেন,—জয়সিংহের দরবারে বীরসিংহের গর্ব্বের কথা! কহিলেন,—বীরসিংহের প্রতি মিথিলাধিপতির দণ্ডাদেশ! কহিলেন,—শোভার কৌশলে বীরসিংহের কারামুক্তি-কাহিনী! কহিলেন,—প্রাণ-রক্ষাকর্ত্রী শোভার অনুরোধে বীরসিংহের রণবেশ-পরিগ্রহ! কহিলেন,—পিতার অজ্ঞাতে পিতার সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জয়সিংহের পলায়নের পথ-প্রস্তুত-কাহিনী! আর কহিলেন,—পাছে পিতৃরক্তপাতে অস্ত্র কলুষিত হয়, এই

আশঙ্কায় সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিতে করিতে পিতার অস্ত্রে বীরসিংহের রণ-শয্যায় শয়ন-কাহিনী !

সংগ্রাম-সিংহ আর শুনিতে চাহিলেন না ! চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"সন্ন্যাসি ! আপনি এ কি বলিতেছেন ? আমিই কি তবে স্বহস্তে বীরসিংহের সংহার-সাধন করিয়াছি ? হা পুত্র ! —হা বীরসিংহ ! যুদ্ধেও হারিলাম, তোমাকেও হারাইলাম !"

সেবানন্দ স্বামী বাধা দিয়া কহিলেন,—"উতলা হইবেন না ! শুনুন—তার পর কি হইল !"

সেবানন্দ স্বামী কহিলেন,—শোভার আত্মত্যাগ-কাহিনী ! কহিলেন,—কেমন করিয়া বীরসিংহের রক্তাক্ত দেহ ক্রোড়ে লইয়া শোভা ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ! আর কহিলেন,—কেমন করিয়া শোভার শুশ্রূষায় ভগবানের কৃপায় বীরসিংহ জীবন-লাভ করিলেন।

আবার সকলের প্রাণে আনন্দের লহর উত্থিত হইল। জয়সিংহ কহিলেন,—"শোভা ! তোমার সার্থক জন্ম ! তোমার নিকট জগৎ পরসেবা-ব্রত শিক্ষা করুক। কৈ ?—কৈ ?—কৈ—আমার শোভা ?"

সংগ্রাম-সিংহ আহ্লাদে গদগদ হইলেন। কহিলেন,—"তবে বীরসিংহ জীবিত আছে ! শোভা ! মা !—তুমি ধন্যা ! আমি বীরসিংহের সহিত শোভার বিবাহ দিব,—আমার মনের যে চির-আকাঙ্ক্ষা !"

সেবানন্দ-স্বামী নির্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ভগবান্ সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে দিলেন কৈ ?" সেবানন্দ কহিলেন,—বীর-সিংহের আত্মগ্লানির বিষয়। কহিলেন,—

এবারও তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। তবে এবার তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম; আর এবার তাঁহারা শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আপন-আপন কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। সকলেরই মনে হইতেছিল,—নবদ্বীপ-রাজ্যের ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারময়, তাহাতে এ রাজ্যে আর অধিক দিন তাঁহাদের গতিবিধি চলিবে না। সকলেই বলাবলি করিতেছিলেন,—'এত দিন আমরা যেরূপ সর্ব্বত্র স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতেছিলাম, সকলের সকল কর্ম্মাকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যকানুসারে তাঁহাদিগকে তত্তৎকর্ম্মে উৎসাহিত বা প্রতিনিবৃত্ত করিতেছিলাম; ক্রমশঃ আমাদের সে স্বাধীনতা—সে ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে চলিল!'

নবদ্বীপের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিলেন, সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিতেছিলেন। ভৈরবানন্দ স্বামীর কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। তিনি মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময়, আমরাই—সাধু-সন্ন্যাসীরাই তাহার মূলীভূত। আমাদের শিক্ষার ত্রুটিতেই সকল অনর্থ ঘটিতে বসিয়াছে।"

এই বলিয়া ভৈরবানন্দ স্বামী কহিতে লাগিলেন,—"অবস্থা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কোন্ প্রকার শিক্ষা কাহার পক্ষে উপযোগী, তাহা বুঝিয়া তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হয়। সাধুগণ—সন্ন্যাসিগণ—ব্রাহ্মণগণ—আমরা সমাজের শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহার বিচার না করিয়া যথেচ্ছ শিক্ষা

প্রদান করিতে যাই। হিতে বিপরীত ফল ফলে। এ রাজ্যে তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে। যিনি সংসারী, যাঁহার পক্ষে সংসারাশ্রম বিধেয়, তাঁহার নিকট আমরা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি; যাঁহার কর্ম্ম-কামনার শেষ হয় নাই, তাঁহার প্রতি বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতে যাই। এই সাম্রাজ্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই তত্ত্ব বিশেষ উপলব্ধি হইবে। নবদ্বীপ-সম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির মূলেও আমাদের উপদেশ; আবার এখন যে এ সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি, তাহারও মূলে আমাদেরই উপদেশ। আমরা যখন কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছি, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন তখন নববলে বলীয়ান হইয়া দিকে দিকে আপনার প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। আবার যখন তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিয়া সংসার-ত্যাগে পরামর্শ দিয়াছি, তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া পুরুষোত্তমে প্রয়াণ করিয়াছেন। নবদ্বীপ-রাজ্যের হিত-কামনা করিলে, তাঁহার সে বৈরাগ্য অবলম্বন উপযুক্ত হইয়াছে কি না,—তিনি নবদ্বীপ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে এ রাজ্য সুরক্ষিত হইবে কি না,—আমরা তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি নাই! সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছিল কি? কুমার লাক্ষ্মণেয় এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ভার-গ্রহণে কতদূর উপযুক্ত হইয়াছেন, এ পরীক্ষার অবসর তাঁহাকে দিয়াছিলাম কি? সন্ন্যাসীরা—আমরা যদি তাঁহার সমক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ আলোচনা না করিতাম, এবং মায়া বা ভ্রান্তি-পরিহারে মুক্তি-লাভ হয়—যদি না বুঝাই-

তাম ;—তাহা হইলে কি এত শীঘ্র তাঁহার মনে বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইত! বৈরাগ্যের উদয় না হইলে, এ রাজ্য কি কখনও এরূপ হতাশের আঁধারে আচ্ছন্ন হইত। হারাইলাম—সব হারাইলাম!—আমাদিগেরই শিক্ষার দোষে সব হারাইলাম! হায়!—হায়! আমরাও ভুল বুঝিলাম, মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনও ভুল বুঝিলেন!"

সহসা নদীগর্ভ হইতে উত্তর আসিল,—"ভুল নয়!—ভুল নয়! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন যাহা করিয়াছেন, ঠিক করিয়াছেন! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন,—'টাকাও যা, ধুলাও তা!' মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন,—'হিন্দুও যা মুসলমানও তা'! মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন—'ভেদজ্ঞান দূর হইলেই মুক্তি।"

ভৈরবানন্দ স্বামী চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আবার!—আবার—সেই স্বর! ভ্রান্ত!—এ শিক্ষা তো সংসারীর পক্ষে নয়।"

কিন্তু ভৈরবানন্দ স্বামীর সে উত্তর কে শুনিবে? কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে চকিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,—'টাকাও যা, ধূলাও তা' বলিতে বলিতে পাগলা সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন।

সমা[illegible]